সরকার গ্রন্থমালা সংখ্যা—১৬

মহারাষ্ট্র জাগরণ

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার
প্রণীত

বেলেঘাটা—কলিকাতা।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ : ১৮৪৯ শকাব্দ : ১৯৮৪ সংবৎ : ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১।০ মাত্র।

শ্রীগণপতি সরকার
প্রকাশক
৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্
কলিকাতা।
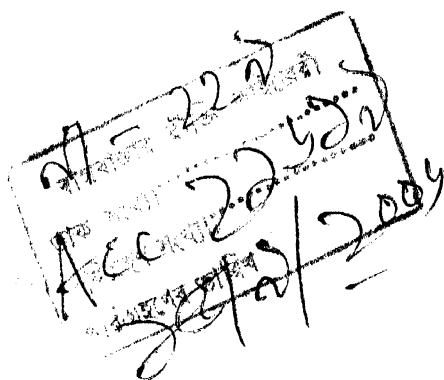
শ্রীরজনীকান্ত রাণা
কর্তৃক মুদ্রিত,
চেরী প্রেস লিমিটেড,
৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মুখবন্ধ।

সপ্তদশ শতাব্দিতে ভারতের বক্ষে হিন্দুধর্ম্মের উপর পাঠান ও মোগল রাজগণ যে তুলনা রহিত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের সেই তাণ্ডব নৃত্যের অবাধগতি রোধ করিতে, ভারতের ক্লৈব্য দূর করিতে, হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিই মহারাষ্ট্র-পতি ছত্রপতি শিবাজী। হিন্দুজাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। দাসত্বশৃঙ্খলের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ থাকিয়া দ্বেষহিংসা পরশ্রীকাতরতায় জর্জ্জরিত দেশে নিরক্ষর হইয়াও পরস্পর বিবাদমানা অসভ্যবর্ব্বর জাতিগণকে বিবাদ বিসংবাদ ভুলাইয়া একতাবদ্ধ করা যায়, সুসভ্য করা যায়, দেশহিতপ্রাণ করা যায়, দেশের লোকের প্রাণে স্বদেশ-হিতৈষিতা জাগরূক করা যায়, স্বদেশ-স্বধর্ম্মরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখান যায়, আত্মমর্য্যাদায় হৃদয়পূর্ণ করা যায়, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শিবাজী। ফরাসী-গৌরব নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বীরত্বের ও কার্য্যকারী শক্তির তুলনা নাই, ইহাই লোক-বিশ্রুত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের, যে তাহার ইতিহাস সে লিখিতে জানে না, তাহার ইতিহাস লিখে পরে, তাই তার ফুটন্ত গোলাপ যার সুগন্ধে ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যে দিগেদশ আমোদিত, তারও খোঁজ কেহ রাখে না। পরে কি পরের গুণ গাহিতে চায়; তাই আজ ভারতের বীরকাহিনী অজ্ঞাত। যদি সত্যসন্ধিৎসু কেহ শিবাজীর পূত-চরিত্র দেখিতে চায়, তাহা হইলে দেখিবে, অত বড় বীর, অত বড় নেতা, অত বড় সাহসী, অত বড় উদ্যমী, অত বড় নীতিজ্ঞ, অত বড় বিষয়-বুদ্ধি-কুশল গঠনশক্তিসম্পন্ন পরিচালক জগতে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। নেপোলিয়ন সমগ্র ফরাসীজাতির অর্থসামর্থ ও অত বড় সেনাদলের সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আমেরিকার দাসত্ববন্ধন-বিমোচনকারী জর্জ ওয়াসিংটন্‌ও দেশবাসীর পূর্ণ সাহায্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুইপার্শ্বে দুই প্রবলতম মুসলমান-রাজত্বের মধ্যে মহারাষ্ট্র-স্বাধীনকারী শিবাজী কি পাইয়াছিলেন, কাহার সাহায্য পাইয়াছিলেন? তাঁহার পিতাও তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে "ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দারের" মত তিনি একক অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন। তিনি অসভ্য মাউলীদের মধ্যে একতা আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধ শিখাইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রবাসীদিগকে একতা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রজাতি গঠন করিয়াছিলেন, প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাট্ ও বিজাপুর সুলতানের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম্ম-রক্ষার্থে স্বদেশের দাসত্ব-মোচন করিতে দেশবাসীর দুর্দ্দশানাশ করিতে সগর্ব্বে সদম্ভে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং এমন সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে যাহার প্রতাপে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংশ হইল; হিন্দু আবার শান্তি পাইল।

নাটক লিখিতে অনেকে ইতিহাসকে গ্রাহ্য না করিয়া কল্পনারাজ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করেন, তাহাতে, আমার মনে হয়, ইতিহাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয় এবং সাধারণ লোককে বিপথে চালনা করা হয়। সেইজন্য ইতিহাসের মর্য্যাদা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। আর নাটকত্ব সম্পাদনে ইতিহাস হইতে যেটুকু ব্যতিক্রম সম্ভব তাহাই ঘটিয়াছে।

এই নাটক লিখিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে ঐতিহাসিক মালমসলা গ্রহণ করা হইয়াছে—(1) Shivaji and His Times by Jadunath Sarkar (2) Shivaji the Maratha by H. G. Rawlinson (3) History of the Mahrattas by J. Cunninghame Grant Duff (4) Rise of the Maratha Power by M. G. Ranade (5) Siva Chhatrapati by Surendra Nath Sen এবং (৬) কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসুর "শিবাজী"।

এই নাটক ১৩২৯ সালে রচিত হয়। ঐ বৎসরেই "বেলেঘাটা লাইব্রেরীর" সভ্যবৃন্দ তাঁহাদের "বিজয়া সম্মিলনে" ও "বার্ষিক অধিবেশনে" এই দুইবার, ইহার অভিনয় করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ফরাসী চন্দননগরের গোঁদলপাড়া-নিবাসী প্রখ্যাত কথক-বংশসম্ভূত বিখ্যাত কথক ও গায়ক শ্রীযুক্ত রামনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ৺অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্গীতরত্নাকর মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য শিষ্য বারাণসীধাম-নিবাসী প্রফেসর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের গানগুলিতে সুর সংযোজন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

এই নাটকের অভিনয় হইলে, বর্ত্তমানের অভিরুচি অনুসারে অল্প সময়ে যাহাতে ইহা অভিনীত হইতে পারে তাহার জন্য অনেকে অনুরোধ করেন; তদনুসারে * [ ] তারকা ও বন্ধনী চিহ্ন দিয়া অভিনয়কল্পে যে অংশ বাদ রাখা যাইতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে "আসলেমেকী" নামক এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এই "মহারাষ্ট্র জাগরণ"ই আমার প্রথম নাটক রচনা। সুতরাং ইহাতে দোষের অনেক কিছু থাকাই সম্ভব। ছাপাতে ও ছাপাখানার দৌলতে দু'দশটি ভুল যে থাকিয়া যায় নাই, তাহাও বলিতে পারি না। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমার চ্যুতি বিচ্যুতি সদয়ভাবে গ্রহণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড্,
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

শ্রীবিধুভূষণ সরকার

চরিত্র।

পুরুষগণ।

শিবাজী ... ... মহারাষ্ট্রাধিপতি।

যশজীকঙ্ক, বাজীপশলকার, তানাজী মালশ্রী ... শিবাজীর বাল্য সহচর।

দাদাজী কণ্ডেব ... ... ঐ বাল্যশিক্ষক ও রক্ষক

শ্যামরাজনীলকণ্ঠ রঞ্জেকর, বালকৃষ্ণ দীক্ষিত,
সোনাজীপন্থ রঘুনাথবল্লালকোর্ডা, তুকাজীচর
মারাথা, নারায়ণপন্থ, অন্নজী ... শিবাজীর অমাত্যবর্গ।

গাগাভট্ট ... ... ঐ পুরোহিত।

রঘুনাথপন্থ ন্যায়শাস্ত্রী ... ... শিবাজীর দ্বিতীয় মন্ত্রী ও দূত।

মুরেশ্বর ত্রিমূল ... ... পেশোয়া (মহারাষ্ট্র প্রধান মন্ত্রী)।

রামদাসস্বামী ... ... শিবাজীর গুরু।

গোপীনাথপন্থ ... ... মহারাষ্ট্র দূত।

আবাজীসন্দেব ... ... শিবাজীর সেনাপতি।

মুরারবাজীপ্রভু ... ... পুরন্দরদুর্গের কিল্লাদার

শম্ভুজী ... ... শিবাজীর পুত্র।

জীবমহল ও শম্ভুজি কাভজি ... ... শিবাজীর দেহরক্ষী।

নেতাজী ... ... ঐ অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ

আদিলসাহ ... ... বিজাপুর সুলতান।

বান্দা ... ... ঐ গোলাম।

পারিষদ ... ... ঐ বয়স্য।

বিজাপুর নব্য সুলতান	আদিলশাহের পুত্র।
মৌলনা আহ্মদ	কল্যানের শাসনকর্ত্তা।
আফজল খাঁ	বিজাপুর সেনাপতি।
কৃষ্ণজীভাস্কর	বিজাপুর দূত।
সৈয়দবান্দা	আফজলের দেহরক্ষী।
আরংজীব	দিল্লীর সম্রাট।
রহমান	ঐ দূত।
সায়েস্তাখাঁ	ঐ মাতুল ও সেনাপতি।
রুস্তমআলী	সায়েস্তা খাঁর বয়স্ত।
সমশের	ঐ অধীনস্থ সেনাপতি।
জয়সিংহ	অম্বরাধিপতি ও আরংজীবের প্রধান সেনাপতি
রাজা রায় সিং শিশোদিয়া ...	মোগল সেনাপতি।
রাজা সুজন সিং বুণ্ডেলা	ঐ
দিলারখাঁ	আরংজেবের পাঠান সেনাপতি।
রামসিংহ	জয়সিংহের পুত্র।
সুভানসিংহ	জয়সিংহের মাতুল।

চারণ উজীর, কোষাধ্যক্ষ, মহারাষ্ট্র, পাঠান এবং মোগল পাত্রমিত্র ও অমাত্যবর্গ, হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকগণ, পাঠান এবং মোগল ওমরাহগণ, ব্রাহ্মণগণ, হিন্দু এবং মুসলমান দূতগণ, হিন্দু ও মুসলমান প্রহরীগণ, মোগল চৌকীদারদ্বয়, পাঠান পাল্কী বেহারাগণ, খোজা, পাঠান ও মোগল দেহরক্ষীগণ, মহারাষ্ট্র, পাঠান, মোগল এবং রাজপুত সেনাপতি ও সৈন্যগণ, মোগল-স্তুতি-পাঠকগণ, দৌবারিক, ফকির, মুসলমান-ভারবাহকগণ, মারাঠা-বরযাত্রীগণ।

স্ত্রীগণ।

জিজাবাই বা জিজীবাই ... ... শিবাজীর জননী।
আশাদেবী ... ... রামদাস স্বামীর শিষ্যা।
সখীবাই ... ... শিবাজীর প্রথমা পত্নী।
বিধবা সুলতানা ... ... আদিলশাহের পত্নী।

মৌলানার পুত্রবধূ, কিঙ্করী, সায়েস্তাখাঁর পত্নী, তরফাওয়ালীগণ, নর্ত্তকীগণ, বাঁদী, মারাঠা-রমণীগণ।
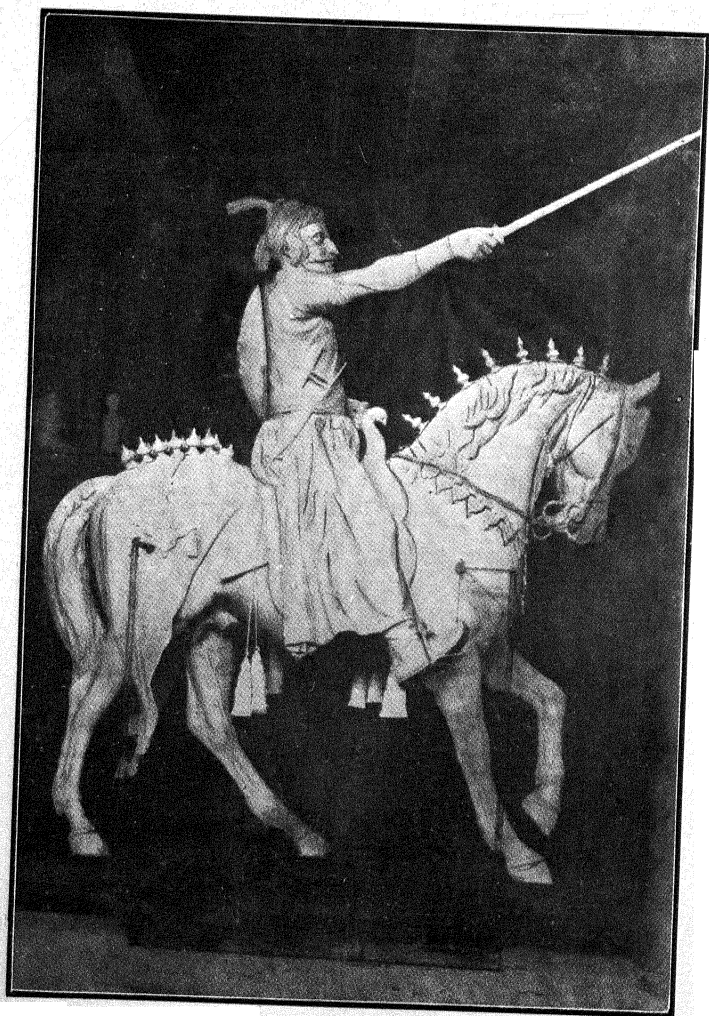
শিবাজী।

ভাস্কর মাহ্‌ত্রে-গঠিত প্রতিমূর্ত্তির আলোকচিত্র হইতে]

মহারাষ্ট্র জাগরণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত-নিম্নে পথ।

(শিবাজী, যশজী কঙ্ক, বাজী পশলকার ও তানাজী মালশ্রী)

জনৈক চারণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত। ছায়ানট—একতালা।

শুভ্র-তুষার-কিরীট-মণ্ডিত রাজরাজেশ্বরী একি মা বেশ
অজিন-বসন মলিন ভূষণ এলায়ে কেন গো চাঁচর কেশ
কীর্ত্তি-ভূষিত সুযশে দীপ্ত ধরণী-ব্যাপ্ত মহিমা যার
বল মা জননী ভারতবর্ষ কেন এ মলিন বেশ তোমার
নাহি কি গো কেহ ঘুচাতে তোমার এ কালিমা তব অন্তরে
(তুমি) বীরের জননী বীর-প্রসবিনী ঘোষিত পৃথ্বী মাঝারে
জন্মিল যথা বীরেন্দ্র-কেশরী ভীষ্মার্জ্জুন ভীমরথী
বলদর্পে যাঁদের কাঁপিল ভূধর মথিলা দানব অরাতি
হীনবীর্য্যা কি গো হয়েছ জননী জন্মে না পুত্র একটি তায়
পারে যে মুছিতে স্বতেজে বীরত্বে কলঙ্ক-পশরা বল গো হায়
বীরবংশধর আর্য্যনন্দন হয়েছে কি মাতঃ সকলি শেষ
আর কি জননী হবে না উদয় আছে মা যাহার লাজেরি লেশ॥

তানাজী—চারণদেব! এ গান তো পূর্ব্বে আর কখনও গান নি। এ যে বড় মর্ম্মস্পর্শী গান, এতে হৃদয় গলিয়ে এক নূতন ভাব এনে দেয়। দয়া করে আর একখানা গান।

চারণ— গীত। সাহানা—একতালা

প্রদীপ্ত কিরণে নব জাগরণে উঠিবে না কি গো জাগিয়া
জাগিছে সবাই শুধুরে তোরাই আছিস মোহ-ঘোরে পড়িয়া
প্রগাঢ় তিমিরে আর কতকাল রহিবে বল গো ডুবিয়া
এ অমা রজনী বল গো জননী যাবে না কি মা কাটিয়া
আপনার দেশে যেনরে প্রবাসে রয়েছ সকলে বসিয়া
মাখিতেছ হায় ফুলরেণু গায় হাস নভে চাঁদ হেরিয়া
কলঙ্কের হার পরেছ গলায় কাপুরুষ সবে সাজিয়া
পরপদলেহী ভিক্ষান্নে জীবন তবুও বেড়াও হাসিয়া
দম্ভে যাঁদের কাঁপিত ধরণী স্তম্ভিত জগৎ হেরিয়া
আজি কেন হায় তাঁদেরি পুত্র নীরবে নিশ্চল বসিয়া
অমানিশা পরে অরুণ উদয় আছে চিরকাল ধরিয়া
দিন চলে যায় পুন আসে ফিরে নিত্য নূতন হইয়া
তব এ কলঙ্ক তবে গো জননী যাবে না কি মা মুছিয়া
জগৎ নিয়ম হবে অনিয়ম তব তরে কি গো বলিয়া
পুত্রহীনা এবে বীরপ্রসবিনী তাই এ কালিমা কাঁদিয়া
ভারতজননী বন্ধ্যারমণী গাহুক পবন বহিয়া॥ (প্রস্থান)

শিবাজী—বন্ধুগণ! আজ চারণের এই শ্লেষযুক্ত গান শুনে প্রাণের কথা জেগে উঠ্‌ল। আমার পরমারাধ্যা মা জননী গল্পছলে রামায়ণ মহাভারতের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করাতেন, আর যখন আমি সেই কথা শুন্‌তুম তখন প্রাণে কি এক

অপূর্ব্ব ভাব জেগে উঠ্‌ত। আজ এই চারণের গান শুনে এক নূতন ভাব প্রাণে জেগে উঠ্‌ছে। তোমরা আমার বাল্যবন্ধু বাল্যসহচর তোমরা যদি আমায় আশ্বাস দাও সাহস প্রদান কর' তবে আজ প্রাণের কথা খুলে বলি।

যশজী—এ আবার কি কথা, এ কথা কি আমাদের নূতন ক'রে জিজ্ঞাসা না ক'রলে নয়, এতদিনেও কি বন্ধু তুমি আমাদের চেন নি, আমরা যে ভাই তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রে বসে আছি, আমাদের কাছে সাহস আশ্বাসের কি প্রয়োজন ভাই, হুকুম কর', দেখ, এখনই তা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হয় কি না।

বাজী ও তানাজী—এতে আর দ্বিকথা কি আছে?

শিবাজী—বন্ধুগণ, তোমরা যে এ উত্তর দেবে তা আমি জানি, কিন্তু ভাই আজ তোমাদের যে কথা বল্‌ব মনে করেছি তা অতি গুরুতর; এ আমাদের ছেলেখেলার কথা নয়, বা বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে পশু-শিকার অভিনয় নয়, এ এক অভিনব অচিন্ত্যকর সম্পূর্ণ নূতন বড় দায়িত্বপূর্ণ অভিনয়—এর পরিণাম যে কি তা একমাত্র মা ভবানীই জানেন। এই কারণেই তোমাদের সাহস আশ্বাস চাচ্ছিলুম।

তানাজী—তা যতই দায়িত্বপূর্ণ হ'ক স্পষ্ট ক'রে বল'।

শিবাজী—তবে শোন—

মাতৃঅঙ্কে বসি যদা শুনিতাম সুখে
অপূর্ব্ব বীরত্বপূর্ণ পুরাণ-কাহিনী
ঝরিত কর্ণেতে যেন অমৃত নির্ঝর
জননীর স্নেহমাখা সে মধুর বাণী।

কভু বা উঠিত প্রাণ আনন্দে নাচিয়া
আর্য্যগণ কীর্ত্তিগাথা পশিয়া শ্রবণে
স্ফীতবক্ষ হ'ত কভু, বহিত শিরায়
উষ্ণ রক্ত খরস্রোতে তরঙ্গ প্রমাণে।
* [আবার যখন মাতা আবেগ পরাণে
কহিতেন স্নেহপূর্ণ গদগদ ভাষে—
পাণ্ডব বীরত্ব বার্ত্তা কুরুক্ষেত্র রণে,
জাগিত পরাণ এক নবীন উল্লাসে।
স্বভাবসুলভ বাল্যচপলতা বশে
লম্ফ দিয়া উঠিতাম বীরত্ব গৌরবে,
মাতৃক্রোড়ে যথা হেরি মারুতি আকাশে
লোহিতবরণ ভানু বালক-স্বভাবে।
শুনিতাম যবে পার্থ একাকী সাজিয়া
মথিলা বিপক্ষ চমূ দারুণ সমরে,
নবীন উৎসাহে প্রাণ যাইত ভরিয়া
(ভাবিতাম পুনঃ) ঘোষিব ভারতযশ জগৎ মাঝারে।
আশা মরীচিকাসম বালক-স্বভাবে
কভু বা প্রবলবেগে উঠিত ভাতিয়া
আবার হইত লয় স্থিরতা অভাবে
শরৎ শশাঙ্ক যেন জলদে ঢাকিয়া।] *
ফুরাল বালকলীলা যৌবন শিয়রে
হেরিলাম জন্মভূমি ভারত জননী
শ্যামলা কঙ্কালসারা কালিমা অধরে
অতসীকাঞ্চনরূপা পাংশুলবরণী।

* এই [ ] মধ্যস্থিত অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

যবনের অত্যাচারে এ দশা মাতার
নেহারি দারুণ ব্যথা বাজিল পরাণে
নিদারুণ জ্বালাময়, একি অত্যাচার
অন্নদার পুত্র মরে অন্নের বিহনে।
মোরা কি সেই আর্য্যসুত ক্ষত্রিয়-সন্তান
সসাগরা ভূমণ্ডল যার ভুজবলে
গাহিল কম্পিতকণ্ঠে কীর্ত্তিযশোগান
রাখিল অমরগাথা কাহিনী ভূতলে।
জ্বলিল দারুণ জ্বালা হইনু অস্থির
ছুটিয়া আইনু তাই তোমাদের পাশে
জানাতে প্রাণের কথা জুড়াতে শরীর
শুষ্কপ্রাণে নববারি সিঞ্চনের আশে।
আসিয়া শুনিনু গীত দহিল অন্তর
লুপ্ত বহ্নি পুনরায় উঠিল জ্বলিয়া
সহিতে না পারি আর অতীব প্রখর
এ দারুণ বাক্যবাণ হৃদয় বিঁধিয়া।
অপুত্রকা যথার্থই ভারত জননী
নতুবা এমন দশা কেন হবে তাঁর,
পুত্র বলি স্থান দিয়া মজেছে ধরণী
কাপুরুষ ম্লেচ্ছদাস হিন্দু কুলাঙ্গার।
এখনও আর্য্যরক্ত বহে ধমনীতে
তপ্তস্রোত বহে দ্রুত শিরায় শিরায়
জননী জনমভূমি সম্বোধি ভারতে,
বন্ধ্যা আখ্যা তবু তীব্র চারণ জানায়।
এ হ'তে মরণ ভাল আমা সবাকার

মুছে যাক মাতৃ-অঙ্কে হেন পুত্রনাম
তারস্বরে গাক গীত চারণ আবার
নাহি পুত্র জননীর ঘুচুক দুর্নাম।
বাজী—এ বৃথা আক্ষেপ কেন কর' বীরবর,
ক্ষিপ্রহস্তে ধর অসি দেখাও জগতে
এখনও ভারতমাতা নহে পুত্রহীনা
একাকী শিবাজী কিবা পারে যে করিতে।
শোননি কি একা পার্থ গাণ্ডীব ধরিয়া
স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল শাসিলা স্ব-করে
ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন ভারতে করিয়া
রাখিলা পাণ্ডব-কীর্ত্তি অক্ষয় সংসারে।
কিবা ভয় এস ত্বরা হই অগ্রসর
দেখাই জগতে পুনঃ হিন্দুর গরিমা,
নহি মোরা কাপুরুষ, নহে বন্ধ্যা মাতা,
মোহের স্বপনে ভুলে মেখেছি কালিমা।
যশজী—যথার্থই বাজী তোমা কহে বীরবর!
আক্ষেপ তোমার মুখে কভু কি হে সাজে,
কাহার আদর্শে মোরা উঠিব গর্জ্জিয়া
তুমি যদি ম্রিয়মান্ রহিবে হে কাজে।
অনার্য্য যদিও মোরা ভারত-সন্তান
জননী জনমভূমি বলি মা ভারতে
হিন্দুর তনয় বলি দিই পরিচয়
সাধ কি হয় না ভাই, জননী সাজাতে?
তানাজী—জীবন মরণ পণ শোন বন্ধুবর!
রহিব পশ্চাতে তব ছায়ার মতন;

আসিবে মাউলি-বংশ কাতারে কাতারে
ত্যজিতে তোমার তরে প্রাণ-ধন-জন।
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বীরেন্দ্র কেশরী!
যাবৎ বহিবে রক্ত ধমনিতে মোর
যুঝিব যবনসনে, ফিরাতে আবার
লুপ্ত কীর্ত্তি জননীর করি রণ ঘোর;
দেখাব দেখাব তোমা অনার্য্য বর্ব্বর,
নীচপ্রাণ নহে তারা কৃতজ্ঞ কেমন,
মাতৃকার্য্যে তব তরে, সম্পদ জীবন—
আনন্দে উল্লাসভরে দিবে বিসর্জ্জন।
অচিরে জীবনরবি যাবে অস্তাচলে—
তবে আর বৃথা কেন কাটাও সময়,
হও অগ্রসর, পথ দেখাও মোদের,
ভারতে নবীন সূর্য্য হউক উদয়।

শিবাজী—আশাদীপ্ত হৃদিব্যাপ্ত উত্তেজনামোদে
দ্রবীভূত হ'ল প্রাণ, বহিল শিরায়
তরতরে উষ্ণরক্ত ধমনী কাঁপায়ে,
শতহস্তীবল করে নবীন আশায়।
চল তবে চল ভাই হই অগ্রসর
কিবা ভয় মরণের হইব অমর
সাজায়ে মাতারে পুনঃ নবীন ভূষণে
কিংবা ত্যজি মাতৃকার্য্যে এ'দেহ নশ্বর।
সম্মুখে কর্ম্মের ভূমি মোরা কর্ম্মী নর
এস ধাই কর্ম্মক্ষেত্রে অর্পি ফলাফল
পরম পিতার পদে, দেখাতে জগতে

অসি করে হিন্দুগণ ধরে কত বল;
* [নির্বীর্য্য নিস্তেজ নহে ভারত-সন্তান
মোহ ঘোরে সমাচ্ছন্ন ছিল এতকাল
জেগেছে জেগেছে তারা খুলেছে নয়ন
অচিরে মুছাবে কালি ঘুচাবে জঞ্জাল।
বীরদর্পে এস সবে হই ভাসমান
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'
এই মহামন্ত্রে সবে চালায়ে তরণী
রক্ষিব জননী-মান ভারতনন্দন।
তবে বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন
দেখুক জগৎজনে দেখাও যবনে
ভীরু করে নাহি ধরে অসি হিন্দুগণ,
অচিরে বসাবে মায়ে রত্ন-সিংহাসনে।] *
জীবন মরণ পণে আবদ্ধ আমরা
তবে আর কিবা ভয় কি প্রমাদ গণি
স্থাপিব ভবানীরাজ্য ভারতে আবার
মথিয়া যবন দুষ্টে, জয় মা ভবানী।

সকলে——জয় জয় জয় মা ভবানী।

[প্রস্থান]

---

* এই [ ] মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুনা দুর্গ।

(স্থবির দাদাজী কন্দেব আসীন)

দাদাজী—একি হ'ল, হায়! আমি কি শিব গড়্‌তে বানর গড়্‌লুম; শাহাজী এত বিশ্বাস ক'রে শিবাজীর লালন পালন ও শিক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন, আর আমি তাকে কি শিক্ষা দিলুম! যে বিজাপুর দরবার হ'তে শাহাজীর এত উন্নতি ও নাম, আজ তারই পুত্র সেই বিজাপুর-রাজের দুর্গাদি দখল ক'রে আধিপত্য লোপ ক'রছে! শাহাজী এর জন্য কত ভৎর্সনা লাঞ্ছনাই সহ্য ক'চ্ছেন! হায়, আমিই কি এর কারণ, আমারই কুশিক্ষা প্রভাবে কি শিবাজী পিতৃমনিব-বিরোধী হয়েছে? তাকে বিদ্যাভ্যাস করাইনি বলে কি এই দুরাকাঙ্ক্ষী হয়েছে? হায়, আমি কি কর্‌লুম! যে শাহাজী এত বিশ্বাস ক'রে স্ত্রী পুত্র এত বড় একটা সাম্রাজ্য আমার হস্তে সঁপে দিয়েছেন আজ কি আমি তারই বিশ্বাস ঘাতকতা কর্‌লুম? শাহাজীর পত্রে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে যে শিবাজী যদি আর কিছুদিন এইরূপ রাজবিদ্রোহের পরিচয় দেয় তা'হলে শাহাজীর চাকরী ও সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত হবে, এমন কি শাহাজী শৃঙ্খলাবদ্ধও হ'তে পারেন। হায় এই বৃদ্ধবয়সে আমার বুদ্ধি ও শিক্ষার দোষেই কি অন্নদাতার এই ভীষণ পরিণাম হবে? হায়, আমি কি কর্‌লুম। কই কিছুতেই তো শিবাজীকে বাগে আন্‌তে পার্‌লুম না, সে উত্তরোত্তর নব উৎসাহে নূতন নূতন দুর্গ অধিকার করছে, আজ কাল আমার সম্মুখেও সহসা আসে না, আশঙ্কা পাছে আমি তার এই কার্য্য থেকে বিরত

নাবালক নও, কে কাকে রক্ষা করে ভাই, রক্ষাকারিণী মা ভবানী ব্যতীত এ জগতে আর কে কাকে রক্ষা করতে পারে, মা ভবানীর পদে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তিনি মা সর্ব্বমঙ্গলা, তিনি মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল ক'রবেন না, তিনিই তোমায় রক্ষা করবেন। আর এই সাক্ষাতে তোমার জননীরূপিণী ভবানী দণ্ডায়মানা, তোমার ভয় কি ভাই, যখন যে কাজে যাবে মাতৃপদধূলি গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হয়ো, কেও তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। যাও ভাই, যে গুরুকার্য্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছ, তা হ'তে পশ্চাদ্‌পদ হয়ো না, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি অচিরে তোমার মনস্কামনা-সিদ্ধি হবে, মা ভবানী তোমার প্রতি সুপ্রসন্না, আর আমার কোন সন্দেহ নেই, ভারতে আবার স্বাধীন হিন্দুপতাকা উড়বে, আবার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন হবে; আর শিব, তুমিই তার মূলাধার হবে। মা পতিব্রতে, পুত্রবৎসলে জিজী তোমার—উপেক্ষিতার—পতিভক্তি, দেবভক্তি কখন ব্যর্থ হবে না মা, তা হ'তে পারে না, তা হ'লে যে পরম পবিত্র ঋষিবাক্য হিন্দুশাস্ত্র মিথ্যা হবে, তুমি সামন্তপত্নী ছিলে মা, অবিলম্বে রাজমাতা বলে পরিচিত হবে। আর মা আমিও সারাজীবনে এমন আনন্দ আর পাইনি, আমার শিবপালন শিবে পরিণত হয়েছে মা! আমি মা ভবানীর কৃপায় আসন্নমৃত্যুর প্রাক্‌কালে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চি আমার শিবের অমিততেজে যবনের বিপুলবাহিনী যেন প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে, শিবের গতি কেহই রোধ করতে পাচ্চে না, ওই ওই রত্নসিংহাসনে আমার শিব আজ ছত্রপতি শিবাজী, জয় জয় মা ভবানী।

(পতন, শিবাজী ও জিজী কর্ত্তৃক ধারণ ও মৃত্যু)

শিবাজী—(রোরুদ্যমান) দাদাজী, দাদাজী, আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেলেন, আপনার বড় আদরের শিবকে আজ অগাধ সমুদ্রে ভাসিয়ে গেলেন, দাদাজী মনে বড় দুঃখ রইল যে আমার এই হঠকারিতার দোষেই আপনার ন্যায় পরম মিত্র হারালুম। বাল্যকাল হ'তে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হয়েও আপনার স্নেহে তা অনুভব করতে পারিনি, আমার মুখ শুষ্ক দেখলে—আপনি জগৎ আঁধার দেখতেন, আমার গায়ে ঘর্ম্মবিন্দু দেখলে নিজ অঞ্চলে মুছিয়ে ব্যজন করতেন, এ অকৃত্রিম স্নেহ আর আমাকে কে দেখাবে দাদাজী! দাদাজী, আজ আমার মুখ প্রাণ যে সব শুকিয়ে গ্যাছে, গাত্রবসন যে ঘামে ভিজে গ্যাছে, কই দাদাজী, আজতো আপনি একবারও আমার দিকে ফিরেও দেখচেন না; দাদাজী, দাদাজী, আমি আর আপনার অবাধ্য হব' না, আপনি যা বলবেন তাই করব, আমি আমার মান, অভিমান, আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করব, দাদাজী, আপনি কেবল একবার আমার দিকে ফিরে চান, আপনি ছাড়া এ জগতে যে আর আমি কাউকে জানি না দাদাজী!

জিজী—শিব, এত অধীর হচ্চ কেন বাবা, এ জগতে তো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এ ক্ষণভঙ্গুর শরীর জন্য কেন ব্যাকুল হচ্চ শিব, জগতে দেহের পরিবর্ত্তন ব্যতীত তো আর কিছুই হয় না বাবা, তবে কেন শোক কচ্চ, এ বৃথা শোক ত শিবের শোভা পায় না বাবা, ধৈর্য্য ধর, সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, অনুশোচনার স্থান নয়। সম্মুখে বিশাল কর্ম্মভূমি, তুমি কর্ম্মী, তোমার যথেষ্ট কাজ, তুমি শোকে অভিভূত হ'লে চলবে কেন বাবা! দাদাজীদেবের মৃত্যুকালীন দিব্যবাণী বিস্মৃত হয়ো না, তোমার কাজ সম্মুখে, তার জন্য প্রস্তুত হও। এখন তোমার প্রথম কাজ দাদাজীর

মৃতদেহের সম্মুখে সমস্ত কর্ম্মচারীবর্গকে আহ্বান করা এবং তাদের নিকট হ'তে এই শপথ গ্রহণ আবশ্যক যে তারা সকলে তোমার অধীনতা স্বীকার ক'রে চলবে। এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার পর সকলে মিলে দাদাজীর উপযুক্ত সম্মানে সৎকারের ব্যবস্থা কর।

শিবাজী—যথা আজ্ঞা জননী। দৌবারিক

(জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ ও অভিবাদন)

দৌবারিক—হুজুর

শিবাজী—সমস্ত অমাত্যবর্গকে এখানে আস্‌তে বল'।

দৌবারিক—যে আজ্ঞে হুজুর—(প্রস্থান)।

(শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ রঞ্জেকর, বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, সোনাজী পন্থ, রঘুনাথ বল্লাল কোর্ডী, তুকাজী চর মারাথা এবং নারায়ণ পন্থপ্রভৃতি অমাত্যবর্গের প্রবেশ এবং জিজীবাই ও শিবাজীকে অভিবাদন)

শিবাজী—বন্ধুগণ, আজ আমাদের বড় দুর্দ্দিন। আমাদের পরম হিতৈষী চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দাদাজী আমাদের ফাঁকি দিয়ে শোকসাগরে নিমগ্ন ক'রে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, আমি দাদাজীর অভাবে বিপদসঙ্কুল মহাসমুদ্রে পতিত হয়েছি, এক্ষণে আপনারা ব্যতীত আমার আপনার আর কেউ নেই, আমি যদিও সম্যকরূপে জানি যে আপনারা আমার চিরহিতৈষী, তবুও একবার আপনাদের না জিজ্ঞাসা ক'রে থাক্‌তে পাচ্ছি না, আপনারা দাদাজীর যেরূপ অনুগতভাবে কাজ ক'রে এসেছেন এখন আমি স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করলে সেরূপভাবে কাজ করবেন কি না; আপনাদের সম্পূর্ণ সাহস আশ্বাস ব্যতীত আমার ন্যায় সংসার অনভিজ্ঞের এই বৃহৎ কাজ চালান সুকঠিন; সুতরাং আপনারা অনুগ্রহ

ক'রে প্রাণ খুলে আমার এ কথার উত্তর দিন, আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচি।

শ্যামরাজ—কুমার! এর জন্য কেন ব্যাকুল হচ্চেন; আমরা তো এতদিন আপনারই কাজ ক'রে আস্‌চি, দাদাজীদেব তো আপনারই প্রতিনিধি স্বরূপে কাজ চালিয়ে এসেছেন। এক্ষণে আপনি নিজহস্তে কাজ গ্রহণ কর্‌বেন এতো আমাদের বড় সৌভাগ্যের কথা, আমাদের সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে তা হ'লে আমরা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাদাজীর মৃতদেহের সম্মুখে আর সাক্ষাৎ ভবানীরূপা জননী জিজীবায়ের সম্মুখে শপথ ক'রে বলছি যতদিন এ দেহে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হবে ততদিন জীবন মরণ পণে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আপনার কাজ কর্‌ব এবং ক্ষণমাত্রের জন্য আপনার মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের চিন্তা কর্‌ব না।

বালকৃষ্ণ প্রভৃতি—আমরাও শপথ ক'রে এই অঙ্গীকার কর্‌লুম।

জিজীবাই—মা ভবানী তোমাদের মঙ্গল করুন; আমি কায়মনোবাক্যে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তোমরা ভারতে পুনরায় হিন্দুগৌরব সংস্থাপন কর', মা ভবানী তোমাদের সহায় হ'ন।

শিবাজী—বন্ধুগণ, এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য দাদাজীর মৃতদেহের রাজোচিত সম্মানে সৎকার করা, আসুন আমরা তার ব্যবস্থা করি।

বালকৃষ্ণ—যথা আজ্ঞা।

(সকলে দাদাজীর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

ভবানী মন্দির।

(রামদাস ও আশাদেবীর প্রবেশ)

আশাদেবী—বুঝি দেব! আশা সব হইল বিফল
না হতে উদয় বুঝি ঢাকিল তিমিরে
তরুণ-অরুণ-রশ্মি নীল নভস্তলে
যে আঁধার সে আঁধারে বুঝি পরিণত।

রামদাস——কি কহ হেয়ালি ছন্দে বুঝিতে না পারি
স্পষ্ট কহি ত্বরা মোর নিবার সন্দেহ
রেখ না দোলায়ে ঘোর সন্দেহ দোলায়
সরল সন্ন্যাসী মোরা বুঝি না চাতুরী।

আশাদেবী—চাতুর্য্য কিঞ্চিৎ ইথে নাহি গুরুদেব,
চতুরতা বিন্দুমাত্র শিখে নাই দাসী
ওপদ প্রসাদে দেব তব শিক্ষাবলে
বৃথা দোষে দোষী গুরু কর' না আমায়।
শুনিলাম বীরবর আবাজীসন্দেব
পরাজিয়া রণক্ষেত্রে মৌলনা আহ্মদে
বন্দী করিয়াছে তারে পরিজন সহ
আনিয়াছে শিবাজীরে দিতে উপহার।

রামদাস——ইথে কিবা দোষ আশা! কহ বিস্তারিয়া
বিজিতেরে বন্দী করে জয়ী যেবা হয়,
উপহার দেয় তারে নফর আনিয়া
বিফল হইবে আশা কিসে বুঝ তুমি?

আশা— গুরুদেব! অন্য কিছু নয়; এ জগতে
কামিনী কাঞ্চন দুটি বড় ভয়ঙ্কর।
আনিয়াছে মৌলানা আহ্মদে হেথা ধরি,
তাহে নাহি ডরি দেব মুহূর্ত্তেক তরে!
কিন্তু আনিয়াছে তার অপূর্ব্ব সুন্দরী
পুত্রবধূ ইন্দুমুখী ষোড়শী নবীনা
কামিনী-ললামভূতা বিদূষী চঞ্চলা
সর্ব্বকলা-বিশারদা নারী-শিরোমণি
দিতে উপহার আজি শিবে সমাদরে—
অতুলনা রূপবতী সমগ্র ভারতে।
এই সে আশঙ্কা দেব! কি জানি কি হয়,
রূপমোহে যদি শিব ভজে যবনীরে,
কুপিতা হইবে মাতা ভবানী অম্বিকা,
ভেঙ্গে যাবে আশা-ঘট না হতে বোধন।

রাম— অধীরা হয়ো না আশা এ প্রহেলিকায়!
ভবানীর ইচ্ছা ইহা জেন' ভাল মতে;
সন্তান পরীক্ষাতরে জননী নিশ্চয়
খেলিছেন এই খেলা শিখাতে জগতে।
পূজিলাম যেই আশে এতকাল ধরি
মুঞ্জরিল আশাতরু নবীন পল্লবে,
সুফল প্রদান পূর্ব্বে সে তরু সুন্দর
শুকাইবে সন্ন্যাসীর স্বপন ভাঙ্গিয়ে?
এমন হবে না কভু জেনে রেখ' আশা!
অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ হয়নি বপন;
ফল ফুলে তরুবর শোভিবে নিশ্চয়,

রামদাস-স্বামী-বাক্য মিথ্যা নাহি হবে।
বৃথায় সময় আর নাহি করি ক্ষয়
নিজ কার্য্যে অগ্রসর হও ত্বরা করি,
শক্তির সংযোগ বিনা পুরুষ জগতে
পারে না করিতে কভু কর্ম্মের সাধন।
যেই শিক্ষা এতদিন দিয়াছি তোমায়
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
সেই শিক্ষা নারীবৃন্দে কর' বিতরণ,
আদর্শ রমণী কর' ভারত ঝিয়ারী।
চলিনু হেরিতে আমি জননীর লীলা
শিবাজীর দরবারে, পরীক্ষা আসরে
চিনিব জানিব আজি, ঘুচিবে সংশয়
শিব কি অশিব আসি জন্মেছে সংসারে :

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

পুনাদুর্গ, দরবার-গৃহ।

(নাগরিক-পাত্রমিত্র-সভাসদসহ শিবাজী আসীন)

নাগরিকগণের গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

বড় আশা করে এসেছি হেথায়, চরণে মোদের ঠেল না।
বড় দাগা পেয়ে লয়েছি আশ্রয়, আশ্রিতজনে ত্যজ না॥
আপনার দেশে যেন রে বিদেশে, বিদেশী সকলে সাজিয়া,
পরমুখপানে চাহিয়া চাহিয়া, হরিতেছি কাল দেখ না॥

সঞ্চিত সম্পদ লয়েছে হরিয়া, ধন মান সুখ গিয়াছে হায়,
(এখন) ধর্ম্মের উপরে দিতেছে নজর, তাও বুঝি আর থাকে না॥
প্রভাত-ভাস্কর নিরখি তোমায়, এসেছি সকলে মিলিয়া,
রক্ষা কর নাথ আমরা অনাথ, পূরিবে তোমার বাসনা॥

(দূতের প্রবেশ ও অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান্)

শিবাজী— কহ দূত তোমার বারতা,
আছো তো কুশলে ?

দূত— শিবরাজ্যে শিবভৃত্যে অশিব সম্ভব
কদাপি ঘটে না প্রভু!—মঙ্গল দাসের।
আসিয়াছি হেথা প্রভো দিতে সমাচার
সমর-বিজয়বার্ত্তা আবাজী আদেশে ;
দাঁড়ায়ে বাহিরে তিনি, আজ্ঞা প্রতীক্ষায়,
কল্যাণ-বিজয়ীসিংহ বীরচূড়ামণি।
অনুমতি হলে দেব! আসেন হেথায়
যুদ্ধ-জয়-উপহার সঙ্গেতে লইয়া।

শিবাজী— আন দূত! ত্বরা করি, বিলম্বে কি কাজ,
অবরুদ্ধ নহে দ্বার আবাজীসন্দেবে
রাজদরবার কিংবা রাজার প্রাসাদ—
সর্ব্বত্র উন্মুক্ত গতি, আদেশ আমার।

(দূতের গমন ও আবাজীর সহিত প্রবেশ এবং অভিবাদন।
আবাজী কর্ত্তৃক শিবাজীকে আশিস্‌করণ)

আবাজী— অবধান নরপতি সমর বারতা!
সমগ্র কল্যাণ আজি পদানত তব।
প্রচণ্ড-বিক্রমবীর মৌলানা আহ্মদ
বন্দী আজি মম করে পরিজন সহ।

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল বিজাপুর-সেনা।
অশ্ব হস্তী মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন
যা কিছু সম্পদ ধন ছিল মৌলানার
সব হস্তগত আজি ভবানী-প্রসাদে।
কিন্তু প্রভো! আনিয়াছি একটি রতন
দিতে উপহার পদে অতি সযতনে,
সমগ্র ভারত মাঝে কষিত কাঞ্চন—
মৌলানার পুত্রবধূ অপূর্ব্ব সুন্দরী;
বিশাল লোচন দুটি যুগ্ম ভূরুদ্বয়
অধরোষ্ঠ বিম্বফল জিনিয়া সুচারু
মৃগরাজ সম সরু কটিদেশ তার
নিতম্ব করীন্দ্রতুল্য অতি সুবিশাল
কথায় অমৃত যেন করে বরিষণ
অনিন্দ্য সুন্দরী বামা ধরণী মাঝারে—
করুন গ্রহণ প্রভো এ রত্ন দুর্লভ,
বন্দিনী জেতার ভোগ্যা দোষ নাহি কিছু;
অবিদিত নহে তব রীতি যবনের
বিজেতা বিজিত নারী লয় বলে হরি';
আদেশ করুন প্রভো! সেবি রাজপদ
সার্থক জনম নিজ করুক যবনী।

শিবাজী— আন দূত! ক্ষিপ্রগতি, মৌলানা আহ্লাদে
পুত্রবধূসহ এই রাজদরবারে।

(দূতের গমন ও মৌলানা এবং তাহার পুত্রবধূ ও
কিঙ্করীসহ পুনঃ প্রবেশ)

শিবাজী—অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর।

(কিঙ্করী কর্ত্তৃক অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

শিবাজী—(কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

যাও মা জননী, তব যথা ইচ্ছা এবে
নিজ জনগণ সনে, চিন্ত না মা কিছু,
কেহ না স্পর্শিবে অঙ্গ রাজত্বে আমার,
মুক্ত তুমি জননী গো শ্বশুরের সহ।
অনিন্দ্যসুন্দরী যদি তোমার সমান
হতেন জননী মোর, জন্মি' গর্ভে তাঁর
আমিও হ'তেম মাগো অপূর্ব্বসুন্দর,
রূপের সৌন্দর্য্য মোর ঘোষিত ভুবন।
লহ এই বস্ত্র মাগো এই অলঙ্কার
সন্তান-প্রদত্ত বলি' অসঙ্কোচ চিতে।

(শিবাজী কর্ত্তৃক বস্ত্র অলঙ্কার প্রদান)

শিবাজী—সেনাপতি! মৌলানার শৃঙ্খল উন্মোচন কর।

(সেনাপতি কর্ত্তৃক শৃঙ্খল উন্মোচন)

মৌলানা—শিবাজী! ধারণা মোর ছিল এতকাল
বন্য দস্যু বলি তোমা ঘৃণিত লম্পট,
ঘুচিল সন্দেহ আজি খোদার প্রসাদে—
অরণ্যেও ফোটে ফুল অতীব সুন্দর।
কি আর দিইব আমি, নাহি কিছু মোর,
বৃদ্ধের আশিস্ এই করহ গ্রহণ,—
রাখুন কুশলে খোদা তোমারে সর্ব্বদা
মনের আকাঙ্ক্ষা তব পুরুক অচিরে।

(কিঙ্করী ও পুত্রবধূসহ মৌলানার প্রস্থান)

নেপথ্যে—"সীতারাম"।

(সকলের বিস্ময়ে বাহিরের দিকে লক্ষ্য করণ এবং রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

রামদাস—সীতারাম।

(শিবাজীর সহিত সকলের দণ্ডায়মান হওন ও স্বামীজীকে প্রণাম এবং আসন প্রদান)

শিবাজী—একি কৃপা আজি প্রভো কিঙ্করের প্রতি ?

রামদাস—এস বৎস প্রাণাধিক ! অনুকূল কাল,
তাই আসিয়াছি আমি আমন্ত্রণ বিনা ;
দিব দীক্ষা সিদ্ধমন্ত্রে, এতকাল ধরি
সাধন করিনু যাহা দেশ-হিত তরে।

শিবাজী—এতদিনে প্রভো ! হলো কি করুণা তব
অভাগা সন্তানে ? করিয়াছি অন্বেষণ
পর্ব্বত প্রান্তরভূমি গহন কানন,
তীর্থ উপবন কিবা নগর প্রাসাদ,
কুত্রাপি সন্ধান তব পাই নাই প্রভো ;
নিজেও খুঁজেছি আমি তন্ন তন্ন করি ;
একবার মাত্র শুধু পেয়েছিনু দেখা
বিঠোবা-মন্দিরে দেব ক্ষণকাল তরে,
কিন্তু ফিরে আসি পুনঃ রণজয় করি
দেখিনু মন্দির শূন্য নাহি কেহ তথা ;
এবার যখন কৃপা পরবশ হয়ে
দেছেন দর্শন নিজে অভাগা অধমে,
ছাড়িব না কভু আর ও পদযুগল
সেবিব সর্ব্বদা বাঞ্ছা অতি সযতনে।

রামদাস—খুঁজিয়াছ তুমি মোরে গহন কান্তারে ?
আমি কি নিশ্চিন্তমনে ছিলাম বসিয়া ?

কাহ্ন তরে কেউ যদি হয় ব্যগ্র চিত
সে কভু নিশ্চিন্তমনে পারে না থাকিতে ।
বিশেষ যে দিন আমি শুনেছি শ্রবণে—
বালক শিবাজী যবে বিজাপুরে গিয়া
করে নাই শির-হেঁট রাজ-দরবারে,
সেদিন হইতে মন খুঁজিছে তোমারে ।
কিন্তু বৎস ! যতদিন না বর্ষে জলদ,
বীজ কৃষি করে না বপন, রহে লক্ষ্য করি
নভস্তল, আমিও তেমতি ধৈর্য্য ধরি
ছিনু কাল প্রতীক্ষায়, এবে সুসময়
হয়েছে উদয়, করেছ সাফল্য লাভ,
উত্তীর্ণ হয়েছ বৎস পরীক্ষা আসরে,
সুন্দরী রমণী-লিপ্সা স্বচ্ছন্দে তেয়াগি—
স্থাপিলে অক্ষয় কীর্তি বীরেন্দ্র-সমাজে ।
অত্যুর্ব্বরা সারভূমি হয়েছে নির্ম্মিত,
মনোমত বীজ এবে করিব বপন ;
বিলম্ব না কর ত্বরা চল অন্তঃপুরে,
অদ্য সভা ভঙ্গ হ'ক দাও অনুমতি ।

শিবাজী—গুরুদেব ! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য ।
(সভাসদগণের প্রতি) সভাভঙ্গ হ'ক ।

পঞ্চম দৃশ্য।

ভবাণী মন্দির।

(জিজাবাই, সখিবাই ও অন্যান্য মহারাষ্ট্র রমণীগণের পূজার্থে আগমন ও পূজা প্রদান। অতঃপর আশাদেবীর প্রবেশ)

আশাদেবী—শুন যত নারীবৃন্দ মহারাষ্ট্রবাসি!
বড়ই দুর্দ্দিন আজি দেশমাতৃকার।
যবনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত দেশ,
জাতি মান ধর্ম্ম আদি পাইছে বিলোপ;
মারাঠা পুরুষগণ উদাসীন সবে
প্রতিবিধানের চেষ্টা নাহি হেরি কার;
অবিচার সর্ব্ব ঠাঁই তথাপি সুষুপ্ত,
হেরেও না হেরে কেহ যেন নির্ব্বিকার।
ত্যজি ধৈর্য্য লজ্জা ভয় কহ নিজ জনে
পতি পুত্র ভ্রাতা প্রতি উৎসাহ প্রদানি,
উঠ, জাগ, অত্যাচার কর নিবারণ
বসাও মাতারে পুন রত্ন-সিংহাসনে।

জনৈক মঃ রমণী—কোন্ অত্যাচার রোধে পতি-পুত্রগণে
উত্তেজিব ঝম্প দিতে সমর-অনলে?
আছি মোরা পুনা মাঝে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
অকারণ কেন বল জ্বালাব অনল?

আশাদেবী—নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বটে রয়েছি হেথায়
কিন্তু সে কেবল জেন শিবাজী-বিক্রমে;
যূথপতি রক্ষে যথা বনভূমি মাঝে
করভে হস্তিনীগণে শার্দ্দুল হইতে—

তেমতি বীরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ অসি লয়ে করে
সতর্ক প্রহরী সম রক্ষিছে মোদের।
কিন্তু দেখ চাহি, সহস্র সহস্র জাতি
জ্ঞাতি আমাদের, সহিছে লাঞ্ছনা কত
বেদনা অশেষ; অপহৃত পুত্র কার,
হৃতপত্নী কেহ, কাঁদে কত সতীনারী
পতিহারা হয়ে, বিচূর্ণ বিগ্রহ হেরি
ভক্তজন কত, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস হায়
বক্ষাঘাত করি, অরাজক সারা দেশ।
শুন সবে কি লিখিলা গুরুদেব নিজে
"দাসবোধ" মহাগ্রন্থে দেশ-দুঃখ-গাথা—
(আশাদেবী পীঠ হইতে "দাসবোধ" গ্রন্থখানি লইয়া পড়িলেন)
"মহারাষ্ট্র ম্লেচ্ছ-প্রপীড়িত—
চূর্ণ দেবমূর্ত্তি, ভ্রষ্টাচার দ্বিজ যত,
লাঞ্ছিত গৌরবহীন সাধারণ প্রজা,
বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণাবাস, তীর্থ কলুষিত,
ধর্ষিতা রমণী, বলে হৃত-ধর্ম্ম লোক।
কিন্তু হেন জন কেহ নাহি দেশ মাঝে
করে প্রতিরোধ এই যবন-বিপ্লব;
উঠ মহারাষ্ট্রবাসী, রক্ষ ধর্ম্ম দেশ।"
এবে বুঝিলে কি সবে, কি দশা দেশের,
কেন বা জ্বালাতে কহি সমর অনল—
বুঝিলে কি এবে কিবা কর্ত্তব্য মোদের?

সখিবাই—নারী হয়ে পতিপুত্রে কি সাহায্য মোরা
পারি করিবারে দেবি?

আশাদেবী—কি সাহায্য নাহি মোরা পারি করিবারে?
নারী কি এতই হীনা এ তিন ভুবনে?
ভুলে যাও আজি হ'তে এ মিথ্যা ধারণা,
জননীর জাতি হীনা নহে এ ধরায়;
জগৎ জননী দেবী মহাশক্তি অংশে
জনম যাদের, তারা নহে শক্তিহীনা।
সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে পতি পুত্র ভ্রাতা
নিরুৎসাহ হ'য়ে যবে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস—
কাতর হইয়া পড়ে দুর্ব্বল হৃদয়,
তখন আশ্বাস দানি সস্নেহ বচনে
নবীন উৎসাহে প্রাণ পারি মাতাইতে;
রোগ-শয্যা-ক্লান্তি মাঝে সেবিয়া নিরত
ঢেলে দিতে পারি প্রেমে অমিয়ের ধারা;
নিজস্ব সকলি সঁপি পতি পুত্র তরে
জগতে অমর নাম ধরেছি অবলা;
স্বার্থশূন্যা নারী সম কে আছে ধরায়?
আবশ্যক হ'লে আজি দেশমাতৃ-কাজে
মহারাষ্ট্র-নারী মাঝে কহ ক্ষুব্ধা কেবা
মস্তক-শোভন কেশ করিতে কর্ত্তন,
কিংবা হাসি মুখে প্রাণ দিতে অকাতরে?
দেখ রাজপুত মাঝে পদ্মিনী সুন্দরী
রূপে গুণে অনুপমা দ্বিতীয়া ইন্দ্রাণী—
যবন-শিবিরে পশি নির্ভীক অন্তরে
নিজ পতি ভীমসিংহে করিলা উদ্ধার;
বধূ দুহিতায় লয়ে চিতোর-ঈশ্বরী

ভারত-বিখ্যাত বীর প্রতাপ-মহিষী—
জঙ্গলে পর্ব্বত-গুম্ফে কন্দ মূলাহারে
বল্কল-ভূষণ অঙ্গে পতির সহিত
স্বচ্ছন্দে আনন্দ চিত্তে কাটাইলা কাল।
রাণী দুর্গাবতী দেবী শত্রু সনে যুঝি
করিয়া বিজয়লাভ শুইলা সমরে।
এস সবে কর পণ মহারাষ্ট্রনারি!
সুখ স্বার্থ অভিমান দিব বিসর্জ্জন,
পতি পুত্রে প্রদানিব উৎসাহ সর্ব্বদা,
আবশ্যক হ'লে অসি ধরিয়া স্বকরে
রণক্ষেত্রে মহোল্লাসে করিব শয়ন।

মঃ নারীগণ—পালিব আদেশ দেবি, হবে না অন্যথা,
নীচপ্রাণা নহি মোরা মারাঠা-রমণী,
আসিলে সময়, অসি ধরিয়া স্বকরে
দেখাব রমণী-বীর্য্য রণভূমি মাঝে।

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রমোদভবন।

(পারিষদ, সভাসদগণ, নর্ত্তকীগণ এবং মদের বোতল হস্তে বান্দা)

পারিষদ—বিবিজান, দেখ' চাঁদ, আসল কথা যেন ভুলে যেয়ো না। বক্‌শিসের বকরা কিন্তু আধা আধি। আর বক্‌শিসের বদলে যদি আর কিছু হয় তার বেলা বোলো আমি নেই।

১ম নর্ত্তকী—সে কি কথা গা, বক্‌শিসের বদলে আবার কি হবে গা, আমাদের সঙ্গেতো অন্য কোন কথা নেই।

পারিষদ—এই কি জান বিবিজান, এই বাদশা নবাবের সভায় অনেক রকম জোটে, দিলখোস তো একেবারে রাতারাতিই বড় মানুষ—আর না হয় তো তার উল্টো, এই যথা—অর্দ্ধচন্দ্র, চাবুক, আর সময় সময় ঘাড় গর্দ্দানের একটু বিরহমাত্র। তা দেখ, আমার সঙ্গে যে আধা-আধি বখরার কথা আছে, তা ওই প্রথম পুরস্কারটার বেলায় দিও, দ্বিতীয় রকমের কোনটাই আমি কিন্তু নেব'না, বিবিজান ও তোমাদের একচেটে।

১ম নর্ত্তকী—কেন দ্বিতীয়টির কোনটাই নেবে না কেন সাহেব?

পারিষদ—কি জান বিবি সাহেব, আমার মা বেটী বড় পোক্ত ছিল না; ছেলে বেলায় যদি আমার পিঠটায় বেশ ক'রে তেল মাখিয়ে মাখিয়ে পাকিয়ে রাখতো, আর গর্দ্দানটা একটু ইস্পাত দিয়ে শানিয়ে রাখতো, তা হ'লে শেষের বখরাটারও ভাগ নিতুম; কিন্তু কি ক'রব বিবিসাহেব, খোদা ও ভাগটা আমার ভাগ্যে লেখেন নি; ওটা যদি পাও, তোমরাই নিও, আমার উপর আর নেকনজর ক'র না।

১ম নর্ত্তকী—বাঃ খাঁ সাহেব, আমরা নর্ত্তকী বলে বুঝি এতই বোকা যে, তোমার এই কথাগুলোর কোন তাৎপর্য্যই বুঝতে পারলুম না। যাক্, আমাদের এখন বিদায় দিন, আমরা আস্তে আস্তে চলে যাই, আমাদের পিঠের চামড়াও শক্ত নয় বা গর্দ্দানটাও এত সহজে দেবার নয়। নাচ গান করে বেড়াই, লোকে আমাদের বাহাবাই দিয়ে থাকে; এ আবার কি নতুন বন্দোবস্ত বাবা? বাদশা নবাবের দরবারে আমাদের দরকার নেই, আমাদের দয়া ক'রে অব্যাহতি দিন।

(সুলতান আদিলশাহের প্রবেশ ও উপবেশন এবং সকলের অভিবাদন)

আদিলশাহ—বান্দা!

বান্দা——হুজুর!

আদিলশাহ—সিরাজি লে আও।

বান্দা——খোদাবন্দ! বান্দা হাজির। (সরাপ প্রদান)

পারিষদ—জনাব! আজ এক জোড়া খাস দিল্লীর তয়ফা জোগাড় করিছি, যদি মেহেরবানি হয় তো লাগিয়ে দিই।

আদিলশাহ—বহুত আচ্ছা, সুরু কর, এই বান্দা সিরাজি লেয়াও; জল্‌দি সুরু কর। (বান্দার সিরাজি প্রদান)

নর্ত্তকী—যো হুকুম জাহাঁপনা—

পারিষদ—বিবিজান সেই গানটা ধরে দাও!

নর্ত্তকী—আচ্ছা সাহেব, আচ্ছা।

গীত ও নৃত্য।

মিশ্র খাম্বাজ—খেমটা।

ফোটে ফুল শুকন ডালে মলয় যদি বয়,
গুণগুণিয়ে ভোমরা আসি মধু লুটে লয়॥
কাননে কুসুমকলি একে একে সবে মিলি
সৌরভে আমোদি ধরা করে শোভাময়॥
পিককুল কুহুস্বরে প্রাণমন লয় হ'রে,
সোহাগে সরসী মাঝে কমল ফুটে রয়;
প্রাণে যার ভালবাসা তার কি কভু যায় পিয়াসা
নীরস সরস প্রাণে করে মধুময়॥

আদিল—বহুত আচ্ছা, কেয়াবাৎ, শোভান আল্লা, তোফা তোফা, বান্দা সিরাজি লেয়াও, জলদি লেয়াও। (বান্দা কর্ত্তৃক সরাপ প্রদান)

(জনৈক পাঠান দূতের ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

পাঠান দূত—বন্দেগী জনাব (অভিবাদন)

আদিল——কি খবর দূত, তুমি এত ব্যস্ত কেন?

পাঠান দূত—ব্যস্ত কেন সুধালেন মোরে জাহাঁপনা!
অতি ব্যস্ত আমি আজ অসহ্য যাতনে,
ছুটিয়া এসেছি তাই নিয়ম লঙ্ঘিয়া
নিবেদিতে পাদপদ্মে দারুণ বারতা।

আদিল——কহ রে সন্দেশবহ, কহ রে ত্বরায়
কি ভীষণ নিদারুণ সমাচার তব,
যাহাতে উন্মাদপ্রায় আইলে ধাইয়া
উপেক্ষিয়া বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণালী?

পাঠান দূত—নিদারুণ সে বারতা সরে না জিহ্বায়,
* [জ্বলে যায় সর্ব্ব অঙ্গ যেন তুষানলে,
শৃগাল রোধিল হায় শার্দ্দুল-বিক্রমে,
দস্যুতেজে হীনবল নবাব-বাহিনী।
কহিতেছি একে একে, জ্বলিছে অন্তর
উচ্চারিতে মুখ হতে সে কলঙ্ক-কথা] *
বঙ্গদস্যু মহারাষ্ট্র অসভ্য বর্ব্বর
কাড়ি নিল দম্ভ করি কেশরী-সম্পদ!
তোরনা কঙ্কন আদি দুর্গ সুবিশাল
সিংহগড় পুরন্দর সুদৃঢ় সুন্দর
বীরদর্পে জয় করি বিশাল গৌরবে
উড়ায় গৈরিক ধ্বজা পরম উল্লাসে!
কি কব সে রণবার্ত্তা কহিতে সরমে
অবনত উচ্চশির, বিজাপুরপতি!
ভঙ্গ দিল উভরড়ে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান
মারাঠাদস্যুর তেজ সহিতে না পারি।

---

* [ ] বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

অদ্ভুত ক্ষমতাশালী মারাঠা দুর্ব্বার
দিবারাতি রণশ্রমে অক্লান্ত অচল,
উৎসাহে শিবাজী নিজে সম্মুখে সবার
অদম্য সাহসে যুঝে সেনানী-সংহতি;
[আশ্চর্য্য কৌশল তার আশ্চর্য্য ক্ষমতা,
এই হেথা এই সেথা চক্রগতি সম
ভ্রমিয়া উৎসাহে তেজে নিজ সৈন্যদলে
দানিছে সাহস বল দ্বিগুণ করিয়া,
অদ্ভুত, অদ্ভুত কর্ম্মী, অদ্ভুত বীরত্ব,
ক্ষণমাত্র বিচলিত হয় না কখন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা কারে বলে যেন সে জানে না,
অবিরত যুদ্ধ করি' অটল অচল।
যদিও কাফের, তার বীরত্ব নিরখি
না পারি থাকিতে তাহা না করি বর্ণন,
শতহস্তী বল যেন ধরে সে বাহুতে,
রোধে গতি কার সাধ্য সম্মুখে তাহার?] ।*
তাহার আহ্বানে এবে মারাঠা মাউলী
একতা বন্ধনে বদ্ধ বিরোধ ভুলিয়া,
কাড়িয়া লইছে দুর্গ অমিত বিক্রমে
প্রবল পাঠান-সৈন্যে রণে পরাজিয়া।
বিহিত ব্যবস্থা এর না হলে অচিরে
ডুবিবে পাঠানরাজ্য, ধ্বংস বিজাপুর,
মুছিবে যবন নাম দাক্ষিণাত্য হতে,
উদিবে মারাঠা-সূর্য্য প্রবল প্রভাবে।

---

* [ ] বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ ইচ্ছা করিলে অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিবে।

আদিল——আশ্চর্য্য বারতা তব হে দূতপ্রবর,
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি অসম্ভব কথা,
মুষিকে মার্জ্জার-ভীতি সম্ভবে কি কভু,
ভীত কি কেশরী হয় শৃগাল-বিক্রমে ?
মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্র অসভ্য বর্ব্বর
বন্যদস্যু ভয়ে ভীত অমিত বিক্রম
বীজাপুর-অনীকিনী দুর্দ্ধর্ষ সমরে ?
অসম্ভব কভু নাহি সম্ভবে জগতে।
কেবা সে শিবাজী ? তার বসতি কোথায় ?
কেমনে একতাসূত্রে বাঁধিল দুর্ব্বার
মারাঠা মাউলীজাতি, আজন্ম অরাতি
বিদ্বেষ ঈর্ষার বশে সন্ত্রাস্ত সর্ব্বদা।
নিদ্রায় নিশ্চিন্ত বুঝি বিজাপুরীগণ
পালঙ্কে কামিনী-অঙ্কে লভিছে বিশ্রাম ?
রাজত্বের শুভাশুভ রাখে না সংবাদ,
রঙ্গরসে নৃত্যগীতে হরিতেছে কাল!
নতুবা সম্ভব ইহা হয় কি কদাপি
শত্রু-শত্রু-সম্মিলন সহোদর সম,
থাকিতে বিরোধনীতি রাজনীতিসারে—
পিতা পুত্রে ভায়ে ভায়ে করে যা বিচ্ছেদ।
আদেশ আমার শুন ওমরাহগণ,
দূতের বারতা যদি কিছু সত্য হয়,
মরণ জানিও ধ্রুব সামন্ত-নৃপতি,
কৃতঘ্ন পামর স্থান নাহি ভূমণ্ডলে।
দ্বিতীয় আদেশ মোর শুন আরবার,

হস্তপদ বদ্ধ করি লৌহের শৃঙ্খলে,
বন্দী করি আন হেথা শিবাজী অধমে
দেখিব দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ধরে কত বল।

(ওমরাহবর্গের পরস্পর কানাকানি)

পারিষদ—জাহাঁপনা! গতিক বড় ভাল দেখছিনে, আপনার ওমরাহদের বুঝি ধাত ছাড়ে।

আদিল—কেন হে ধাত ছাড়বে কেন?

পারিষদ—কেন আর কি, এই আপনার আদেশের বহর শুনে পিলে মশায়রা চম্‌কে কোথায় লুকিয়ে পড়েছেন, এখন তাই ওঁরা দল বেধে খোঁজার পরামর্শ কর্চ্চেন, নইলে ধাত মশায় কিছুতেই থাক্‌তে চাচ্চেন না।

আদিল—তোমার সব কথাতেই রহস্য, একটু খুলেই বল না।

পারিষদ—ওই যে আপনি শিবাজীটাকে কি বন্দী ক'রে আনার হুকুম দিলেন না, তাতেই ওঁদের পিলে চম্‌কে উঠেছে, সে বেটা একটা বন্য জন্তু বিশেষ, সারাদিন, হয় এক মুটো ছোলা, না হয় চেনাচুর খেয়ে কাটিয়ে দেয়, বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রিটা হয় তো না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়, বাঘ ভালুক দেখলে তো তাদের সঙ্গেই হাতাহাতি লাগিয়ে দিলে, এমন একটা জঙ্গলী পশুর সঙ্গে আপনার এই ননীর পুতুল নধর শরীর ওমরারা কেমন করে ঘুরে বেড়াবে? আর অগাধ জঙ্গলে কোন্ বাবুর্চ্চি ভায়ারাই বা ওঁদের কোপ্তা কাবাব প'লাও যোগাবে? আর কোন্ বিবিসাহেবারাই বা দুগ্ধফেননিভ শয্যা ছেড়ে পদসেবা ক'রতে প্রয়াসী হবেন? কাজেই পিলে ভায়ার না চম্‌কিয়ে আর উপায় কি?

১ম ওমরাহ— জাহাঁপনা!

চাটুকার বাক্য নহে মধুর সর্ব্বদা
বিশেষ কাজের কালে সঙ্কট সময়ে।
সত্য বটে, লইয়াছে শিবাজী কাড়িয়া
কতিপয় রাজদুর্গ বিক্রম প্রকাশি;
অবিদিত নহে তাহা মোদের রাজন্!
সুখ-নিদ্রা-অভিভূত নহি ক্রিয়াহীন।
নাশিতে তাহায় দস্যু করেছি ব্যবস্থা,
সামান্য ব্যাপার, তাই কহিনি জনাবে।

২য় ওমরাহ— নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় মোরা নহি সুলতান!

সমুচিত প্রতিফল দানিতে তাহার
বিহিত ব্যবস্থা করি, কৌশলে ধরিয়া
এনেছি পিতারে তার দিতে প্রতিশোধ,
চতুর্দ্দ বীরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ শাহাজী রাজনে;
পিতৃভক্ত বীরে এবে ফেলেছি সঙ্কটে।
সত্য বটে জাহাঁপনা! বিক্রম কেশরী
শিবাজী অমিততেজা সহিষ্ণু নির্ভীক;
কিন্তু মোরা নহি ন্যূন বীরত্বে সাহসে—
অবিদিত নহে তব বিজাপুরপতি!
যাচি না নবাবীখানা কার্য্যের সময়,
অথবা কোমল শয্যা আমরা রাজন্!
অভ্যস্ত সহিতে ক্লেশ অশান্তি অপার
বিশাল অরণ্য মাঝে কিংবা মরুভূমে;
অতি তুচ্ছ এ ঘটনা, উপজে সরম
জানাতে পুরুষসিংহ বিজাপুরাধিপে;

তাই যুক্তি করিয়াছি. শাস্তি সমুচিত
প্রদানি দুর্ব্বৃত্তে মোরা জানাব জনাবে।
নগণ্য মৃগের তরে ধাইবে কেশরী ?
মশক বধিতে হবে আগ্নেয়াস্ত্র পাতি ?
এ হতে মরণ শ্রেষ্ঠ আমা সবাকার
কিংবা দরবেশ সাজা ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে।

আদিল——লভিনু সন্তোষ তব বাক্যেতে সচিব !
বন্দী করি নরাধমে করীন্দ্র-চরণে
নিষ্পেষিত কর ত্বরা মমতা ত্যজিয়া,
অকৃতজ্ঞ পরিণাম দেখাও সাম্রাজ্যে ;
আর এক কথা মোর পালহ সকলে,
পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত যদি এতই শিবাজী,
বন্দী করি শাহাজীরে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
রাখ অন্ধকারাগারে দিবস যামিনী।
শুনেছি হিন্দুরা নাকি পিতৃমাতৃ তরে
উৎসর্গে জীবন নিজ, সম্পত্তি সম্পদ,
সত্য বা অসত্য ইথে হইবে পরীক্ষা,
এক চালে দুই কর্ম্ম হইবে উদ্ধার ;
ছাড়িব না অকৃতজ্ঞ ধূর্ত্ত শাহাজীরে
যাবৎ এ বিজাপুর না হয় পতন,
অথবা শিবাজী আসি গললগ্নীবাসে
মাগে ভিক্ষা পিতৃমুক্তি মানি পরিহার।

অমাত্য—যথা আজ্ঞা খোদাবন্দ।

(দূত ও ওমরাহগণের প্রস্থান)

পারিষদ—যা হ'ক বাবা বাঁচা গেল, এখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। একেবারে

কি সরগরমই করে তুলেছিল, কোথায় হচ্ছে একটু আমোদ আহ্লাদ ফুর্ত্তি, না একদম বেসুরো বুলি! যাক, বিবিজানেরা, একটু মিঠে কড়া সুরে প্রাণটা ভিজিয়ে দাও। এই বেটা বান্দা, জনাবকে শীগগির একটু সরাব দে।

(বান্দার সরাব প্রদান)

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ এবং গীত)

মিশ্রবাহার—খেমটা।

কমলে কঠিন মধুর মিলন পিয়াসে পরান ভরিল,
ভ্রমর কমলে মাখি পরিমলে অন্যফুল মধু পিয়িল,
দহিল অনঙ্গ পরাণ-বিহঙ্গ, আবেসে অধীর হইল,
নব অনুরাগে নবীন সোহাগে, নব আশে প্রাণ জাগিল,
হিয়ার মাঝারে বসাতে বঁধুরে, প্রেমধারা কিবা বহিল,
প্রণয় মধুর বিরহ বিধুর, মধুরে মাধুরী মিলিল,
কুসুমিত ফুলে নিরখি কমলে, ভ্রমর তেয়াগী চলিল,
মধুর চয়ণে বাধা নাই জেনে, অন্য ফুলে উড়ি বসিল॥

পারিষদ—বহুত আচ্ছা বিবিজান, প্রাণ গলে গেল। বাবা, এই মধুর ঝঙ্কার ফেলে, কি কিচির মিচিরই আরম্ভ করেছিল, যা হ'ক এখন প্রাণটা কতকটা ঠাণ্ডা হ'ল।

আদিল—পারিষদ! আমি বাইজিদের নৃত্য গীতে খুব সন্তুষ্ট হইচি, তুমি এদের রঙমহলে নিয়ে এস, সেখানে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাবে।

(প্রস্থান)

পারিষদ—(নর্ত্তকীদের প্রতি) আর দেখ্‌চ কি চাঁদবদন! একেই বলে পোয়া বারো। বাবা! মেয়ে মানুষ না হ'লে কি আর এমন খোলা কপাল হয়। ছিলে বাজারে নর্ত্তকী, এখন বাদশার নেক নজরে পড়ে

গ্যাচ; কে জানে বাবা! যে কাল বেগম হয়ে বসবে না; অ বিবিজানেরা যাই হও না কেন, ভাগ বখরা দেও আর নাই দেও, যদি বেগম টেগম হয়ে পড়,' এ অভাগার প্রতি একটু সুনজর রেখ, তা হলেই কৃতকৃতার্থ হব, বুঝলে তো সুন্দরী।

নর্ত্তকী—আর তোমার অত কথার বাহাদুরী দেখাতে হবে না, এখন বাদশার আদেশ মত রঙমহলে নিয়ে চল।

পারিষদ—বান্দা প্রস্তুত বিবিজান্—বাদশার হুকুম এখন শিকেয় তুলে রেখে দাও, এখন বিবিজানদের হুকুম অমান্য করে কোন বেয়াদব? বাবা! আমি বেশ দেখতে পাচ্চি যে যখন রঙমহল পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আদেশ, তখন বিবিজান, তোমরা আর বেগম না হয়ে যাও না।

নর্ত্তকী—সে যা হয় হবে, এখন চল।

পারিষদ—এই গোলাম হাজির বেগম সাহেব।

(সকলের প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

পুনা-রাজপ্রাসাদ-কক্ষ।

(চিন্তামগ্ন শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী—উদ্ধারিতে এ সঙ্কটে নৃমুণ্ডমালিনি!
কে আছে মা তোমা বিনা এ মূঢ় সন্তানে;
দাও বল, দাও ধৈর্য্য, সাহস ভরসা,
নতুবা তিমিরে রবি ডুবিবে অচিরে।

কারে গো ডাকিব আর এ মহাবিপদে ?
অবরুদ্ধ পিতৃদেব আবদ্ধ শৃঙ্খলে
বিজাপুর-কারাগৃহে চোরের মতন
কে রক্ষিবে তোমা বিনা সঙ্কটহারিণী !
আমারই দোষে মাগো এদশা তাঁহার,
রাজ-দ্রোহী-পুত্র-পিতা তাই এ দুর্গতি।
বল্, মাগো শক্তিরূপা অন্তরযামিনি !
কার প্রেরণায় আজি সেজেছি বিদ্রোহী ?
* [কে জ্বালালে প্রাণে মোর এ মহা অনল ?
তুষানল সম হৃদি দহিছে যাহায়,
নাহি শান্তি নাহি সুখ দিবস যামিনী
শয়নে স্বপনে কিংবা জাগরণ কালে,] *
বহুশত বর্ষ ব্যাপী মহারাষ্ট্রভূমি
পরাধীন ম্লেচ্ছভোগী চরণে দলিত,
কোটী মহারাষ্ট্রবাসী সহিছে নীরবে
দারুণ সে অপমান, সহিষ্ণু হৃদয়ে ;
আমি কেন অসহিষ্ণু ? * [বল্ মা তারিণী !
দহে কেন হৃদি মোর দিবানিশি ধরি ?
একই জনমভূমি ভারতজননী,
একই অন্নে পরিপুষ্ট শরীর সবার ;] *
চলে যবে বীরদর্পে যবনবাহিণী
দেখে লোক কৌতূহলে কাতারে কাতারে
কিন্তু মোর বক্ষ হায় দুঃখে ফেটে যায়
নিষ্পিষ্টা জননী হেরি যবন-চরণে।
ম্লেচ্ছ-জয়কেতু যদি নিরখি আকাশে

ইচ্ছা হয় পদে দলি করি ছারখার,
* [প্রতি পদে প্রতি দৃশ্যে যবনাধিকার
দহে মর্ম্ম ধিকি ধিকি তুষানলে যেন।
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহ্মদ নগরে
নফরতা লাভ করি হিন্দু কত শত
জানায় গৌরব নিজ উচ্চ শির তুলি
মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ;
আমি কিন্তু বলি তারে, রে নীচ বর্ব্বর
কুক্কুর উচ্ছিষ্টভোজী যবন-সেবক।] *
এত স্পর্দ্ধা এত তেজ বল গো জননি!
কে দিল আমারে সতী শক্তিরূপা বই ?
পিতৃদেব অবরুদ্ধ শুনিবেন যবে
মন্দির হইতে ফিরি জননী আমার
কি বলে বুঝাব তাঁরে ? আমারই দোষে
শৃঙ্খল-আবদ্ধ পিতা কারাগৃহবাসী।
কেমনে এ মুখ আর দেখাব মায়েরে!
অশ্রুসিক্তা হেরি যদি নয়ন তাঁহার
ফেটে যাবে বক্ষ ধৈর্য্য নারিব রাখিতে,
কি করি মা জগদম্বে বল' মা আমারে ?
আছে মাত্র দুটি পথ উপায় ইহার
উদ্ধার হইতে এই দারুণ সঙ্কটে—
গললগ্নীকৃতবাসে আত্মসমর্পন,
অথবা দারুণ রণ বিজাপুর সনে।

---

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয় কালে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

তানাজীর মত বটে সংগ্রাম ঘোষণা
উদ্ধারিতে পিতৃদেবে বিক্রম প্রকাশি ;
আকাশ-কুসুম বলি মনে ইহা লয়,
ভেলায় হইব পার অসীম জলধি !
* [বিস্তৃত প্রাচীর দৃঢ় পরিখা-বেষ্টিত
সুশিক্ষিত সেনাবৃন্দ সতর্ক প্রহরী
শত শত তোপরাজি প্রাচীর দেউলে
রক্ষিছে সে পুরী ত্রাসি বিপক্ষ বন্ধুরে।
সাধ্য কি লঙ্ঘিয়া এই দুর্ম্মদ যবনে
উদ্ধারিতে পারে মোর ক্ষুভিত জনকে
মম এই মুষ্টিমেয় মারাঠা মাউলী,
পুড়িবে নিজেরা যথা পতঙ্গ অনলে।] *
হবে না বীরত্বে মোর পিতার উদ্ধার।
দ্বিতীয় উপায় তবে আত্মসমর্পণ—
হে মাতঃ ! জগৎমাতা ! স্মরিলে সে কথা
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে দেহ হয় বিদীরণ,
সহস্র বৃশ্চিকে যেন দংশে মর্ম্মদেশ,
মনে হয় মৃত্যুশ্রেয় এ হ'তে আমার।
হে বিধাতঃ ! সাধনার এই পরিণাম !
আজন্ম-পোষিত আশা হবে উন্মূলিত ?
গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা হিন্দুরাজ্য-সংস্থাপন
হবে লয় মনরাজ্যে, মনেতে উদিয়া ?
হউক ভবানী-বাঞ্ছা পূর্ণ সমুদয়,

---

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয় কালে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

কে আমি, ক্ষমতা কিবা আমার জগতে,
এসেছি করিতে কর্ম্ম, ভাসিব কর্ম্মেতে,
যা হয় হউক মোর কিবা প্রয়োজন।
পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম—পিতা মূলাধার,
পিতার প্রীতিতে প্রীতি দেবতা ঈশ্বর;
তবে আর কিবা চিন্তা রক্ষিব পিতায়,
দিব আত্ম-বিসর্জ্জন মুসলমান করে।

(জিজাবাই ও সখিবাইএর প্রবেশ)

জিজা——একি শুনি আজি শিব! অশিব বারতা,
বন্দী নাকি মহারাজ, আজি বিজাপুরে?
কি হবে উপায় পুত্র, কর্‌রে ব্যবস্থা,
অধৈর্য্য হৃদয় মোর নয়নের মণি।

শিবাজী– ধৈর্য্য ধর জননী গো, হয়ো না বিহ্বলা,
আজ্ঞা কর এ দাসেরে, করিব পালন
জীবনমরণাবধি, কিন্তু মাগো তুমি
অধীরা হইলে, শিব হবে হীনবল।

জিজা——উপেক্ষিতা আমি; তবু ক্ষণেকের তরে
ভুলিনি তাঁহারে বৎস! পূজেছি সর্ব্বদা,
করেছি ভবানী কাছে মঙ্গল কামনা,
তারিবেন এ বিপদে বিপদবারিণী (অশ্রুমোচন)।
কি হবে উপায় শিব! জানিস তো তুই,
সন্ধ্যাহ্নিক পূজা বিনা জলস্পর্শ কভু
না করেন মহারাজ, যবন কি তাঁরে
পূজা আয়োজন করি দিবে কারাগৃহে?

না দেয় যদ্যপি, প্রাণ বাঁচিবে কেমনে,
অনশনে মৃত্যু তাঁর হবে কি রে তবে ?
শিবাজী—ভেব না জননী, তাঁর পাত্র মিত্র বহু
আছে বিজাপুরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত,
আশা হয় এ বিপদে ত্যাজিবে না তাঁরা,
রক্ষিবে তাঁহারা নিজ ভ্রাতার মতন ;
জিজা——কি হবে উপায় শিব, কেমনে রাজন্
পরিত্রাণ পাবে এই কারাগার হতে ?
শিবাজী—(ক্ষোভিত চিত্তে)
ভেব না জননী, সঙ্কল্প করেছি স্থির,
অপেক্ষিছি শুধু তব আজ্ঞা প্রতিক্ষায়.
দাও গো জননী আজ্ঞা, উদ্ধারি পিতায়
আত্ম-সমর্পণ করি যবনের করে ;
যা থাকে কপালে আর যা করে ভবানী
পিতার উদ্ধার ধর্ম্ম সঙ্কল্প আমার।
জিজা———সংসারের সমুদয় সুখৈশ্বর্য্য লভি
তথাপি দুঃখিনী আমি জগৎ-মাঝারে,
বিখ্যাত যাদবকুলে লভেছি জনম
জনক রাজন্যশ্রেষ্ঠ ভারত-বিদিত,
মহাবল বীর্য্যশালী পতি মহাপ্রাণ,
তথাপি ভাগ্যের দোষে আমি অভাগিনী,
কুপিতা হইয়া পতি জনকের প্রতি
বিবাহ করিলা পুন, ভুলিলা আমারে,
আমি ত্যক্তা উপেক্ষিতা করমের দোষে।
জ্যেষ্ঠ সহোদর তোর রূপ গুণবান্

দুঃখের সাগরে মোরে ডুবায়ে অকালে
চলে গেছে দিব্যধামে বুকে শেল হানি,
আছি শুধু একমাত্র তোর মুখ চেয়ে
বিশাল সংসার মাঝে ধ্রুবতারা মোর।
হয়েছি অধীরা পুত্র! হত জ্ঞান বল,
নাহিক শকতি আর দাঁড়ায়ে থাকিতে।
হবে কি রে পিতা তোর আত্মসমর্পণে
উল্লাসিত চিত্ত বৎস! হীনতা নিরখি?
বুঝিয়া কর্‌রে কার্য্য যে হয় উচিত।
কি আর কহিব, রহিলেন বধূমাতা
ধর্ম্মশীলা সুচতুরা, উভয়ে মিলিয়া
কর্ যুক্তি কল্লোচিত কর্ত্তব্য যা হয়। (প্রস্থান)।

(সখিবাইএর বিষাদিত চিত্তে শিবাজীর পার্শ্বে আগমন)

সখী——কেন নাথ! বিষাদিত আকুলিত হেরি,
অশ্রুপূর্ণ নেত্র কেন কেন দীর্ঘশ্বাস?
দৃঢ়চেতা তুমি প্রভু, তোমারে কি সাজে
এ হেন দৌর্ব্বল্য হায় হীনজন সম?

শিবাজী—প্রিয়ে! যথার্থ কহেছ, হীনজন সম
লঘুচিত্ত মম কভু শোভা নাহি পায়,
কিন্তু প্রাণেশ্বরি! মাতৃমুখ হেরিলে আঁধার
বিষাদে পরাণ মোর যায় গো ভরিয়া,
অশ্রুকণা ঝরে যদি নয়নে তাঁহার
না পারি বারিতে আর নয়নের বারি,
শত চেষ্টা সত্ত্বে তবু ঝরে ঝর ঝর,
প্রাণের বেদনা প্রিয়ে! কার সাধ্য রোধে।

বল প্রিয়ে! কিবা মোর কর্ত্তব্য এখন,
কিবা তব মনে হয় এ মহাসঙ্কটে?
সখী——অবলা না বুঝি কিছু; বিশেষ নিষেধ
রমণীর পরামর্শ বিপত্তি সময়।
রাজনীতি-চর্চা কভু করি নাই প্রভু!
কেমনে দিইব যুক্তি বলহ প্রাণেশ!
কিন্তু যবে সুধায়েছ, আদেশে তোমার
কহিব মনের ভাব উদেছে যা প্রাণে।
আগে কিন্তু বল নাথ! তব অভিপ্রায়,
পশ্চাতে জানাব প্রভু! যুক্তি যা আমার।
শিবাজী—করিয়াছি যুক্তি এই শোন প্রাণেশ্বরি!
পরম আরাধ্যদেব পিতার কারণে
মাগি লব পরিহার বিজাপুর কাছে,
আত্মসমর্পণ করি মুসলমান করে।
সখী——পুত্রের উচিত কথা বলেছ এ নাথ,
এ ছাড়া কি অন্য যুক্তি হয় না ইহার?
রোগনাশে ঔষধের প্রয়োজন বটে,
কিন্তু সে ঔষধে যদি না কমে ব্যাধি
কি ফল প্রয়োগে তাহা? পূজে সুরধুনী
মুক্তির প্রয়াসে নর, কূপোদকে সেবি
কে কোথা লভেছে বল সিদ্ধি এই ভবে?
অতি শঠ, অতি ক্রূর, পাপাত্মা, পামর,
আদিলশাহীর বংশ খ্যাত এ ভারতে,
তুষ্ট কি হইবে প্রভু! শিষ্টাচারে তব,
আত্মসমর্পণে কিগো জন্মিবে সখ্যতা?

ভেবে দেখ' প্রাণকান্ত, বিজাপুরপতি
পোষে হৃদে জাতক্রোধ তোমার উপর
রাজ্য-আক্রমণে তার দুর্গজয় হেতু,
ভুলে যাবে সে বেদনা সম্ভবে কি কভু?
কে জানে তোমারে বন্দি করিবে না সেই?
পাইয়ে তোমারে একা সহায়বিহীন
রাখে যদি বন্দী করি কারাগারে তার,
কেবা বল উদ্ধারিবে উভয়ে তখন?
স্বাধীন স্ববশে যদি থাক প্রভু তুমি
সন্ত্রস্ত থাকিবে সদা বিজাপুরীগণ,
বাসিবে মনেতে ভয়, সহস্র উপায়ে
সাধিবে অনিষ্ট তার অশেষ বিশেষ।
কে বলিতে পারে বল' দিবে না ছাড়িয়া
সেই ভয়ে ভীত হ'য়ে জনকে তোমার?
(কিন্তু) পারে যদি নাথ! তোমা বন্দী করিবারে
যা ইচ্ছা করিবে শঙ্কা থাকিবে না কিছু।
অরণ্যনিবাসী সিংহে আশঙ্কে শিকারী
পিঞ্জরে আবদ্ধ হলে কে ডরে তাহারে?
সেচ্ছায় শৃঙ্খল পায়ে পরি বল তবে
কি ফল ফলিবে নাথ! বুঝে না এ দাসী।

শিবাজী—সুলতান বাক্য প্রিয়ে! অন্যথা না হয়;
বাক্যদান করে যদি বিজাপুরপতি,
পারে কি লঙ্ঘিতে তাহা নৃপাসনে বসি?
লোকলজ্জা মানভয়ে হবে না লঙ্ঘন।

সখী——ভুলেছ কি প্রাণেশ্বর! মুসলমানগণ

ভাঙ্গিয়াছে সত্যবাক্য কতশত বার।
সত্যপণে বদ্ধ হয়ে মহম্মদঘোরী
অতর্কিতে আক্রমিয়া পৃথ্বী মহারাজে
বধিল তাঁহারে অতি নৃশংস সমান।
চিতোর অধিপ রাজা ভীমসিংহ রায়ে
বন্ধুতার ছলে আলাউদ্দিন পামর
প্রবঞ্চনা বাক্যে নিজ পুরে আমন্ত্রিয়া
রাখিলা আবদ্ধ করি। সত্য স্মরি শেষ
পশিলা দুর্গেতে পশি অতর্কিত ভাবে
বধিল সকলে যারা আছিল তথায়।
সত্যধর্ম্ম রক্ষা কবে করেছে যবন
হিন্দুগণ সনে নাথ! ভারত মাঝারে?
শতবার পণভঙ্গ করিয়াছে যারা,
নিশ্চয়তা কোথা প্রভু! রক্ষিবে এবার?

শিবাজী—কি তৃপ্তি লভিনু আজি বচনে তোমার,
কহিতে না পারি প্রিয়ে! ভাষায় প্রকাশি;
যথার্থই সখী তুমি সম্পদে বিপদে,
আনন্দদায়িনী মোর স্বরগ-প্রতিমা;
বল প্রিয়ে! আর যাহা বক্তব্য তোমার
শুনিয়ে করিব কার্য্য যুক্তি যুক্ত যাহা।

সখী——অবিশ্বাস নহে শুধু এক মাত্র বাধা
আত্মসমর্পণে তব মুসলমান করে।
না হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল যবন,
সন্ধি সংস্থাপিত হ'ল উভয়ের মাঝে,
কিন্তু নাথ! ভেবে দেখ, পারিবে কি তুমি

ভুলিতে স্বভাব তব আজন্ম-সম্ভূত ?
আসন্ন মৃত্যুর কালে কহিলা যা দাদা
চিরহিতাকাঙ্খী বৃদ্ধ দিব্যচক্ষে হেরি,
আর্ত্তের সে আর্ত্তনাদ, ব্যথিতের ব্যথা,
পারিবে সহিতে নাথ! ক্ষত্র হয়ে তুমি ?
পার যদি তুমি দেব! যবন কি কভু
ত্যজিবে তাহার সেই হিংস্রক-প্রকৃতি ?
গোহত্যা প্রতিমাভঙ্গ দুর্ব্বল পীড়ন
সতীর সতীত্বনাশ ছাড়িবে কি তারা ?
বল নাথ! সন্ধি স্থাপি হেন জন সনে,
কতদিন তাহা তুমি রক্ষিতে পারিবে ?
* [(একখানি চিত্রপট আনিয়া শিবাজীকে দেখাইয়া)
হের নাথ! হের এই বাল্যলীলা তব
অঙ্কিত করেছি যাহা রাজশিল্পী ডাকি—
বিজাপুরসভা এই, বিজাপুরপতি
বসি ওই সিংহাসনে পাত্রমিত্র সহ,
মাঝারে তাহার বসিয়া রয়েছ তুমি
সিংহশিশুসম, বীরদর্পে উচ্চশিরে,
সবিস্ময়ে সুলতান নেহারে তোমায়;
নাহি চিন্তা নাহি ভয় নয়ন বিভ্রম,
কি যেন অব্যক্ত গর্ব্ব হতেছে বাহির
বদনমণ্ডলে তব কৈশোর বয়সে।
নিত্য নিত্য এই পট পূজে এ কিঙ্করী

---

*অভিনয়ে এই [ ] মধ্যস্থ অংশ বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

নিত্য গরবিণী দাসী এ চিত্রে নিরখি।
এহেন গর্ব্বিত শির কৈশোর বয়সে
লুটে নাই যাহা কভু মুসলমানপদে
কেমনে নোয়াবে তাহা বল নৃপমণি?
বাজিবে দারুণ ব্যথা দাসীর পরাণে।
যে বেদনা উঠে প্রভু! পত্নীর পরাণে
কহে তা পতির পদে, আদরে তাহার
আদরিণী সে কিঙ্করী; ক্ষমিহ প্রাণেশ!
প্রাণের বাসনা যাহা কহি আজি আমি।
বালিকা বয়সে মোর বিবাহের পরে
যাইতাম দেবালয়ে সঙ্গিনীর সহ
শুনিতে পুরাণ কথা, গাইতেন কবি
সুমধুর তান লয়ে রামায়ণ গান,
শুনিতাম একমনে বিভোর পরাণে,—
জনম দুঃখিনী সীতা পবননন্দনে
কেমনে সঁপিলা চিহ্ন অভিজ্ঞানমণি,
কহিলা আদরে তারে, যাও বীরবর,
জানায়ো প্রাণেশে মোর, জনক-নন্দিনী
সহিবে অক্লেশে সব, জপি রাম-নাম
কারাক্লেশ নিপীড়ন সহস্র বৎসর
পারিবে সহিতে সীতা, কিন্তু তব পদে
এই নিবেদন তার রঘুকুলমণি!
রঘুকুলবধূ যেবা আনিল হারিয়া
একাকী পাইয়ে তারে চোরের মতন,
হৃদয়-শোনিতে তার না তর্পি মহীরে

উচিত কি হয় তব অশ্রু বিসর্জ্জন?
আবার কখন কবি সারঙ্গ আলাপে
গাহিতেন সুমধুর পাণ্ডব-কাহিনী—
যুধিষ্ঠির অভিষেক বর্ণনা সুন্দর
শুনিয়া জাগিত প্রাণে আশা কুহকিনী;
ভাবিতাম, হে বিধাতঃ! আসিবে কি কভু
সেদিন অভাগীভালে, বসিবে যে দিন,
ছত্রপতিরূপে নাথ মহারাষ্ট্রভূমে?
কৈশোরের আশা এবে অঙ্কুরিত প্রায়,
না ফলিতে ফল তাহা যাবে কি শুকায়ে
অকালে নিদাঘ-তাপে? চাহে না অধিনী
রাজ্ঞীপদলাভ প্রভু! কিঙ্করী তোমার
রহিবে কিঙ্করী চির সেবায় নিরত;
এহতে গৌরব কিবা, কিন্তু প্রাণ তার
চাহে তোমা নিরখিতে রাজসিংহাসনে
অধিষ্ঠিত ছত্রতলে, হয় ত সে দিন
হেরিবে না নেত্রে দাসী, তবু সেই আশা
আনন্দে গৌরবে প্রাণ করে প্রপূরিত।] *
উদ্ধারিতে পূজনীয় পিতারে তোমার,
চিন্ত অন্য সদুপায়, আত্মসমর্পণ
কাপুরুষ ধর্ম্ম, ইহা বীরধর্ম্ম নয়;
* [মেঘের গর্জ্জনে ফেরু বিবরে লুকায়
পশুরাজ তাহে কভু বিচলিত নয়;
যার যেবা ধর্ম্ম তাহা করয়ে পালন।] *

* বন্ধনী [ ] মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

সম্মুখ সমরে যদি বিজাপুর সনে
নহি মোরা সমতুল্য, আগ্নেয়াস্ত্র বলে
যদ্যপি সুলতান শ্রেষ্ঠ, পর্ব্বতে লুকায়ে
আচম্বিত আক্রমণে কর উপদ্রুত,
ধন রত্ন খাদ্যদ্রব্য করিয়া লুণ্ঠন
হীনবল কর দুষ্ট যবন-ভূপালে।
কিংবা ভাবি দেখ দেব! নহে ত কেবলি
বাহুবল উপাদান সমর-বিজয়ে,
আছে রাজনীতি, কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার;
আত্মসমর্পণ-ধর্ম্ম নহে ক্ষত্রিয়ের।
কি আর বলিব আমি, ভুলনা প্রাণেশ!
জননীর খেদ উক্তি গমনের কালে,
"হবে কিরে পিতা তোর আত্মসমর্পণে
উল্লাসিত চিত্ত বৎস! হীনতা নিরখি,
কর যুক্তি ক্ষত্রোচিত" ভুলনা একথা
ইঙ্গিতে জননী বারে আত্মসমর্পিতে।
কোটী কোটী নরনারী তব মুখ চাহি
রয়েছে ধৈরয ধরি, ভুলনা তাদের,
দেব দ্বিজ ধেনু ডাকে পরিত্রাণ তরে,
বিস্মরণ কভু নাথ! হ'ওনা তা সবে,
বন্দী পূজ্য পিতৃদেব স্মরিবে যখন,
স্মরিও তখনি প্রভু! জনম দুঃখিনী
জননী জনমভূমি বন্দিনী তোমার।

শিবাজী—(সখীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)

বুঝিনু মা ভয়হরা তব মুখ দিয়া

শিখালেন নীতিকথা অবোধ সন্তানে,
উদ্ধারিতে পিতৃদেবে পেয়েছি সঙ্কেত,
জানাইব সাজাহান দিল্লীর সম্রাটে
বিজাপুর ব্যবহার, সাহায্য মাগিয়া;
কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার হইবে নিশ্চয়।
সত্য ভাগ্যবান্ আমি, কার হেন গুরু,
হেন মাতা, হেন পত্নী কার এ সংসারে।

(প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বিজাপুর রাজসভা

[নূতন সুলতান ও ওমরাহগণ আসীন]

নর্ত্তকীগণের গীত।

কেদারা—খেমটা।

আমরা এসেছি এখানে আকুল পরাণে আবেশে বিভোর অঙ্গ,
দেখনা চাহিয়ে মরমে দহিয়ে করিছে অনঙ্গ রঙ্গ ;
বহিছে মলয় দহিছে হৃদয় মধুর সুরভি গন্ধ,
উদিছে আকাশে শশী হেসে হেসে উজলি তারকা সঙ্গ,
পোড়ায় অন্তর একি গো প্রখর বিতরে কিরণ চন্দ,
মুদে কুমুদিনী বিষাদ মলিনী অলি লাজে দেয় ভঙ্গ,
বিরহে যৌবন রহে না কখন নাহিক তাহাতে ধন্দ,
প্রেমিক-জীবনে প্রেমিকা বিহনে বহে না সুখ-তরঙ্গ ॥

সুলতান—বা! বা! আর একখানা গাও।

গীত।

মিশ্র-খাম্বাজ—খেমটা।

ফুটেছে কমল সখি মলয় বায়ু বয়,
জোছনা ঢালিয়ে শশী কেন লো জ্বালায়,
কত শত অলি বঁধু পিয়াসে তারি মধু
উপেক্ষিত তবু ঘোরে আকুল হৃদয়,

আদর না পেলে পরে বিরহে যাবে ঝরে
যৌবন বহিয়া গেলে মধু কি লো রয়,
সরল প্রেমিকজনে সরলা প্রেমিকা প্রাণে
প্রেমের তুফান আনি করে মধুময়॥

১ম ওমরাহ—ওগো নর্ত্তকীরা! তোমরা শীগ্‌গির সরে পড়, সুলতানা সাহেবা আসচেন, আর দেরী করো না।

সুলতান—এ্যাঃ মা আসচেন, ওগো তোমরা শীগ্‌গির যাও।

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান)

[সুলতান-মাতা বিধবা সুলতানার প্রবেশ]

(সকলের সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান এবং অভিবাদন; সুলতানের মাতৃপদবন্দনা)

সুলতানা—ওমরাহগণ! সুলতানই না হয় সংসারানভিজ্ঞ বালক, কিন্তু তোমরাও কি দিন দিন শিশুত্ব প্রাপ্ত হচ্চ? আমোদ প্রমোদের কি আর স্থান নেই, সময় নেই, যেখানে সেখানে যখন তখন করলেই হল? এইরূপ অন্যায় আমোদে মত্ত হয়ে মৃত সুলতান বিজাপুর রাজত্বের কি শোচনীয় অবস্থা করেছিলেন। এখন যদিও বিজাপুর-রাজত্বের পূর্ব্বশ্রী কিঞ্চিৎ ফিরে এসেছে তবুও এখনও ঢের বাকী। তোমরা যে এই আমোদ ক'রছ, শিবাজীর সংবাদ কিছু জান কি? সুপ্তসিংহ যেমন নিদ্রাবসানে প্রবল বেগে আক্রমণ করে, শিবাজীও সেইরূপ এই ছয় বৎসর কাল চুপ করে থাকার পর, প্রবলতর বিক্রমে, নবীন উৎসাহে, বিজাপুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছে; এ তোমাদেরই অদূরদর্শিতার ফল। তোমাদের কথামত যদি শিবাজীর বৃদ্ধ পিতা শাহাজীকে মুক্ত করে না দেওয়া হ'ত, তা হ'লে হয় ত এরূপ ঘটত না।

১ম ওমরাহ—সুলতানা সাহেবা! অধীনের ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আপনার

শেষের কথায় আমি সায় দিতে পারলুম না। যদি সে সময় শাহাজীকে মুক্তি দেওয়া না হ'ত, তা'হলে মারাঠা ও মোগলের যৌথশক্তির প্রবল বেগ, সেই শোচনীয় অবস্থাগ্রস্থ বিজাপুররাজ্য কখনই সহ্য কর্‌তে সক্ষম হ'ত না। শিবাজী বিজাপুরের অনিষ্ট-সাধন করবে না এইরূপ সন্ধিবদ্ধ হওয়ায় শাহাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়, আর সেই সন্ধি অনুযায়ী এই ছয় বৎসর কাল মারাঠার দারুণ উৎপীড়ন হ'তে বিজাপুর বিশ্রাম-লাভ করেছে এবং পূর্ব্বশ্রী কতক পরিমাণে ফিরিয়ে আন্‌তে সক্ষম হয়েছে। শাহাজীকে তখন মুক্তি না দিলে, আজ বিজাপুরের কি দশা হ'ত, তা কে ব'ল্‌তে পারে? আর ইহাও স্থিরনিশ্চয় জানবেন যে, পিতাকে বন্দী রাখলে, প্রবলপরাক্রান্ত পুত্র, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতো না, বা আপনার রাজ্যের মঙ্গলকামনা কর্‌ত না। আমরা যে দরবারে আমোদ প্রমোদের প্রশ্রয় দিয়েছি, তার কারণ—নবীন সুলতান সারাদিন ধরে যদি নীরস রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তা'হলে তরুণচিত্তে হয়তো রাজকার্য্যে বীতস্পৃহা হবে, সে জন্য মাঝে একটু চিত্তবিনোদের ব্যবস্থা করা হয়েচে।

সুলতানা—ও সব কথা যাক, এক্ষণে ঐ দুর্দ্দান্ত মারাঠা-দস্যুর দমন আবশ্যক। আমরা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সবল, মোগলেরা এখন নিজের ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত, এই আমাদের প্রশস্ত সুযোগ, ইহা কোনমতেই ত্যাগ করা উচিত নয়।

২য় ওমরাহ—সুলতানা সাহেবা! গোলামের গোস্তাকী মাপ ক'রবেন, আমরা এখন বিজাপুর-রাজত্ব দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন-প্রয়াসী এবং তাতে কতক পরিমাণে যে সফলকাম না হয়েছি তাও নয়, তবে এখনও আশানুরূপ হয়নি; এ অবস্থায় যতদিন দৃঢ়ভিত্তি পুনঃ সংস্থাপিত না হয়, ততদিন সামান্য কিছু ক্ষতি হলেও শিবাজীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার পক্ষপাতী আমি নই; শিবাজী এখন সামান্য দস্যু নয়, তার

ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ধাবিত হয়; যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রাদিও যথেষ্ট পরিমানে সংগ্রহ করেছে। এ অবস্থায় তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে হীনবল হওয়া বিজাপুরের কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। যুদ্ধে জয় পরাজয় খোদার হাত; খোদা না করুন, যদি এই যুদ্ধে পরাজয় হয়, তা'হলে বিজাপুরের অবস্থা কি হবে তা একবার বিবেচনা করুন।

সুলতানা—আমি বিবেচনা করেই বলেছি, এখন তোমরা বল, তোমরা শিবাজীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত কি না?

(সকলে নিরুত্তর)

সুলতানা—কই কেউ উত্তর দিলে না, তোমরা কি এতই কাপুরুষ যে, একজন সামান্য পার্ব্বতীয় দস্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস কর' না, আর তোমরা বীর ব'লে পরিচিত?

ওম্ব ওমরাহ—সুলতানা সাহেবা! আর যা খুসী তাই বলুন, কিন্তু কাপুরুষ বলবেন না। এক্ষণে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হয় না, তাই আমরা প্রস্তুত নই, এতে কাপুরুষত্বের কথা কিছু নেই।

সুলতানা—বিজাপুর-দরবার কি এতই হীন হয়ে পড়েছে যে, সেথায় একটিও সর্দ্দার বা ওমরাহ নেই যে সে তাদের রাজপ্রতিনিধি রাজমাতার আদেশ প্রতিপালন করে?

আফজল খাঁ—কে ব'ললে সুলতানা! এই গোলাম সুলতানার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন ক'রতে প্রস্তুত। আমি সভার মাঝে দম্ভ করে বলছি যে, আমি অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে অবতরণ না করেই, সেই বন্যদস্যু শিবাজীকে বন্দী কর্‌ব এবং সুলতানার পাদপদ্মে অর্পণ কর্‌ব।

সুলতানা—তোমার বাক্যে বড় খুসী হ'লেম সর্দ্দার, খোদা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন; তুমি যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হও; তবে সর্দ্দার! এই

টুকু মনে রেখ, শত্রু খুব প্রবল, নিজের বলক্ষয় না করে, বন্ধুত্বের ভাণ করে, তাকে বন্দী করবার চেষ্টা ক'র।

আফজল খাঁ—যথা আজ্ঞা হুজুরাইন্।

(সকলের প্রস্থান)।

২য় দৃশ্য

—:০:—

প্রতাপগড় দুর্গ, কক্ষ

(শিবাজী অমাত্যবর্গ সহ আসীন)

শিবাজী— দারুণ সঙ্কট আজি শুন বন্ধুগণ,
বিজাপুর-সেনাপতি প্রোথিত-বিক্রম
আসিছে আফজল খাঁ, উদ্দেশ্য তাহার
বন্দী করিবারে মোরে অথবা বিনাশ।
তাই ডাকিয়াছি সবে মন্ত্রণা আগারে;
উচিত যে যুক্তি তাহা কর' নির্দ্ধারণ;
সম্মুখ সংগ্রামে মোরা বিজাপুর রণে
সমকক্ষ নহি কভু, হবে পরাজয়।

শ্যামরাজ— পরামর্শ মম ইথে শুনহ রাজন্!
(১ম অমাত্য) শাস্ত্রের বচন যাহা সমর্থন করে,
বিপদ সময়ে সুধী ত্যজিবে অর্দ্ধেক,
সমীচিন যুক্তি ইহা, কর্ত্তব্য পালন।

সোনাজী পন্থ— সার যুক্তি বলি ইহা মনে মম লয়—
(২য় অমাত্য) মারাঠা মাউলী সবে সম্মুখ সংগ্রামে
অসমর্থ নিরোধিতে যবন-বাহিনী।
শ্রেয় সন্ধি-সংস্থাপন সুযুক্তি আমার।

নারায়ণ পন্থ— (৩য় অমাত্য) পর্ব্বতে আড়ালে থাকি করেছি সংগ্রাম,
খোলাস্থানে কভু মোরা করি নাই রণ।
শিক্ষিত সশস্ত্র বীর পাঠান-বাহিনী
রোধিব তাদের গতি অসম্ভব কথা,
পুড়িব সকলে মোরা ঘোর দাবানলে
পোড়ে যথা অরণ্যানী ভস্মরাশি হয়ে।
উচিত আমার মতে সন্ধি-সংস্থাপন
দারুণ দুর্ম্মদ অরি পাঠানসংহতি।

(মারাঠা দূতের প্রবেশ)

শিবাজী—কি সংবাদ দূত?

মাঃ দূত—মহারাজ! মোগল সেনাপতি একজন দূত পাঠিয়েছেন, তিনি মহারাজের সাক্ষাৎ প্রয়াসী।

শিবাজী— তাকে আসতে বল।

মাঃ দূত—যথা আজ্ঞা প্রভু। (দূতের প্রস্থান)

[পাঠান দূত কৃষ্ণজী ভাস্করের প্রবেশ]

শিবাজী— আসুন দূতবর, আপনার সব কুশল তো, পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?

কৃষ্ণজী—মহারাজের মঙ্গল হ'ক। না মহারাজ, আমি নির্ব্বিঘ্নে এসেছি, পথে কোন কষ্ট হয় নি।

শিবাজী—এক্ষণে আপনার উদ্দেশ্য বিবৃত ক'রলে অনুগৃহীত হব।

কৃষ্ণজী—মহারাজ! আমায় পাঠান-সেনাপতি আফজল খাঁ কয়েকটি কথা বলে পাঠিয়েছেন, সেগুলি এই :—

আপনার পূজনীয় পিতা আর খাঁ সাহেব উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুতরাং আপনি তাঁর অপরিচিত নন। আপনি তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তিনি সুলতানের নিকট হতে, আপনার বিজিত দুর্গগুলি ও কঙ্কণ-রাজ্য বজায় রাখার সাধ্যাতীত চেষ্টা ক'রবেন। আপনার পিতার জন্য আরও রাজসম্মান ও যুদ্ধসজ্জা সংগ্রহ করে দেবেন। আপনি যদি দরবারে যেতে চান, মহাসমাদরে অভ্যর্থিত করাবেন, আর নিজে যদি না যান, আপনার দরবারে উপস্থিতি সম্বন্ধে অব্যাহতি করিয়ে দেবেন।

শিবাজী—দূতবর! আপনি খাঁ সাহেবকে জানাবেন, যে আমি তাঁর কথায় বিশেষ আপ্যায়িত হলুম, তিনি যখন পিতৃবন্ধু তখন পিতার সমান; তাঁর সঙ্গে দেখা করাতো পরম সৌভাগ্যের বিষয়। * [আমি আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই; যথাক্রমে উত্তর দিলে বিশেষ বাধিত হব।

কৃষ্ণজী—জিজ্ঞাসা করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা ক'রব।

শিবাজী—দূতবর! আপনি ব্রাহ্মণ, আর আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমি আপনার উপর যথেষ্ট দাওয়া করতে পারি; আমি সেই চিরন্তন নিয়ম অনুসারেই আপনাকে কয়েকটি কথা ব'লব, আপনার ধর্ম্ম ও বিবেক অনুসারে আমার কথার উত্তর দেবেন। বহুকাল যাবৎ আমাদের জন্মভূমি মা ভারতবর্ষ পরাধীনা, ম্লেচ্ছ বিধর্ম্মী যবনের পদদলিতা, শস্য শ্যামলা স্বর্ণভূমি মরুভূমিতে পর্য্যবসিতা, সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাতৃসন্তান পরপদলেহী চাটুকারে পরিণত হয়ে পড়েছি, স্বাধীন চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। যে হিন্দুতেজ সসাগরা পৃথিবীর গল্প কথা ছিল, যে হিন্দুবীর্য্য সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছিল, যে হিন্দুসভ্যতা জগতকে সভ্যতা শিখিয়েছিল, যে জাতির গৌরব এখনও জগতকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে, যার কীর্ত্তিকলাপ এখনও জগতে মুখরিত

---

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয় কালে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

হচ্চে, আর আজ আমরা, সেই জাতি, সেই হিন্দু-বংশধর, কি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি; কত উচ্চ হতে কত নিম্নে পড়েছি; এখন প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, মান নাই, মর্য্যাদা নাই, সব হারিয়েছি, সব খুইয়েছি। আমাদের ব্রাহ্মণ, যাঁর ব্রহ্মতেজে সসাগরা পৃথিবীপতি, এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন, যাঁর বাক্যে সংসারের উত্থান পতন পর্য্যন্ত সম্ভাবিত ছিল, যাঁর ত্যাগ জগৎ বিশ্রুত, আজ সেই ব্রাহ্মণ, বিধর্ম্মীর নিদারুণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত কলেবর, ধর্ম্মত্যাগী, অর্থলোলুপ। দূতবর! আমার আকাঙ্ক্ষা আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে পুনরায় হিন্দুর লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার করি, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা করি, হিন্দুর দেবদেবী, মন্দির, ম্লেচ্ছের করালকবল হ'তে রক্ষা করি, ক্ষত্রিয়ের জাতিধর্ম্ম পালন ক'রে, ভারতে আবার ভবানী-রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করি; আমি এ আশীর্ব্বাদ আপনার নিকট, হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে, আশা ক'রতে পারি কি?

কৃষ্ণজী—মহারাজ! যদিও আমি যবনদূত, তবুও ব্রাহ্মণ, আমি আমার ধর্ম্ম ভুলি নাই; মহারাজ! আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, মহারাজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ক, মা ভবানী আপনার সহায় হ'ন।

শিবাজী—দূতবর! আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব; যবন-সেনাপতি যথার্থই কি বন্ধুত্ব ব্যবহার করবেন বা অন্য কোনরূপ কু অভিসন্ধি আছে।

কৃষ্ণজী—মহারাজ! আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম, আমায় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, বিচার ক'রে যুক্তি ক'রে যা সঙ্গত বোধ হয় তাই করুন, ইহার অধিক উত্তর আমার নিকট হ'তে আশা করবেন না।

শিবাজী—যথেষ্ট অনুগৃহীত হলুম।] *

* এই বন্ধনীর [ ] মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিবে।

শিবাজী—সেনাপতি সাহেবের কথার জবাব আমি দূতের দ্বারা জানাব, আপনি তাঁকে আমার সেলাম ও সাদর সম্ভাষণ জানাবেন।

কৃষ্ণজী—তাহ'লে আমি এখন বিদায় গ্রহণ ক'রতে পারি।

শিবাজী—আসুন, প্রণাম। (কৃষ্ণজী দূতের প্রস্থান)

(মারাঠা দূতের প্রবেশ)

মাঃ দূত—মহারাজ! কয়েকজন ব্রাহ্মণ দ্বারে দণ্ডায়মান, তাঁরা মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

শিবাজী—শীঘ্র আনয়ন কর'। (দূতের প্রস্থান ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণগণ—মহারাজের জয় হ'ক।

শিবাজী—(প্রণাম) আপনাদের কুশল তো?

একজন ব্রাহ্মণ—যবনরাজ্যে আর ব্রাহ্মণের কুশল কোথায় মহারাজ! এখন ভারত হতে ব্রাহ্মণের নাম লোপ হলেই মা ভারত-জননীর কলঙ্ক অপনোদন হয়।

শিবাজী—কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলুন, যদি অধীনের দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয়, তা অধীন প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবে।

ব্রাহ্মণ—সেই আশাতেই মহারাজের নিকট এসেছি, পন্দরপুর মন্দিরের পুরোহিতের আদেশে মহারাজকে কয়েকটি কথা বল্‌বার জন্য আমাদের এখানে আসা, তাহা এই:—আপনার আকাঙ্ক্ষা হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করা, কিন্তু যবনরাজ আপনাকে শাসন করার জন্য একজন সেনাপতিকে পাঠিয়েছেন, সে দুর্ব্বৃত্ত তুলজাপুর ও পন্দরপুরের হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং গাভীর উপর নানারূপ অমানুষিক অত্যাচার করেছে, আসবার পথে দেবদেবী-মন্দির বিচূর্ণ করেছে, এবং দেবস্থান কলুষিত করেছে। আপনি দুর্ব্বৃত্তের এই দারুণ অত্যাচার হতে আমাদের রক্ষা ক'রে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতি-সাধন করুন নতুবা

আপনার জীবনধারণ করায় লোকের কোন লাভ নাই। যদি এই সংবাদ পেয়েও আপনি সাধ্যমত ক্ষমতা-প্রয়োগে যবনকে শাস্তি দেবার প্রয়াস না পান, তা হ'লে আমরা আত্মহত্যা ক'রে সেই পাপরাশি আপনাতে অর্পণ ক'রব।

শিবাজী—ব্রাহ্মণ! আপনারা স্থির হ'ন, আমি যুক্তিমত কার্য্য করব,—আপনারা অধীর হবেন না। সভাসদগণ! আপনারা সব কথা শুনলেন, এখন আবার জিজ্ঞাসা করছি, আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলুন।

শ্যাম—মহারাজ! আমি এমন কোন কারণ দেখতে পাচ্চি না, যার জন্য পিপীলিকার ন্যায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাপ দিয়ে মরতে হবে।

সোনাজি ও নারায়ণ—আমাদেরও এই মত মহারাজ!

শিবাজী—(তানাজী, বাজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া) কি বন্ধুগণ! তোমরা চুপ ক'রে আছ যে, তোমাদের কি মত বল'।

বাজী—জিজ্ঞাসিছ আমাদের মত হে রাজন্!
শোন তবে বলি যাহা মত মম হয়,
রোপিনু যে বৃক্ষ মোরা করিয়া যতন
পারিব না কভু তাহা ছেদিতে স্বকরে,
নব নব শাখা কত হয়েছে বাহির,
আর' কত বাহিরিছে ফল ফুলে শোভি,
মুঞ্জরিত তরুবরে অকালে কুঠারে
দিব না কাটিতে কভু সঙ্কল্প মোদের।

যশজী—হতে পারে সুশিক্ষিত পাঠান-বাহিনী
অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত আগ্নেয়াস্ত্রধারী,
কিন্তু প্রস্তুত কি তারা বিসর্জ্জন দিতে
অকপটে ধন প্রাণ প্রভুর কল্যাণে?

লয়েছে কি বীরধর্ম্ম দেশহিত তরে
অথবা বিলুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধার আশায়?
জননী জনমভূমি এ শিক্ষা দানিতে
ধরেছে কি অস্ত্র তারা মোদের মতন?
নাহি অস্ত্র নাহি শিক্ষা কিবা আসে যায়,
যুঝিব পাঠান সনে নির্ভীক হৃদয়ে,
আবশুক হয় ত্যজি এ দেহ নশ্বর,
দেখাব ভারত নহে ক্লীবের জননী;
সন্ধি নহে মম মত—শোন সভাজন!
ভস্ম হ'ক মহারাষ্ট্র মারাঠানিবাসী,
দারুণ সমরে পুড়ি হোক ছারখার
তথাপি কুকুরবৃত্তি মত নহে মম।

তানাজী—মহারাষ্ট্রমন্ত্রী মুখে কাপুরুষবাণী
শুনি বক্ষ যায় ফেটে, লজ্জায় বদন
দেখাতে না ইচ্ছা করে লোকমাঝে আর।
মৃত্যু কি এতই হেয় অসম্মান হ'তে?
সুধায়েছ মম মত বীরেন্দ্র কেশরী!
আদেশ করিবে যাহা মত সেই মম,
ছায়া কভু কায়া ছাড়ি পারে না থাকিতে,
স্বাধীন স্বমত আর কি বলিব আমি;
তথাপি যদ্যপি ইচ্ছা শোন বীরবর!
জঙ্গল-নিবাসী মোরা, স্বাধীন-জীবন
ভালবাসি ধরামাঝে স্বরগ হইতে,
মরণ জ্ঞেয়ান করি পরের বশ্যতা।
সখ্যতা-বন্ধনে যদি মিলি কারু সনে

জীবন-সর্ব্বস্ব-পণে, কল্যাণ তাহার
সাধিতে সচেষ্ট মোরা দিবস শর্ব্বরী।
মান বড় জ্ঞান করি পরাণ হইতে।
(জিজাবায়ের প্রবেশ ও শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া)
জিজা——চিন্তান্বিত কেন আজি হেরি তোরে শিব—
ঘটেছে কি অমঙ্গল কিছুরে আবার ?
শিবাজী—(উত্থিত হইয়া প্রণামান্তর)
সাক্ষাৎ জননী যার ভবানীরূপিনী,
অমঙ্গল কভু মাতঃ! সম্ভবে না তার।
বন্দী করিবারে মোরে বিজাপুরপতি
পাঠায়েছে সেনাপতি বহু সেনা সহ;
যুক্তি করিতেছি তাই পাত্র মিত্র লয়ে
কর্ত্তব্য কি ইথে মোর, নহে অন্য কিছু।
আসিবার পথে দুষ্ট ভবানীমন্দিরে
ভেঙ্গেছে প্রতিমা মার শুনগো জননী।
জিজা——কিবা যুক্তি দেছে তোরে সভাসদগণ,
তুই বা কর্ত্তব্য কিবা করেছিস্ স্থির ?
শিবাজী—এখনও কর্ত্তব্য কিছু করি নাই স্থির,
অমাত্যগণের যুক্তি সন্ধি-সংস্থাপন,
যেহেতু পাঠানসৈন্য অমিতবিক্রম
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সংখ্যায় প্রচুর।
তানাজী যশজী বাজী বাল্যসখা মোর
কহে শুধু ঘৃণ্য এই সন্ধির প্রস্তাব,
একমাত্র এরা তিনে করেছে অমত।
চিন্তামগ্ন তাই আমি শুনগো জননী।

জিজা——-ইথে চিন্তান্বিত কেন, বিষাদ কি হেতু,
শিব বন্দী হবে ভয় মুসলমান করে ?
যবন-বিক্রম শুনি, সন্ধিসংস্থাপন
যুক্তি করিয়াছ সার, বড়ই সুখের,
নিশ্চিন্ত সুনিদ্রা অঙ্কে লভিবে বিশ্রাম
অকালে জীবননাশ শঙ্কা হবে দূর।
এতই কি কাপুরুষ ভারতসন্তান ?
লজ্জা মান দেশপ্রীতি ভুলেছ কি সব,
পত্নী পুত্র পরিজনে লইছে কাড়িয়া
এতেও নয়ন কিরে হবে না বিকাশ ?
তোমরা না আর্য্যসুত বীরবংশধর ?
যবন সহিত রণে শঙ্কিত হৃদয় ?
একাকী যাহারা রণে অসংখ্য অরাতি
দলিত বিধ্বস্ত করি নির্ভীক অন্তরে ?
প্রাণ কি এতই বড় সন্ত্রম হইতে ?
সুকার্য্য নাহিক যার জীবন্ত কি সেই ?
* [খায় দায় ক্রীড়া করে বন্য জন্তুগণ,
মানুষ সহিত তবে কিসের প্রভেদ ?
মরেছে প্রতাপ, পৃথ্বী, প্রতাপ-আদিত্য ;
কিন্তু নহে মৃত তারা মানব-সমাজে,
যাবৎ উদিবে চন্দ্র সূর্য্য নভস্থলে
অমর তাদের নাম রহিবে ধরায়।
জীবিত তথাপি মৃত মহারাষ্ট্রবাসী
দেশের কল্যাণে তার কাঁদে না পরাণ,
হেরিছে উন্মুক্ত নেত্রে জননী-লাঞ্ছনা

অকপটে বিনা বাক্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ তরে।
হায় মা ভবানি! তোর এই কি প্রয়াস
ভাঙ্গিবি বোধন-ঘট না হ'তে বোধন!
অঙ্কুরিত আশাতরু কাটিবি অকালে!
ডুবাবি অতলে মোর মানস-প্রতিমা!
কলঙ্ক-কালিমা আর দিও না গো ভালে
অকলঙ্কা মা জননী বিষাদ-কাতরা!
আহতের আর্ত্তনাদ শিশুর ক্রন্দন
ভাঙ্গে না কি নিস্পন্দতা চেতনা আনিয়া?]*
আজ যদি সন্ধি হয় পাঠানের সনে
উত্থিত-মারাঠা-রবি মিশিবে তিমিরে,
হিন্দুর জাগ্রত আশা হবে অন্তর্হিত,
আর সে উদিবে কি না কে বলিতে পারে।
হবে না এহেন কভু ভবানী-আদেশ,
শিবের অশিব ভবে হবে না ঘটন,
করে নাই সন্ধি যেবা পিতৃমুক্তি তরে
আজি সে করিবে সন্ধি অসম্ভব কথা।
শোন অবিচল চিত্তে সভাস্থ সকলে,
* [মারাঠা পুরুষ যদি এতই দুর্ব্বল
সমরে পাঠান সনে সম্মুখ সংগ্রামে—
লউক আশ্রয় তারা অরণ্যানী মাঝে।] *
হবে না কদাপি সন্ধি মুসলমান সনে।
মারাঠা অশক্ত যদি মাউলী লইয়া

---

* এই বন্ধনীর [ ] মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

অগ্রসর হও পুত্র প্রতিবিধিৎসিতে
যবনের অত্যাচার দেশমাতৃ প্রতি।
বিন্দুমাত্র নাহি ভয় এ মহা উৎসবে,
সহস্র সহস্র আজি ভগিনী তোমার
উৎসর্গ করেছে প্রাণ দেশহিতব্রতে,
আবশ্যক হ'লে তারা পশিবে সমরে।
নাহি শিশু নাহি নারী স্বামিজী-শিক্ষায়
দেশহিতব্রতে যারা ত্যজিবে না প্রাণ।
আবশ্যক হয় যদি নিজে অসি ধরি
পশিব সংগ্রাম মাঝে সাহায্য দানিতে।
ছল বল কৌশলেতে সাধ কার্য্য নিজ,
রাজনীতি-যুক্তি এই প্রবল বিগ্রহে।
সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি ভবানীর পদে
জয় মা ভবানী বলি হও অগ্রসর।

শ্যাম— বড়ই লজ্জিত আজি হইনু জননি!
আর না আনিব মুখে সন্ধির প্রস্তাব,
বাহিনী সম্মুখভাগে করিব সমর,
দেখো দেবী! ভীরু নহে এ মূঢ় সন্তান।

সোনা— ক্ষম গো জননি! আর হবে না এমন,
করিব মা প্রায়শ্চিত্ত সম্মুখ সংগ্রামে,
দেখিবে না পৃষ্ঠ মোর যবন-বাহিনী,
ত্যজিব এ ছার প্রাণ দেশহিততরে।

নারা— রণ তবে রণ মাগো দাও মা আদেশ,
সকলের অগ্রভাগে থাকিব মা আমি,
দেখিও দাঁড়ায়ে মাগো নহি কাপুরুষ,

বিচলিত পদভূমি হেরিবে না কভু।

শিবাজী—আর তবে বৃথা যুক্তি কিবা প্রয়োজন,
মূর্ত্তিমতী মা ভবানী দেছেন আদেশ,
এস তবে বহু কার্য্য সম্মুখে মোদের,
উল্লাসে চলহ সবে,—জয় মা ভবানী।

সকলে—জয় মা ভবানী। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

মারাঠা সৈনিকগণের গীত।

ইমন কল্যাণ—একতালা

এই কি জননী ভারতবর্ষ শস্য-শ্যামলা-খ্যাতি গো যাঁর,
কুপুত্র বক্ষে ধরিয়া চক্ষে ঝরিছে অশ্রু বুঝিগো মার;
জীবন মরণ করিয়া পণ চল ধাই সবে সমর মাঝে
জাতীয় কলঙ্ক মুছিয়া ফেলি, মুছাই জননী অশ্রুধার;
অভয়া এবার দিয়াছে অভয় আর তবে বল' আছে কি ভয়,
জয় মা ভবানী জয় মা রবে এস সাধি সবে কার্য্য তাঁর;
হর হর বম্ হর হর রবে জয়ী হব' রণে মাতৃ-আশীর্ব্বাদে
বসাব তাঁরে রত্নসিংহাসনে শুধিব জননী-ঋণের ধার॥

চতুর্থ দৃশ্য

নদীতীর

(শিবাজী ও তানাজী)

[শিবাজী—দেখ সখে! তরতরে ছুটিছে তটিনী
কল কল নাদে কিবা উর্ম্মিমালা তুলি
বিধৌত করিয়া গিরি-পাদপ-সম্ভার
উল্লাসে উলঙ্ঘি বাধা বিঘ্নরাজি যত;
সন্দেহ কি হেতু সখে, নেহার আবার
আবদ্ধ আছিলা এই তটিনী সুন্দর
পর্ব্বত-গহ্বর মাঝে পাষাণ-প্রাচীরে,
সুসময় হেরি এবে ছুটিছে সবেগে
শিলারোধ-ভেদ করি প্রাচীর ভাঙ্গিয়া,
উৎপাটিয়া তীর-তরু মগ্ন করি তট,
উদ্দাম নৃত্যেতে মাতি তরঙ্গ-হিল্লোলে
মনের প্রবলবেগে চলিছে ধাইয়া
শত বাধা বিঘ্ন গতি পারে না রোধিতে;
যত দূর যাবে তত হইবে বিস্তৃত
সাধ্য কি রোধিতে শক্তি গন্তব্য উহার।
মহারাষ্ট্রবাসী এবে প্রবল আবেগে
ধাইছে তটিনী সম এক মন প্রাণ,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অবিচ্ছেদে
নিজ নিজ অভিমান দেশহিতে ত্যজি;

---

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলিবে।

আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র স্থাপিবে ভারতে
পুণ্যময় হিন্দুরাজ্য মহারাষ্ট্রভূমে।
কে রোধিবে গতি তার—বিজাপুরপতি?
দিল্লীশ্বর নিজে যদি স্ববল সহিত
দাঁড়ান সম্মুখে আসি, যাইবে ভাসিয়া
শিলাসম স্রোতবেগে তরঙ্গ-আঘাতে।

তানাজী—সন্দেহ নাহিক কিছু, কিন্তু বল সখে!
এত বল কোথা পেলে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী?
স্থিতি গিরিগুম্ফে তার রবে যতদিন
ততদিন প্রবলতা গম্ভীর কল্লোল,
কিন্তু নিম্নভূমে আসি পড়িবে যখন
থাকিবে কি এ কল্লোল এই প্রবলতা?
যতদিন রবে তুমি মহারাষ্ট্রভূমে
মারাঠা দেহেতে প্রাণ রবে ততদিন;
কিন্তু তব তিরোধানে হারাবে চেতনা
যে তিমির সে তিমিরে হবে পরিণত।
নহি সন্দিহান আমি বর্ত্তমান তরে,
ভবিষ্য-চিন্তায় বটে পরাণ ব্যাকুল।

শিবাজী—বুঝেও বোঝে না যেবা বুঝাই কেমনে?
চলিছে জগৎ গতি বিধাতা-নির্দ্দেশে,
চলিতেছি মোরা সবে একই নিয়মে
তাঁহার নিয়ম ভাঙ্গে হেন সাধ্য কার?
ক্ষুদ্র আমি, অতি ক্ষুদ্র, কি শক্তি আমার
উদ্ধারিতে মহারাষ্ট্রে—তাঁর শক্তি বিনা?
এক শিবাজীরে করেছেন সৃষ্টি যিনি,

ইচ্ছা যদি হয় তাঁর পারেন সৃজিতে
কোটী কোটী শিবাজীরে আমার মতন।
বৃথা এ সন্দেহ তব কারণ বিহীন।
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু আছে কি আমার?
শত শত বর্ষব্যাপী নিগ্রহ লাঞ্ছনা
সহিছে যা হিন্দুজাতি, তার প্রতিরোধে
মোরে উপলক্ষি শক্তি প্রকাশিছে ধাতা।
সনাতন-ধর্ম্ম পুনঃ করিতে স্থাপন
উদ্ধারিতে জন্মভূমি ম্লেচ্ছগ্রাস হ'তে
জাগে যে বাসনা প্রাণে ভারতবাসীর,—
তারই অভিব্যক্তি-শক্তি জীবন আমার।
মরি আমি, উঠি' কোন দ্বিতীয় শিবাজী
আমার আরব্ধকার্য্য করিবে সাধন;
যবন-শকতি-লোপ করিয়া ভারতে
স্থাপিবে হিন্দুর রাজ্য ধর্ম্ম সনাতন।
বল ভাই! মৃত্যু যদি ঘটে মম আগে
কি কাজ করিবে তুমি, ল'বে কোন্ ভার?

তানাজী—একি প্রশ্ন তব সখে! জান না কি তুমি
রাখিবে তানাজী প্রাণ তোমার অভাবে?
এই বাহু লোহ সম, ধরে ভীম বল
তোমার পরশে শুধু; অভাবে তোমার
ছিন্ন-তরুশাখা সম যাইবে শুকায়ে;
ভিত্তিহীন স্তম্ভ কভু পারে কি দাঁড়াতে?
তানাজীর নাহি ধর্ম্ম-জাতি-জ্ঞাতি-দেশ,
আছে তার একমাত্র শরণ্য শিবাজী,

বসিবে আজ্ঞায় তার উঠিবে আজ্ঞায়,
সম্পদ বিপদ জ্ঞান নাহি অন্য কিছু;
শিবাজী-কল্যাণ তার তন্ত্র মন্ত্র জপ—
অন্য চিন্তা স্থান নাহি পায় তার হৃদে।
চিন্তা শুধু এই, করি অদম্য সাহস
পড় যদি কোন ঘোর দারুণ সঙ্কটে।
নাহি ডরি বিজাপুরে, করি ভয় বটে
অমিতবিক্রমশালী দিল্লীর সম্রাটে।

শিবাজী—(হাসিয়া) সত্য বটে, দিল্লীশ্বর বিপুল প্রতাপ
ধূর্ত্ত আরংজীব সত্য সম্রাট্ অধুনা,
কিন্তু তাহে ভয় কিবা, কি আছে কারণ?
উৎকণ্ঠার প্রয়োজন নাহি হেরি কিছু।
জানত সকলি সখে! দূরদর্শী তুমি,
মোগল, যবন ভিন্ন আর কিছু নয়!
নিত্য নিত্য অত্যাচারে ভীষণ পীড়নে
উত্যক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ অসন্তুষ্ট সবে—
খুঁজিছে সুযোগ সদা নিতে প্রতিশোধ,
পরিণাম এর তব নহে অবিদিত।
প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীর সম্রাট্
সত্য সখে! কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছতম
জগৎজননী-মাতৃশক্তি তুলনায়।
কল্য যবে পূজা করি' কহিনু আবেগে—
"বিবাদে বিষাদে মাগো অরাতি মাঝারে
তুমি মাত্র গতি মোর" হেরিনু কি আহা—
পাষাণ-প্রতিমা যেন হাসিল আহ্লাদে,

প্রেমানন্দে প্রাণ মোর গেলরে ভরিয়া ;
মা যেন হৃদয় মাঝে কহিল' ডাকিয়া—
"ভয় নাই শিবাজীরে আমি যে সহায়"
বিপুল উৎসাহে প্রাণ উঠিল নাচিয়া
শত-হস্তী-বল দেহে হইল উদয়।
জানিও নিশ্চয় সখে! ধূর্ত্ত আরংজীব
যতই প্রবল হ'ক, হবে পরাজিত
মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত মহারাষ্ট্রী-করে ;—
ভবানী-প্রসাদে হবে মোগল-বিজয়।
যে অনল জ্বলিয়াছে মহারাষ্ট্র-প্রাণে,
মায়ের কৃপায় আর স্বামিজী-শিক্ষায়,
দিন দিন পাবে বৃদ্ধি, বাড়বাগ্নি সম
পোড়াবে মোগল-রাজ্য, পুড়িবে মোগল।
দিল্লীরাজ-সিংহাসন মহারাষ্ট্র-করে
হবে ক্রীড়াপুত্তলিকা, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
উঠিবে বসিবে তায় বাবর-সন্ততি—
মোগল-গৌরবরবি যাবে অস্তাচলে।
ঋতুরাজ আগমনে কাননে প্রান্তরে
নীরস পাদব যথা পল্লবিত হয়,
তেমতি উঠিবে জাগি হিন্দু যে যথায়
নিরাশ নির্জ্জীব জড় দাসত্ব বন্ধনে।
মহারাষ্ট্র-জাগরণ নিরখি উৎসাহে
দাঁড়াতে আপন পায় শিখিবে সবাই।

তানাজী—নাহি ডরি একমাত্র আরংজীবে আমি,
কিন্তু এই শঙ্কা মোর, সহায় তাহার

শত শত হিন্দুগণ বীরেন্দ্র-কেশরী
যশবন্ত জয়সিংহ রাজপুতপতি,
স্বজাত স্বজাতি তারা স্বধর্ম্মী তোমার,
ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি তরে মোগল-সেবক;
ভয় এই জ্ঞাতিশত্রু অতি ভয়ঙ্কর,
কি জানি কখন ফ্যালে কি মহাবিপদে।
বিভীষণ কি ভীষণ বুঝিলা রাবণ,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভুজবলে যার
কম্পমান্ থরহরি, চঞ্চল দেবতা,
জ্ঞাতিশত্রু-নির্য্যাতনে হইল পতন।
নাহি ডরি অন্ত কারে, চিন্তা শুধু এই
মারাঠার জাতি জ্ঞাতি রাজপুতজাতি।
কভু কি হলদিঘাটে বীরেন্দ্র প্রতাপ
মোগল-বাহিনী সনে হ'ত পরাজিত
জ্ঞাতিশত্রু মানসিংহ না করিলে রণ?
তাই ভয় রাজপুতে, মোগলে না ডরি।

শিবাজী—এতে ভয় কেন বন্ধু! ত্যজ চিন্তা তব,
যে জাতে প্রতাপ জন্মে নহে তারা হীন,
কর্ম্মের ফেরেতে পড়ি পায় নানা দশা,
উত্থান পতন ধর্ম্ম নিয়ম ধাতার।
হউক মোগল-ভৃত্য মিত্র বা তাদের,
তবু রাজপুতজাতি হিন্দুর সন্তান,
হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত তারা স্বজাতি মোদের—
কালের করালচক্রে আজি এ দুর্দ্দশা।
আসি মহারাষ্ট্রভূমে হেরিবে যখন

আবাল-বণিতা-বৃদ্ধ দেশমাতৃ তরে
উৎসর্গ করেছে প্রাণ,—যাবে চমকিয়া,
খসিবে চোখের পর্দ্দা মোহ আবরণ।
শোনে দূরদেশে বসি, মহারাষ্ট্রীগণ
মনুষ্যত্বহীন সবে দস্যুবৃত্তিধারী ;
কিন্তু যবে নিরখিবে ভুল এ ধারণা,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা মাউলী
নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ স্বচ্ছন্দে তেয়াগী
ধরিয়াছে অস্ত্র সবে স্বদেশ-রক্ষণে,
রোমাঞ্চিত কলেবর হইবে বিস্ময়ে,
ভুলে যাবে দ্বেষহিংসা মহারাষ্ট্র প্রতি।
এতেও সন্দেহ যদি না যায় তোমার
জিজ্ঞাসিব গুরুদেবে হইলে সাক্ষাৎ ;
যেমন আদেশ তিনি দিবেন আমারে
সেরূপ হইবে কার্য্য, হবে না অন্যথা।

তানাজী—বুঝিনু জননী নিজে প্রসন্না ভবানী।
আবির্ভূতা হয়ে আজি কণ্ঠেতে তোমার
দারুণ সন্দেহ মোর করিলেন দূর।
ধন্য তুমি, ধন্য মোরা, আশ্রিত তোমার।]*

(গোপীনাথ পন্থের প্রবেশ)

গোপীনাথ—মহারাজের জয় হ'ক।

শিবাজী—গোপীনাথ, তোমার কুশল তো, সমস্ত তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তো, পাঠান সেনাপতি আফজল খাঁর সাক্ষাৎ প্রস্তাব সরল কি ?

[ ] অভিনয়ে এই অংশ বাদ রাখা চলে।

গোপীনাথ—আমার কুশল মহারাজ! তথ্য যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করেছি। আফ্‌জল খাঁ বিজাপুর সভায় দম্ভ করে এসেছে যে, অনায়াসে বিনারক্তপাতে আপনাকে বন্দী করে সুলতানের চরণে অর্পণ করবে। আমি যতদূর জানতে পেরেছি এই সাক্ষাৎ করা প্রস্তাব সরলতাশূন্য; একটি ষড়যন্ত্র করে আপনাকে অক্লেশে বন্দী করার ভান ব্যতিত আর কিছুই নয়। খাঁ সাহেব নিজে ঐরাবত তুল্য বলশালী, আপনাকে একা অনায়াসেই বন্দী ক'রতে সক্ষম হবেন, এই আশাতেই এই সাক্ষাৎ প্রস্তাব করেছেন।

শিবাজী—গোপীনাথ! আমি তোমার সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট হলুম, এর যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে। এক্ষণে তুমি আফ্‌জল খাঁকে জানাও যে শিবাজী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত; কিন্তু তিনি অত সৈন্য সামন্ত সঙ্গে থাকলে দেখা করতে পারবেন না, তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন, দু'জন অনুচর সঙ্গে অপানি চলুন, তিনিও মাত্র দু'জন অনুচর নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এইরূপ যাহা তুমি যুক্তিযুক্ত মনে কর' সেইরূপ বলে খাঁ সাহেবকে কয়নার উপত্যকায় সাক্ষাৎকারের নির্দ্দিষ্ট পটমণ্ডপে আগামী কল্য আনয়ন কর'; এ কার্য্যে সক্ষম হলে, আমি তোমার প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হব'।

গোপীনাথ—মহারাজের কল্যানে আর মা ভবানীর কৃপায়' গোপীনাথ বোধ হয় এ কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হবে না।

শিবাজী—আফ্‌জল খাঁ খুব বীর ও বলবান্ শুনেছি, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে কি কিছু জান্‌তে পেরেছ?

গোপীনাথ—হ্যাঁ মহারাজ, সে অতি ক্রূর, পিশাচ, অতি নিষ্ঠুর। প্রভুভক্ত প্রজাপ্রিয় আপনার পিতৃবন্ধু বিজাপুরের বিশ্বস্ত সচিব মুরারিপন্থকে ষড়যন্ত্র ক'রে হত্যা করেছে; আর এই প্রতাপগড়ে আস্‌বার সময় পাছে অন্যের অঙ্কশায়িনী হয়, এই সন্দেহের বশে নিজের ৬৩ জন

পত্নীকে জলে ডুবিয়ে হত্যা ক'রে এসেছে। মহারাজ! আফ্জল অতি নৃশংস, অতি ক্রূর। এই ক্রূর শত্রুর সঙ্গে বিন্দুমাত্র যেন অসতর্ক আচরণ না হয়, তা হলে বিপদ সম্ভাবনা।

শিবাজী—গোপীনাথ! শিবাজী সেজন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করে এস, মা ভবানী তোমার সহায় হ'ন।

গোপীনাথ—যথাআজ্ঞা মহারাজ! মহারাজের জয় হ'ক। (প্রস্থান)

তানাজী—পাঠানের গুপ্ত অভিসন্ধি তো সব অবগত হ'লে, এখন কি কর্ত্তব্য ঠিক করছ?

শিবাজী—কি কর্ত্তব্য তুমি নিজেই বিচার ক'রে দেখ, সরলের সহিত সরল, আর শঠের সহিত শঠ-ব্যবহার নীতিশাস্ত্র-সিদ্ধ, এখানে তাই প্রযোজ্য। আফ্জল যদি সৎব্যবহার করে, আমিও সৎব্যবহার করব; আর যদি অশিষ্ট ব্যবহার করে, উপযুক্ত শিক্ষা-প্রদান করব। শোন সখে! পাঠান যদি অধর্ম্ম আচরণ করে, যেন একজনও বিজাপুরে ফিরে না যায়, এই আমার অভিপ্রায়; তুমি এর যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর'। এখন চল খাঁ সাহেবের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করি। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

কয়না উপত্যকা পটমণ্ডপ।

[আফ্জল খাঁ, গোপীনাথ পন্থ, দুজন দেহরক্ষী,
সৈয়দ বান্দা এবং সৈন্যগণ]

(গোপীনাথ পন্থের নির্দ্দেশ মত আফ্জল খাঁর উচ্চাসনে উপবেশন)

গোপীনাথ—জনাব! এত সৈন্য সামন্ত কেন? এতে যে শিবাজী ভীত হবেন, হয়তো আসতেই সাহস করবেন না।

আফ্‌জল—তোমার কথামত সব সৈন্যই রেখে এসেচি, এই সামান্য জনকয়েক মাত্র সঙ্গে এনেছি।

গোপীনাথ—হুজুর! আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি যে, শিবাজী খাঁ সাহেবের অপূর্ব্ব বীরত্বের ও ক্ষমতার কথা শুনে প্রথমে তো সাক্ষাৎ কর্‌তেই স্বীকৃত হন না; পরে অনেক বলা কওয়ার পর এবং আপনি তাঁর পিতৃবন্ধু, এই কথা শুনে তবে রাজী হন; এখন যদি এত সৈন্য দেখেন, তবে কি আর আস্‌তে সাহস কর্‌বেন?

আফ্‌জল—এই জনকয়েক মাত্র সৈন্য দেখে শিবাজীর মত একটা বীর আর আসতে সাহস ক'র্‌বে না?

গোপীনাথ—শিবাজী বীর পার্ব্বত্য-মূষিক, তিনি তাই বলে কি মহা-পরাক্রান্ত বিজাপুরী-মার্জ্জারের সম্মুখীন হ'তে সাহসী হন। হুজুর! জনকয়েকমাত্র সৈন্য বল্লেন, কিন্তু হুজুরের নিকট যাহা জনকয়েক, শিবাজীর নিকট তাহা অসংখ্য। কেশরীও যখন যুথবদ্ধ মেষপাল দেখ্‌লে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে ইতস্ততঃ করে, তখন হুজুরের এই ষণ্ডাকৃতি সৈন্য দেখে, শিবাজী ভীত হবেন এর আর আশ্চর্য্য কি? স্বয়ং দিল্লীশ্বরও বোধ হয় এরূপ অবস্থায় হুজুরের সম্মুখে আস্‌তে সাহস করেন না।

আফ্‌জল—(সন্তুষ্ট চিত্তে) দূত, তোমার কথাগুলো বেশ মিষ্টি, আচ্ছা তুমি যখন বলছ, আমি সৈন্যদের সরিয়ে দিচ্ছি। সৈন্যগণ! তোমরা এখান হ'তে স্থানান্তরে যাও। (সৈন্যগণের প্রস্থান)

গোপীনাথ—হুজুর, বান্দা সাহেব এখানে থাক্‌তে, তিনি আস্‌তে পারেন না, বান্দার শৌর্য্য বীর্য্য যেরূপ বিখ্যাত ও বান্দা যেরূপ ক্ষমতাশালী, এরূপ লোকের সামনে একটি নগণ্য পার্ব্বত্য-মূষিক কি কোনক্রমেই আস্‌তে পারে; হুজুর তাঁর পিতৃবন্ধু বলেই কেবল হুজুরের নিকট আস্‌তে সাহস করেছেন।

আফ্‌জল—বান্দা, তুমি স্থানান্তরে যাও। (বান্দার প্রস্থান)
এইবার শিবাজীকে আস্‌তে বল'।

গোপীনাথ—আজ্ঞে আমি খবর পাঠিয়েছি, (বাহিরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি) ঐ যে তিনি আস্‌ছেন। (অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

(দুইজন অনুচর সহ শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী—সেনাপতি সাহেব, আমি আপনার দূতমুখে অবগত হয়েছি যে আপনি আমার পিতৃবন্ধু, সুতরাং আমার পিতৃস্থানীয় পূজ্য, আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। (অভিবাদন)

আফ্‌জল—(সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া) এস বৎস, আমি তোমার উপর বড় খুসী হইচি; আমি তোমার পিতার বন্ধু, আমায় দেখে কি অত ভয় ক'রতে আছে, আস্‌বার সময় তোমার পিতা কত কথা ব'লে দিয়েছেন, এস এগিয়ে এস।

(শিবাজীর নিকটে গমন এবং আফ্‌জল খাঁ কর্ত্তৃক বাম কুক্ষিতে শিবাজীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরণ)

শিবাজী—(অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ছাড়াইতে অক্ষম হইয়া অতি কষ্টের সহিত বলিলেন) শিগ্‌গির ছেড়ে দিন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, নতুবা আমিও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে বাধ্য হব।

আফ্‌জল—চেষ্টার ত্রুটীতে আবশ্যক কি? তুমি না একটা মস্ত বড় বীর? আর এই সামান্য একটা বাঁ হাতের চাপ থেকে মুক্ত হতে পার্‌ছ না, এই ক্ষমতা নিয়ে বিজাপুরের অনিষ্টসাধন ক'রে থাক?

শিবাজী—(কষ্টে) খাঁ সাহেব এখনও ছেড়ে দিন।

আফ্‌জল—শুনতে পাই তুমি ডাণ্ডাগুলি কিছুরই গ্রাহ্য রাখ না, সকলের অগ্রভাগে থেকে লড়াই কর', সারা দিনরাত অনাহারে থেকেও কষ্ট অনুভব কর না, আর আমার এই সামান্য বামহস্তের মধুর নিষ্পেসনে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছ?

শিবাজী—খাঁ সাহেব এখনও বল্‌ছি ছেড়ে দিন।

আফ্‌জল—সবে একটু কৌতুক ক'রছি, এতে এত ব্যস্ত কেন?

শিবাজী—তবে আর আমার কোন দোষ নেই।

(বাঘনখযুক্ত হস্তদ্বারা সজোরে পেট চিরিয়া ফেলা)

আফ্‌জল—(শিবাজীর কণ্ঠ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক) কে কোথায় আছ ছুটে এস, শিবাজী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমায় খুন কল্লো, মেরে ফেল্লে, শীগ্‌গির আমায় রক্ষা কর'। (পতন)

[সৈয়দ বান্দা ও কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ ও শিবাজীকে আক্রমণ এবং তরবারি আঘাতে শিবাজীর শিরস্ত্রাণ কর্ত্তন। অন্য দিক দিয়া জীবমহল সহ বেগে শূলহস্তে তানাজীর প্রবেশ ও পাঠান সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া শিবাজী সহ প্রস্থান। জীবমহল সহ বান্দার যুদ্ধ]

জীবমহল—মানি লও পরাজয় দুর্দ্দান্ত পাঠান!
অমূল্য জীবন কেন হারাবে অকালে?

সৈঃবান্দা—পরাজয় ভাষা নাই বান্দা-অভিধানে,
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন বান্দা শেখেনি কখন,
জীবনে এতই মায়া নাহি তার হৃদে,
প্রভুর কল্যানে প্রাণ করেছে উৎসর্গ।

জীবমহল—পিপীলিকা-পক্ষ উঠে মরিবার কালে
নতুবা এমন বুদ্ধি কেন হবে তোর,
এখন ও সময় আছে, শোনরে নির্ব্বোধ,
ত্বরায় গ্রহণ কর্‌ শিবাজী-শরণ।

সৈঃবান্দা—পাঠান শরণ কারো মাগে না কাফের!
নহে পরপদলেহী হিন্দুর মতন,
স্বাধীনতাগণে তারা বহু মূল্যবান্‌,
দাসত্ব তোদের শুধু অঙ্গের ভূষণ।

অপমান গণি মোরা জীবন হইতে
অতি হেয় ঘৃণাস্কর, রে নীচ অধম!
বৃথা বাক্যব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন
যা থাকে ক্ষমতা তোর দেখা ত্বরা করি।

জীবমহল—আয় তবে নীচাশয় দুর্ব্বৃত্ত পামর!
ঘুচাই সমর-বাঞ্ছা চিরকাল তরে।

(উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ ও বান্দার পতন ও মৃত্যু)

[এই যুদ্ধের সময় বেহারাগণ কর্ত্তৃক আহত খাঁ সাহেবের দেহ পাল্কীতে উঠাইয়া পলায়নের চেষ্টা কিন্তু শম্ভূজিকাভজীর প্রবেশ ও বেহারাগণের পদে অস্ত্রাঘাত এবং বেহারাগণের পাল্কী ফেলিয়া দেওন এবং তৎপরে শম্ভূজী কর্ত্তৃক আফ্‌জল খাঁর মস্তক ছেদন এবং মস্তকহস্তে শিবাজীর নিকট গমন।]

উপত্যকার অপর পার্শ্ব।

(মস্তক হস্তে শম্ভূজীর প্রবেশ)

শম্ভূজি কাভজী—দেবমূর্ত্তি-চূর্ণকারী হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী
পাপাত্মা আফ্‌জল-মুণ্ড, হের প্রভু এই,
আজ্ঞা দেহ ঝুলাইয়া রাখি উচ্চস্থানে
লভুক যবন শিক্ষা হেরি মূঢ়গতি।

শিবাজী—মহাবীরবংশে জন্ম শম্ভূজি তোমার,
এমন ঘৃণিত কার্য্য তোমারে কি সাজে,
বিজিত শত্রুর প্রতি নৃশংস আচার
হিন্দুর না শোভা পায় শুন মতিমান্।
প্রোথিত করহ মুণ্ড দুর্গের প্রাচীরে
"আফ্‌জল-বুরুজ" বলি দাও নাম তার।

সমাধি মন্দির যোগ্য করহ নির্ম্মাণ
কবর উপরে তার রাজশিল্পী ডাকি।

শম্ভূজী—যথা আজ্ঞা মহারাজ।   (প্রস্থান)

(বেগে তানাজীর প্রবেশ)

তানাজী—নির্দ্দিষ্ট তোপের ধ্বনি করেছি রাজন্!
হের ঐ বীরদর্পে নেতাজি ত্রিম্বক
ঘিরিয়াছে চতুর্দ্দিকে পাঠান-বাহিনী,
দহিছে দারুণ তেজে দাবানল সম,
ফিরিবে না একটিও যবন-সৈনিক,
আজ্ঞা তব বিন্দুমাত্র হবে না অন্যথা।

শিবাজী—যাও বন্ধু! কর মুক্ত স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণে
মারাঠা সর্দ্দার ঘরে বন্দী যারা তব
বালক বালিকা গণে উপহার দানি
নিজ নিজ স্থানে সব দাও পাঠাইয়া
যবন সর্দ্দার করে আবদ্ধ যাহারা।

তানাজী—ধন্য দয়া সখে! তব বিজিত শত্রুরে;
সার্থক শিবাজী নাম রাখিলে ধরায়,
নহিলে ভবানী কেন হইবে সদয়া,
অসভ্য আমরা কেন হব পদানত?

শিবাজী—আজ্ঞা মত কর সখে! কার্য্য সমাধান,
যাই আমি দুর্গচূড়ে হেরিতে দাঁড়ায়ে
মহারাষ্ট্র-বলবীর্য্য পাঠান-সংগ্রামে,
ভবানী-চরণে অগ্রে প্রণাম করিয়া।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

যুদ্ধ-ভূমি।

হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ।

জনৈক পাঠান সৈনিক—থাকিতে শিরায় বিন্দু রক্তের চলন
ত্যজিও না যুদ্ধ-ভূমি পাঠান-সৈনিক,
মৃত সেনাপতি তাহে শঙ্কা কি কারণ
নাহি কি বাহুতে শক্তি, সামর্থ্য মোদের,
ফেরুপাল সম নাহি পলাও সমরে
ঘুষনা এ অপকীর্ত্তি মানব-সমাজে।

নেতাজী—বৃথা এ বিলাপে বীর হবে কিবা লাভ,
অনর্থক প্রাণ ত্যজি লভিবে কি ফল,
সংগ্রামে ভেবনা কেহ যাবে বাহুড়িয়া,
উত্তেজিয়া সেনাগণে কেন কর ক্ষয়।

পাঠান সৈনিক—মৃত্যু শ্রেয় সেনাপতি মোদের অধুনা,
পাঠান জীবন দানে নহে পরাঙ্মুখ,
মরিয়াছে সেনাপতি মরিব আমরা
দেখাব পাঠান নহে ভীরু কাপুরুষ।

নেতাজী—তবে আর বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন,
দেখাও পাঠান-বীর পাঠান-বীরত্ব,
ধর অস্ত্র অসি শূল যাহা ইচ্ছা তব,
অস্ত্রহীন জনে হিন্দু করে না প্রহার।

পাঠান সৈনিক—প্রস্তুত সর্ব্বদা মোরা হও অগ্রসর,
যা হয় হউক আর বিলম্ব না সয়।

[যুদ্ধারম্ভ ও একে একে পাঠানগণের পতন ও মৃত্যু]

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ।—চারণ।

চারণ— গীত।—ভৈরবী—একতাল।

সুদিনের রেখা দিয়াছে গো দেখা মোহ ঘোরে আর ভুল' না,
উঠ জাগ সবে আরও কি ঘুমাবে স্বপন-রাজত্বে ভেস' না,
দিনেকের ক্ষতি ছড়াবে অখ্যাতি তাও কিরে তুমি বোঝ না,
এসেছে সময় হও রে উদয় কালস্রোতে ভেসে যাও না,
তরুণ তপন উজ্জ্বল বরণ বিতরে কিরণ দেখ না,
দক্ষিণ মলয় বহাও ত্বরায় জলদে যেন গো ঢাকে না,
নহিলে অচিরে ডুবিবে অম্বরে, আশা-তরুবরে কেট না,
হও সাবধান কর গো বিধান ঘুমভেঙ্গে সবে উঠ না॥

সপ্তম দৃশ্য।

গোদাবরী তট।

[রামদাস স্বামীর পশ্চাতে শূন্যপদে, নগ্ন দেহে, ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে গুরুর পাদুকা ছত্র দণ্ড ও কমণ্ডলু গাত্রাবরণীতে বান্ধিয়া শিবাজীর প্রবেশ এবং রামদাস স্বামীর বৃক্ষতলে যোগাসনে উপবেশন]

শিবাজী—(মনে মনে) ভোগ সুখ আকাঙ্ক্ষায় লোক রাজ্য ধন চায়, কিন্তু ত্যাগে যে অনন্ত বিশ্বমহারাজ্য লাভ হয়, চিরানন্দ প্রাপ্তি হয়, তা বোঝে না। আমি যে দিন গুরুদেবকে রাজ্য দান করেছি সে দিন থেকে অন্তরে বাহিরে এক বিমল আনন্দ অনুভব করছি, কি দারুণ তপন তাপে, কি ধীর সমীর প্রবাহে, কি ভিক্ষান্ন ভোজনে, কি ভূতল শয়নে, সর্ব্বত্রই এক অভিনব আনন্দ উপভোগ করছি, সংসার-কানন

যে এত সুন্দর এত আনন্দভরা তা এতদিন বুঝতে পারিনি। নিশীথে চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত-নীলাকাশ কি সৌন্দর্য্যরাশি প্রকটিত করে, গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে যখন দিবালোকে বসুধার শোভারাজি নিরীক্ষণ করি, কোথা শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণা, কোথা বা গৈরিক রঙে রঞ্জিতা, কোথা বা মনোহর ফল পুষ্পে বিভূষিতা, প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আনয়ন করে, মনে হয় এদের স্রষ্টা না জানি কতই সুন্দর। আবার যখন পর্ব্বতে, কাননে, তরুতলে, নির্ঝরিণী তীরে বসি অনন্তময়ের অনন্ত লীলা গুরুদেব মুখে শুনি, তখন প্রাণে যেন মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হয়, মনে হয় এমন সৎসঙ্গে আজীবন কাটালেও ক্লেশের বিন্দুমাত্র অনুভব হবে না। এখন আমার অতৃপ্তি অভাব কিছুই নাই, তবু অন্তরের এক নিভৃত কোণে, যেন কি এক দারুণ অশান্তি বিরাজ করছে, এখনও আমার কর্ম্ম শেষ হয়নি, এখনও হিন্দু নিজের বলে আস্থা স্থাপন কর্ত্তে পারছে না। যারা তেজ বীর্য্যে ভুবনবিজয়ী, যাদের যশ বিশ্ববিশ্রুত, তাদের কি শোচনীয় পরিণাম! হায় মা ভবানি! হিন্দুর এ কাপুরুষত্ব কি আর কাটবে না মা! তুমি ত মা শক্তিরূপা, হিন্দুরা যে এত কাল ধরে তোমার পূজা করে এল, তার কি এই ফল মা? আমার বাহুতে শক্তি দাও মা, খড়্গে আপনি আবির্ভূতা হও, স্বজাতিগণকে বুঝাই, হিন্দু বলে ন্যূন নয়, যবনকে বুঝাই, বলে বীর্য্যে সাহসে হিন্দু তাদের চেয়ে বহু শ্রেষ্ঠ; সম্মুখ সমরে মুসলমানের দর্প চূর্ণ করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) তানাজীর কথা তো মন থেকে বিস্মরণ হয় না, সত্যই কি অমিততেজা মোগল-বাহিনীকে বাধা দিতে সক্ষম হব? যার বিন্ধ্য-হিমাচলব্যাপী মহারাজ্য, যার অপ্রমিত অর্থবল, যার আরব পারস্ত তাতার তুরস্ক হতে সৈন্য অস্ত্র অশ্ব অগণিত প্রমানে আসছে, তার বিপক্ষে, আমি, একটি নগণ্য জীব, মুষ্টিমেয় মারাঠা মাউলী সৈন্য নিয়ে বাধা দিব, এও কি সম্ভব? কিন্তু

এও দেখছি, দুর্দ্দান্ত আরবসাগর ঝটিকায় উত্তেজিত হয়ে উত্তাল-তরঙ্গরাজি লয়ে তীরভূমি প্লাবিত ক'রে যখন ক্ষুদ্র সহ্যাদ্রির পাদমূলে পতিত হয়, তখন অটল শেখর বলে তার গতিরোধ করে, সিন্ধু কুসুমরেণু তুল্য ফেনরাজি মাখিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। মোগল কি এইরূপ চৌথ-কর দিয়ে নত শিরে ফিরে যাবে না? দেখি মা ভবানি! তোমার দয়ার এবার পরীক্ষা হবে মা।

[সহসা ব্যাঘ্রের গর্জ্জন ধ্বনি]

(রামদাস স্বামী অবিচল কিন্তু শিবাজীর কটীবন্ধ হইতে অসি বাহির করণের চেষ্টা, অসি সঙ্গে না থাকায় মনে মনে চিন্তা)

যদি ব্যাঘ্র যথার্থই আসে তবে গ্রীবা ধরে তার দন্ত উৎপাটন ক'রব। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, গুরুদেবের অঙ্গ কিছুতেই স্পর্শ করতে দিব না।

(রামদাস স্বামীর ধ্যান ভঙ্গান্তে)

রামদাস—বৎস! আমি স্নানার্থ চল্লুম, বেলা হয়ে পড়েছে, তুমিও তোমার প্রাতঃক্রিয়া সমাপন কর। (প্রস্থান)

শিবাজী—গুরুদেব তো স্নান করতে গেলেন, আহারীয় তো কিছুই নাই, গুরুদেব স্নান করে বাসীমুখে থাকবেন তা কিছুতেই হতে পারে না; আমিও ভিক্ষার্থ বহির্গত হই, দেখি কিছু সংগ্রহ হয় কি না।

(প্রস্থান)

[রামদাস স্বামীর গোদাবরী নদী-গর্ভে অবগাহন ও "স্তবপাঠ"]

রাম— "সর্ব্বমঙ্গল-মাঙ্গল্যে ব্রাহ্মি মাহেশ্বরি শুভে।
বৈষ্ণবি ত্র্যম্বকে দেবি গোদাবরি নমোঽস্তুতে॥
ত্র্যম্বকস্য জটোদ্ভূতে গৌতমস্যাবনাশিনি।
সপ্তধা সাগরং যাস্তী গোদাবরি নমোঽস্তুতে॥"

[মূর্ত্তিমতী গোদাবরী নদীর আবির্ভাব]

গোদাবরী— গীত—বেহাগ—একতাল

কেন গো ভাবনা রবে না রবে না পূরিবে তোমার বাসনা,
ফিরিবে আবার দেশমাতৃকার লুপ্ত বিভব গরিমা।
ওহে যোগীবর নেহার অম্বর হাসিছে উজ্জ্বল তপন,
হাসিবে অচিরে মারাঠা-অম্বরে মুছিবে জননী-কালিমা।
হে মহাপুরুষ তোমার সাধনা হবে না কভু হে বিফল,
তোমার শিক্ষায় জাগিবে মারাঠা ঘুচিবে তাহার লাঞ্ছনা।
ধন্যা আজি আমি বক্ষে ধরি তোমা ধন্য হে পুরুষপ্রবর,
সাম-গান পুন হবে মুখরিত পূরিবে তোমার সাধনা॥

[সঙ্গীতান্তে স্বামিজী কর্ত্তৃক প্রণাম ও গোদাবরীর অন্তর্ধান। স্বামিজীর নদীগর্ভ হইতে তীরে উত্থান এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য হস্তে শিবাজীর প্রবেশ ও স্বামিজীকে প্রদান]

রামদাস—বৎস! আসবার সময় কোন আহারীয়ই তো সঙ্গে ছিল না, এ তুমি কোথায় পেলে?

শিবাজী—আপনি স্নান ক'রে বাসীমুখে থাকবেন, এই ভেবে ভিক্ষা ক'রে এই আহারীয় সংগ্রহ করেছি।

রামদাস—বৎস! তুমি রাজপুত্র, রাজা; ভিক্ষা ক'রতে তোমার কিছু দ্বিধা বোধ হল না।

শিবাজী—গুরুদেব! আমি রাজপুত্র রাজা ছিলাম সত্য, কিন্তু এখন আমি পরম পুরুষ মহাত্মা রামদাস স্বামীর শিষ্য, আমার এখন ভিক্ষা করতে দ্বিধা হবে কেন প্রভু! এখন যদি কোন কার্য্যে দ্বিধাভাব মনে হয়, তা'হলে যে প্রভুর অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক পড়বে প্রভু!

রামদাস—বৎস! আজ যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করলুম তা ভাষায় প্রকাশ হয় না। বৎস! যথার্থই তুমি রাজার উপযুক্ত এবং অবিলম্বেই

মহা রাষ্ট্র-সিংহাসনে ছত্রপতি রূপে শোভিত হবে, আমার এ বাক্যের অন্যথা হবে না।

শিবাজী—গুরুদেব! এখন আহারীয় ভোজন করলে আমি পরম কৃতার্থ হব।

রামদাস—শিবাজী, বৎস! তোমার সংগৃহীত দ্রব্য আমি অতি তৃপ্তির সহিত ভোজন ক'রব।

(উপবেশনান্তে রামদাস স্বামী কর্ত্তৃক ভোজন, শিবাজীরও উপবেশন)

রামদাস—(আহারান্তে) ধর বৎস! এই প্রসাদ গ্রহণ কর'।

(শিবাজী কর্ত্তৃক প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ)।

রামদাস—বাঘের গর্জ্জন শুনে তুমি কি ভাবছিলে?

শিবাজী—(বিস্ময়ে) যদি বাঘ আসে তার দন্ত উৎপাটন ক'রব।

রামদাস—(বিস্ময়ে) বাঘের দাঁত উপড়াবে? খালি হাতে কি পূর্ব্বে কোনদিন বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছ? এ সাহস তোমার কিরূপে হ'ল?

শিবাজী—খালি হাতে কোনদিন লড়াই করিনি সত্য, কিন্তু তবুও এ বিশ্বাস আছে যে সম্মুখ যুদ্ধে বাঘেও আমাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।

রামদাস—এ ছাড়া আর কিছু কি ভেবেছিলে?

শিবাজী—আজ্ঞে হ্যা, ভেবেছিলাম যতক্ষণ দেহে জীবন থাকবে ততক্ষণ গুরুদেবের অঙ্গ স্পর্শ করতে দিব না।

রামদাস—বীরোচিত শিষ্যোচিত চিন্তা বটে। আচ্ছা যথন তোমার বুকে এত বল, তখন তুমি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এত সন্দিগ্ধ কেন? মোগলেরা সর্ব্বত্র জয়লাভ করেছে সত্য, তা'দের অর্থ সামর্থও খুব প্রচুর, কিন্তু তাই বলে মানুষের সঙ্গে আর বাঘের সঙ্গে যে প্রভেদ, মারাঠা আর মোগলের সঙ্গে কি তাই? তুমি যদি নিজের প্রাণ তুচ্ছ

প্রাণের জন্য উৎসর্গ করতে পার, তবে স্বধর্ম্ম রক্ষায় এত উদাসীন কেন? এ দুয়ে প্রভেদ কি?

শিবাজী—(বিস্ময়ে বিনয় সহকারে) প্রভু! আমি উদাসীন নই, দিবানিশি ধ'রে এমন কি শয়নে স্বপনেও এই এক চিন্তা ছাড়া আর আমার দ্বিতীয় চিন্তা নাই। যবন প্রভুত্ব, তুষানলের মত আমার দেহ পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, কিন্তু আপনার কাছে আর লুকিয়ে কি করব, সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে, যার ধন-জন-রাজ্য-সামর্থ অপ্রমিত তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বৃথা লোক ক্ষয় করব?

রামদাস—ফলাফল বিচারের তো আমরা কর্ত্তা নই, আমরা কর্ম্মী কাজ ক'রে যাব, তার বেশী অধিকার আমাদের নাই।

শিবাজী—গুরুদেব! আপনার মুখেই অবিরত শুনে আসছি, যুক্তিহীন কাজ করা কথনই কর্ত্তব্য নয়। মারাঠা-মোগল-যুদ্ধে মারাঠা জয়লাভ করবে, এও কি সম্ভব? শুনেছি বাঙ্গলাদেশে প্রতাপ আদিত্য নামে একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী বীর জন্মেছিলেন এবং স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছিলেন, এমন কি বাদসাহী সেনাকে বহুবার বিপুল বিক্রমে পরাস্ত করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে নিজেই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হলেন, তাঁর স্বাধীন-রাজ্যস্থাপন আকাশ-কুসুমে পরিণত হ'ল।

রামদাস—(হাস্য মুখে) আজ তোমাকে এ বিষয়ে বুঝাবার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হলুম। তোমার সন্দেহ, কল্পনামূলক বা ঔদাস্যমূলক নয়। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেই অনুকূল প্রতিকূল যুক্তি করাই নীতিসঙ্গত, কার্য্যে একবার প্রবৃত্ত হয়ে গেলে আর ভাববার সময় থাকে না, আর তথন পশ্চাদ্‌পদ হওয়া চলে না। প্রতাপ নিজের তেজ বীর্য্য গুণে স্বাধীনতা-লাভ প্রয়াসী ছিল; কিন্তু তার জাতি দেশ প্রস্তুত ছিল না; বহু জ্ঞাতি বন্ধু প্রতিকূল ছিল; তাই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দেশ কাল পাত্র

বিচার না করে কাজ করার এইই পরিণাম। এ কার্য্যে একা কাজ হয় না। এই তোমার সম্মুখে দেখ, গোদাবরী নদী তীব্রবেগে ছুটে চলেছে, কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত পড়ে তার বল বৃদ্ধি ক'রছে। ভেবে দেখ যদি এই ক্ষুদ্র স্রোতগুলি এতে না পড়ত, তা'হলে কি গোদাবরীর এত তেজ হ'ত? মহাকার্য্য সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত সাধন হয় না; তাই প্রতাপাদিত্যের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দেশের দিকে একবার চেয়ে দেখ বৎস! এখানে লক্ষ লক্ষ নরনারী তোমার সাহায্যজন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। তোমার আবার চিন্তা ভয় কি বৎস! আমি জানি, তোমার এ উদ্যমে সমস্ত ভারত স্বাধীন হবে না; দেশ একপ্রাণ নয়; জাতিদর্পে, ধর্ম্মদ্বেষে, শত শত খণ্ডে বিভক্ত; কিন্তু যদি তোমার চেষ্টায় কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রভূমিই মুক্ত হয়, কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হবে। পক্ষাঘাত-ক্লিষ্ট দেহের, একটি অঙ্গ সচেতন হ'লে, যেমন ধীরে ধীরে অন্য অঙ্গগুলি সংজ্ঞা লাভ করে, তেমনি মহারাষ্ট্র-জাগরণে পাঞ্জাব জাগ্‌বে, বাঙ্গালা জাগ্‌বে, ক্রমশঃ একে একেই সবাই জেগে উঠ্‌বে।

শিবাজী—গুরুদেব! হিন্দুদের পতনের কারণ কি, তা কি দয়া ক'রে অধম শিষ্যকে বুঝিয়ে দিবেন?

রামদাস—কারণ এই, ক্ষত্রেতর জাতি সবাই উদাসীন ছিল; স্বদেশ স্বধর্ম্ম রক্ষা, তাদের কর্ত্তব্য বলে কখনও মনে ক'রত না। কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; নীচ জাতি সবাই আশাহীন, স্ফুর্ত্তি-হীন ছিল; তাদের ধারণা ছিল, স্বদেশী বিদেশী যেইই রাজা হ'ক না কেন, তাদের যে দশা সে দশাই থাকবে, কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হবে না, তবে তারা বৃথা বিপদে মাথা পেতে দেবে কেন? এ ছাড়া ঘোর ধর্ম্ম-বিসংবাদ ছিল; হিন্দু বৌদ্ধে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতির উপর অনুচিত ঘৃণা ছিল; পতনের এইরূপ বহু কারণ ছিল। এ ছাড়া খণ্ড খণ্ড বহুরাজ্য, বহুরাজা, বহু জাতি ছিল এবং সকলেই

আত্মকলহে নিরত ছিল; একের বিপদে অপরজন সাহায্য দূরে থাক্ ফিরেও তাকাত না; একদিনের জন্যও হিন্দু সমবেত স্থায়ী বাধা দিতে সক্ষম হয় নি, এই জন্যই হিন্দুদের পতন হয়েছিল।

শিবাজী—গুরুদেব! এখন মারাঠাজাতির উত্থানের সময় হয়েছে বলে কি মনে হয়?

রামদাস—নিশ্চয়ই বৎস! সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিবাজী—কি কারণে আপনার এ ধারণা হয়েছে, তা জানতে পারলে বড়ই আনন্দিত হই।

রামদাস:—কারণ—এখন আর মহারাষ্ট্রভূমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বেষ নাই, জাতি-জ্ঞাতি-হিংসা নাই, এখন সমগ্র মারাঠাজাতি স্বদেশ-কল্যাণে একপ্রাণ। তা ছাড়া মারাঠা আর মোগলসৈন্যে বহু প্রভেদ। যবনেরা বিলাসী; তাদের পরিচর্য্যার জন্য আতর গোলাপ দাসদাসী আবশ্যক, চব্য চোষ্য ব্যতীত আহার হয় না, প্রতি তাঁবুতে গায়িকা নর্ত্তকী চাই। কিন্তু আমাদের সৈন্য বিলাস কা'কে বলে তা জানে না, তারা সংযমী, মুষ্টিমাত্র ছোলা খেলেই তৃপ্তিলাভ করে, ব্রত পূজায় অভ্যস্ত, সারাদিন উপবাসী থেকেও বহুপথ পর্য্যটন করতে সক্ষম। মোগল-সৈন্য শুধু অর্থের লোভে যুদ্ধ করে, আর আমাদের সৈন্য দেশ-ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত। এখন বল' উভয়ের মধ্যে কার জয় হওয়া উচিত?

শিবাজী—গুরুদেব! এই কি একটি জাতির উত্থানের যথেষ্ট কারণ?

রামদাস—আরও কারণ আছে বৎস! মনোযোগী হ'য়ে শোন; তার পর যদি সন্দেহ থাকে জিজ্ঞাসা ক'রো। এখন আর মহারাষ্ট্রে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নাই; এখন উচ্চ-নীচ-পদ গুণ-কর্ম্ম-বিভাগে প্রদত্ত হয়। বৈশ্য-শূদ্র যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করছে, আজ যে সামান্য ছাগ-মেষপাল, কিঙ্কর, যদি তার গুণ থাকে কাল

বিধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করে না কখন ;
আপন ধরমে তাঁর তীব্র অনুরাগ,
তবু কিন্তু পরধর্ম্মে নাহি দ্বেষ ভাব ;] *
বহু সেনা সেনাপতি মুসলমান তাঁর
গুণেতে বিমুগ্ধ সবে হয়েছে গোলাম।

আরংজীব—সন্দেহ হইছে তোর কথায় আমার,
উৎকোচ লয়েছ কিছু মারাঠা সদনে ?
নতুবা কি হেতু মোরে শুনালি অযথা
শিবাজীর গুণগ্রাম স্তুতিকার সম ?
দূর হ সম্মুখ হ'তে নীচ নরাধম
অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ।

(কাঁপিতে কাঁপিতে রহমানের প্রস্থান)

(জনৈক খোজার প্রবেশ ও অভিবাদন)

খোজা—দ্বারে সেনাপতি প্রভু! চাহে অনুমতি
জাঁহাপনা-দরশন ভিতরে প্রবেশি।

আরংজীব—কহ আসিবারে হেথা নাহি কোন ভয়।

(খোজার অভিবাদনান্তে প্রস্থান ও সেনাপতি
সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন)

সায়েস্তা খাঁ—(সসম্ভ্রমে) কি আদেশ জাঁহাপনা! পালিবে নফর,
কি হেতু জরুরি মোর হয়েছে তলব ?

আরংজীব—ডেকেছি মাতুল তোমা করিতে শাসন
দক্ষিণে শিবাজী দুষ্টে পার্ব্বত্য তস্করে।

সায়েস্তা—এই ক্ষুদ্র কার্য্য তরে পাঠাবে আমায়,
কামান পাতিবে মশা মারিবার তরে ?

---

* এই বন্ধনীর [ ] মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

আরংজীব—নিয়োগ করিনু তোমা যশোবন্ত সহ
শাসিতে মারাঠা-দস্যু শিবাজী অধমে।
ভেব না এতই হেয় পার্ব্বত্য মূষিক,
দংশনে তাহার ডাকি ত্রাহি ত্রাহি ডাক
না পলাও রণ ত্যজি এই ভয় মোর;
সতর্ক সকল কাজে উচিত সর্ব্বদা।

সায়েস্তা—ত্রাহি ত্রাহি ডাক নাহি ডাকিবে সায়েস্তা,
মশকে করীন্দ্র ভীতি সম্ভবে না কভু,
মূষিকে মার্জ্জার ভয় অসম্ভব কথা,
মৃগেন্দ্র মৃগেরে হেরি ভয়েতে পলাবে?
প্রতিজ্ঞা আমার এই শুনহ সম্রাট!
যে গৃহে শিবাজী বসি করে দেবপূজা,
সে গৃহে বসিয়া আমি পড়িব কোরাণ,
ইহার অন্যথা যদি ঘটে কোনক্রমে
ধরিব না অস্ত্র আর কভু এ ধরায়।

আরংজীব—(আনন্দে) পার যদি এই কার্য্য সাধিতে মাতুল,
বাঙ্গালার সুবেদারি পাবে অচিরায়।

সায়েস্তা—জিজ্ঞাসি একটি কথা, যশোবন্ত রাজে
সঙ্গে কেন দিবে মোর, কাফেরে কাফেরে
আছে গুপ্ত ভালবাসা, বাসি ভয় মনে
ষড়যন্ত্র করি মোরে না ফেলে বিপদে।

আরংজীব—সে ভয় নাহিক কিছু, সায়েস্তা মাতুল!
রাজপুত মহারাষ্ট্রে নাহি পরিচয়,
সখ্যতা বন্ধুত্ব নাই উভয়ের মাঝে,
দেশ ভাষা পার্থক্যেতে বিভিন্ন অনেক।

নতুন জায়গায় এসে নতুনের মধ্যে পড়ে, আজন্মসিদ্ধ স্বভাবটাও বদলাতে হ'ল।

তয়ফাওয়ালী—এত কিন্তু হচ্ছ কেন সাহেব, মেয়ে মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে একটু নাককান মলা না খেলে স্ফূর্ত্তি জম্‌বে কেন?

কুসুম—সত্যি নাকি বিবিজান, আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, আমি একটা আস্ত গাধা, বিবিজানরা যে রসের ফোয়ারা, তা একটুও বুঝতে পারিনি, এই সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হচ্ছি, (ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ হওন) অধিনের কসুর মাপ হয় পরীজান।

তয়ফাওয়ালী—মিয়াসাহেব তো দেখ্‌ছি খুব রসিক, জোড়া পাওয়া ভার। যথার্থ মিয়াসাহেব! তোমার মত রসিক পুরুষকে আমাদের পরিচয় না দেওয়া ভারি অন্যায় হয়েছে, এই আমরা পরিচয় দিচ্ছি তা পরিচয়টা কিসে দেব'—সুরে না কথায়?

কুসুম—সুর সার ছেড়ে ঐ বাজখেয়ে কথায় কি কিছু ভাল লাগে বিধুমুখী, একটু সুরেই হ'ক না।

তয়ফাওয়ালী—আচ্ছা সাহেব সুরেই শোনাচ্চি।

গীত। পিলু—যৎ।

বসন্ত কোকিল মোরা থাকি কুঞ্জ কাননে
মলয় সমীরভরে উড়ে বেড়াই ফুলবনে,
সুরভি সুগন্ধে ভরা যথা লোক মাতোয়ারা
আবেশে আকুলপ্রাণে বসি মোরা সেখানে,
সোহাগে যথায় অলি ফুটন্ত কুসুমে ঢলি
সে ফুলের মধু পিতে ঘুরি আবেগ পরাণে,
সোহাগ মোরা ভালবাসি যথা সোহাগ তথা বসি,
আদরে এনেছ হেথা তাই এসেছি এখানে॥

কুসুম—বাঃ বাঃ বিবিজান, তোমরা সত্যিই বসন্তের কোকিল। আহাহা! কি মধুর স্বর, প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে গেল, আর যথার্থই তোমরা কুঞ্জকাননের পিয়ারী, নইলে এমন কমনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি অন্ত কোথায়ও হয়, যাক এ ছাড়া কি আর কোন পরিচয় নেই বিবিজান?

তয়ফাওয়ালী—আছে বৈকি, সেটিও শোনাতে হবে নাকি?

কুসুম—সেটা বিবিজানদের মেহেরবানি—

তয়ফাওয়ালী—তবে শোন—

গীত। যোগীয়া—খেমটা।

আমরা চাঁদের আধখানি,
আমরা না থাকলে পরে চাঁদের কিরণ যেত ঝরে
দেখ'ত কে তার সুধাধারা অমিয় বদনখানি,
হাসতো না কুমুদ সরে, তারাকুল সোহাগ ভরে
জোছনা মাখিয়ে অঙ্গে খেলিত না আদরিণী,
তুলনা কি হ'ত তার ভেসে যেত সব বাহার
যদি না থাকত চারু আমাদের মুখখানি,
আমরা কামের কুহকিনী পুরুষ-নয়নমণি
ফুটন্ত কমল মোরা সৃষ্টিমাঝে গরবিনী॥

কুসুম—বহুত আচ্ছা বিবিজান, বহুত আচ্ছা, তোমরা আধখানা নও—পুরো, একদম আস্ত, আর চাঁদের তো কলঙ্ক আছে কিন্তু বিবিজান তোমরা একেবারে নিখুঁত; তোমরা মোটেই আধখানা নও।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—(সায়েস্তা খাঁকে কুর্ণিশ করিয়া) হুজুর! একজন মহারাষ্ট্রীয় দূত দ্বারে দণ্ডায়মান।

সায়েস্তা—দূতকে সসম্মানে খাস কামরায় বসাও।

(কুর্ণিস করিতে করিতে প্রহরীর প্রস্থান)

সেনাপতিপদ লাভ করবে; এই কারণেই সকলের প্রাণে এক নূতন স্ফূর্ত্তি, এক নবীন আশা জেগে উঠেছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই বুঝেছে দেশ তাদের, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল রাজার একার নয়—তাদেরও যথেষ্ট দায়ীত্ব আছে।

এখন মহারাষ্ট্রনারীও পুরুষের সহায়। তারা নিজের শক্তিমত দেশের হিতসাধনে নিযুক্তা। তোমার বোধ হয় অবিদিত নাই যে আমার প্রিয় শিষ্যা আশাবাই আমার নির্দ্দেশানুসারে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, সমগ্র মারাঠা-প্রদেশে নারী-মহলে দেশহিতব্রত শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন প্রায় সমস্ত মারাঠা-রমণীই দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিতা নয়।

এখন মহারাষ্ট্রবাসী কেবল বাহুবলে নয়, ধর্ম্মবলেও বলীয়ান। ভগবৎ প্রেমে এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়েরা জ্ঞানে কর্ম্মে সদাচারে রাষ্ট্রীয় জীবনে জেগে উঠ্‌ছে; তাদের বহুযুগব্যাপী দৈন্য, ক্লৈব্য, ঔদাস্য, জড়তা কেটে গেছে, নিজের ক্ষমতায় প্রত্যয় জন্মিয়েছে। এই মোগল, যুদ্ধ-জয় ক'রে শত শত রমণীহরণ করে সতীত্বনাশ করেছে, তাদের দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুপাতে এদের ধ্বংশবীজ রোপিত হয়েছে, প্রজাপুঞ্জের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'রছে, তাদের সকাতর ক্রন্দন কি বিধাতার কাণে পৌঁছুচ্চে না? পূণ্যে স্থিতি, পাপে ক্ষয়। এ নিয়ম ব্যতিক্রম হতে পারে না। পাপ করলে কি হিন্দু কি মুসলমান কারই নিস্তার নাই। হিন্দু পাপ করেছে তার ফলভোগ করছে। মুসলমান মহাপাপী হয়ে পড়েছে, তার ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হবে; এই হিন্দুদের হাতেই তাদের দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হবে।

শিবাজী—(প্রণাম করিয়া) প্রভু! কৃতার্থ হলুম, আর আমার কোন সন্দেহ নাই, এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি মোগল-জয়ে সক্ষম হব।

রামদাস—বৎস! বিশ্বাস এ গুণ জগতে দুর্লভ। এটি নিশ্চয় জেনো, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, আর বিশ্বাসই সিদ্ধির মূল। এই ভারত-মাঝে শৌর্য্যবীর্য্যশালী কত শত লোক আছে, কিন্তু নিজের বলে কারই আস্থা নাই, অন্তরে বিশ্বাস শূন্য। সে যে বিধাতা-প্রেরিত তা ভাবতে পারে না, মহাশক্তি যে হৃদয় মধ্যে বিরাজিত, সে বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাস-হীনতার জন্যই যুগযুগান্ত-মহাশক্তি-সেবক হিন্দু আজ শক্তিহীন। কিন্তু বৎস! তুমি মনে রেখ, যে কার্য্যে তুমি অগ্রসর হয়েছ, এ তোমার নিজের কাজ নয়; এ মা ভবানীর কাজ; এ কাজে জয়লাভ অনিবার্য্য। তবু বৎস! স্মরণ রেখ, ক্ষতি লাভ হ্রাস বৃদ্ধি উত্থান পতন এ সব সংসারের চিররীতি। জয় পরাজয়ে কখন' উল্লাসিত বা অবসন্ন হয়ো না। কাজ ক'রে যাও ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।

শিবাজী—দেব! আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য, বিন্দুমাত্র অন্যথা হবে না। অন্য আদেশ যদি কিছু থাকে তবে আজ্ঞা করুন।

রামদাস—শোন বৎস! তোমার দেওয়া রাজ্য আবার তোমায় গচ্ছিতরূপে ফিরিয়ে দিলুম, তুমি আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ শাসন পালন ক'রো, ইচ্ছামত সন্ধি বিগ্রহ ক'রো, কেবল তোমার পতাকা যেন গৈরিক রঙে রঞ্জিত হয়, যেহেতু যখন ঐ পতাকায় তোমার দৃষ্টি পড়বে তখনই মনে হবে এরাজ্য ভোগীর নয়, যোগী সন্ন্যাসীর। যদি বৈরাগ্য সন্ন্যাসে অভিলাষ থাকে, সিংহাসনে বসেই তুরের অনুষ্ঠান ক'রো, দেহ ভোগ করে না, আত্মাই দেহে ভোগ করে। ভারতবাসী মাত্রেরই কি সন্ন্যাসী কি গৃহী কারুরই বৈরাগ্যের সময় উপস্থিত হয়নি; বিনা কাজে কারুরই মুক্তি হবে না। তোমার বোধ হয় অবিদিত নাই যে বিজয়নগরের সর্ব্বত্যাগী দ্বিজ মাধবাচার্য্য অরাজক দেখে রাজ্য-স্থিতির জন্য সন্ন্যাস-ব্রত ত্যাগ ক'রে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠা ক'রে, দুষ্টের দমন ক'রে, আবার দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করেছিলেন।

বৎস! যে যথার্থ স্বদেশভক্ত, সে দেশ উপদ্রবগ্রস্থ দেখে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? যে মাতৃবক্ষে পদাঘাত দেখে মর্ম্মে ব্যথা পায় না, সে কি মাতৃভক্ত? তার ধ্যান, জ্ঞান, জপ আরাধনা, সবই বৃথা। বৎস! তুমি মাতৃভক্ত সন্তান, মহারাষ্ট্রভূমি অন্ন জল স্তন্য দানে, তোমার জননী-সদৃশা, তুমি যেন তাঁকে ভুলোনা; আমি তীর্থাবাসে যাব, তুমি গৃহে যাও, রাজকার্য্য-সাধনা কর', মা ভবানী তোমার কল্যাণ করুন।

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

দিল্লী রাজপ্রাসাদ।

আরংজীব আসীন।

আরংজীব—(কোরাণ হস্তে) কোরাণ কহিছে সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে,
কিন্তু সত্যধর্ম্ম কিবা, অর্থ কিবা তার,
মৃণ্ময়-প্রতিমা গড়ি পুত্তলিকা-পূজা
কাফেরের ধর্ম্ম বটে, সত্যধর্ম্ম নয়।
বৃথা তার উপাসনা যাগ যজ্ঞ দান
হেরিলে নয়ন মোর জ্বলে ধূ ধূ করি,
হেন মূর্খ বিশ্বব্যাপী-ব্রহ্মাণ্ড-পিতায়
না পূজি গৃহেতে বসি, খুঁজে হেথা সেথা,
তীর্থে তীর্থে তপোবনে পর্ব্বতে পুলিনে ?
হেন নীচধর্ম্ম কভু সত্যধর্ম্ম নয়।
কাফেরের এ কুধর্ম্ম করিব বিনাশ,
ভাঙ্গিব মন্দির, চূর্ণ করিব প্রতিমা,
নিষেধিব তীর্থযাত্রা, করিব স্থাপন
মুণ্ডকর হিন্দুপ্রতি ; উচ্চপদ আর
নাহি দিব কভু আমি অধম কাফেরে ;
দেখি কতদিন হিন্দু যুঝে মোর সনে,
হিন্দুধর্ম্ম-উৎপাটন প্রতিজ্ঞা আমার।
কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম নহে কুধর্ম্ম কেবল,
আছে মুসলমান মাঝে সিয়া সম্প্রদায়
সুন্নিদ্বেষী মতিভ্রান্ত কাফের সমান,

হিন্দুধর্ম্ম সঙ্গে তাহা হবে উৎসাদিতে।
যতদিন এ দু'ধর্ম্ম না হয় বিনাশ
সার্থক রাজত্ব-লাভ হবে না আমার।
নিষ্কণ্টক আমি এবে, দারাসিকো হত,
মুরাদ মস্তকহীন, নিরুদ্দিষ্ট সুজা,
হিন্দুপ্রেমী পিতা মোর রুদ্ধ কারাগারে।
দাক্ষিণাত্য-জয়ে এই উত্তম সুযোগ।
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, সিয়ারাজ্য দুটি
উৎসাদিতে নিয়োজিত মোগলবাহিনী;
কিন্তু অগ্রে বক্র দস্যু শিবাজী দুর্ব্বৃত্তে
হইবে করিতে ধ্বংশ, এত স্পর্দ্ধা তার—
আমার রাজত্ব আসি করে আক্রমণ!
সমুচিত শিক্ষা তারে করিব প্রদান।
কিন্তু নিয়োজি কাহায়, এই কার্য্য সাধিবারে!
সুদূর দক্ষিণদেশে থাকি বহুকাল
ধনবল সৈন্যবল বৃদ্ধি করি' যদি,
চাহে মোর প্রতিনিধি করিতে স্থাপন,
স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য—কি করিব আমি?
তাহারে শাসন বড় হইবে দুষ্কর।
বিশ্বাস হয় না কারে এই বড় খেদ!
দেখি পাঠাইয়া তবে সায়েস্তা মাতুলে;
চাহে সে বাঙ্গালাদেশে সুবেদারি ভার,
হয় ত বিশ্বাসঘাতী হবে না আশায়;
কিন্তু একা তবু নাহি উচিত প্রেরণ,
এতটা বিশ্বাস কভু যুক্তিযুক্ত নয়।

কারে তবে দিই সাথে কে হেন বিশ্বাসী ?
রাজপুত (ই) একমাত্র যোগ্য এই কাজে।
হিন্দু মুসলমানে কভু হবে না সখ্যতা,
একের অন্যায়ে অন্য হবে না সহায় ;
এই তবে সার যুক্তি শিবাজী-শাসনে।
দাক্ষিণাত্য হতে দূত এসেছে ফিরিয়া,
দেখি কি সংবাদ সে বা দেয় দক্ষিণের ;
কে আছে,—প্রহরী—

(মোগল প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

ত্বরা ডাকি আন দূতে,
কহ আসিবারে মাতুল সায়েস্তা খাঁয়ে :

(প্রহরীর অভিবাদনান্তে প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ অভিবাদন ও করযোড়ে দণ্ডায়মান)

আরংজীব—কহ রহমান ! ত্বরা সংবাদ তোমার ?
চলিছে কি রণ এবে দাক্ষিণাত্য দেশে—
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর মারাঠা সহিত ?
অথবা স্থাপিত সন্ধি পরস্পর মাঝে ?

রহমান—পরস্পর সন্ধিবদ্ধ মারাঠা পাঠান,
শাহাজী ভুলিয়া স্বীয় পূর্ব্ব অপমান
শিবাজীরে অনুরোধী করেছে স্থাপন
সন্ধি বিজাপুর সাথে, বিজাপুরপতি
বহু দুর্গ প্রান্তরাজ্য দানি শিবাজীরে
মারাঠার আধিপত্য করেছে স্বীকার।

আরংজীব—কাফেরের আধিপত্য ক'রেছে স্বীকার
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ?

রহমান—স্বেচ্ছায় বশ্যতা প্রভু! করেনি স্বীকার,
বারবার পরাজিত লাঞ্ছিত হইয়া
সন্ধি স্থাপিয়াছে তারা শিবাজী সহিত ;
যুক্তিযুক্ত কার্য্য ইহা নীতি অনুসারে।
দ্বিতীয় কারণ এই সন্ধি স্থাপনের
দারুণ মোগলভীতি, উদ্বিগ্ন সর্ব্বদা
মোগল মারাঠা যদি আক্রমে উভয়ে,
বিলুপ্ত পাঠান-রাজ্য হইবে অচিরে।
মিত্রতা মারাঠা সনে স্থাপিয়াছে তাই,
যৌথশক্তি দিবে বাধা মোগলবাহিনী।
আরংজীব—দেখা যাবে পাঠানের কৌশল চাতুরী।
কহ দূত! কি সংবাদ মারাঠা দস্যুর ?
ছিল পুণা সুপা মাত্র জায়গীর তার,
হেন আধিপত্য বল' স্থাপিলা কিরূপে ?
রহমান—মহারাষ্ট্রবাসীগণ কহে পরস্পরে,
শিবাজীর শক্তিমূলে ভবানী অন্নদা।
পূজা করি পশে যদি সংগ্রামে শিবাজী
সাধ্য কি বিপক্ষ তাঁর দাঁড়ায় সম্মুখে ?
দলে যথা মৃগদলে কেশরী অবাধে
তেমতি মারাঠাসিংহ দলে অরাতিরে।
আর(ও) কহে লোক, তাঁর মাতৃ-আশীর্ব্বাদে
আতুর ব্রাহ্মণে সেবি শক্তি হেন তাঁর ;
মুসলমান-রাজ্য-ধ্বংস, প্রভুত্ব দমনে,
জনম হয়েছে তাঁর কহে দেশবাসী।
আরংজীব—(রোষে) কি বলিলি রহমান! আমি বর্ত্তমানে

মুসলমান-রাজ্য-ধ্বংশ করিবে তস্কর ?
বামন হইয়া চাঁদ কে ধরেছে কবে ?
ইঁদুরে বিড়াল ধরে সম্ভব না হয়।
শত্রু কি নাহিক তার জাতি জ্ঞাতি মাঝে
উপলক্ষ্য করি যারে শাসি দুষ্টে আমি ?

রহমান—ছিল শত্রু বহু, কিন্তু পরাজিত হ'য়ে
আশ্রয় লয়েছে তাঁর পরিহার মাগি।
কি জানি অদ্ভূত শক্তি আছয়ে তাঁহার,
শত্রু মিত্র হয়, প্রাণ দেয় তাঁর কাজে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি সমস্ত জাতিকে
বাঁধিয়াছে একসূত্রে প্রেমের বাঁধনে।
অদ্ভূত ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত শকতি,
কাপুরুষ বীর হয় পরশে তাঁহার,
যে কভু ধরেনি অস্ত্র হেরেনি সমর
শিবাজী-সৈন্যেতে পশি বীরেন্দ্র কেশরী।
অসভ্য মাউলী জাতি পর্ব্বত-নিবাসী
তাঁহার শিক্ষায় এবে মহাযোদ্ধা সবে।
নিরক্ষর নিজে, কিন্তু সুশাসনে পটু,
সুশৃঙ্খলা সুব্যবস্থা প্রতি কার্য্যে তাঁর,
জানে না বিশ্রামসুখ কর্ম্মেতে পাগল,
* [কুম্ভকার চক্রবৎ ঘুরে দিবারাতি ;
এই সভামাঝে, লয়ে পাত্র মিত্র আদি
করিছে মন্ত্রণা গূঢ় রাজ্যের কল্যাণে,
আয়-বৃদ্ধি ব্যয়-হ্রাস শাসন বিচার ;
পরক্ষণে যুদ্ধভূমে ধায় অসি করে।

যা কিছু সংবাদ জানা উচিত রাজার
প্রতিবিম্ব সম তাঁর নখ-দর্পণেতে।
গিরিপথ দুর্গ আদি প্রাকার প্রাচীর,
অশ্ব অস্ত্র খাদ্য হয় সংগ্রহ কিরূপে
পুঙ্খ অনুপুঙ্খরূপে বিদিত তাঁহার।
অত্যাচার বিন্দুমাত্র কঠোর শাসনে
তাঁহার রাজত্ব মাঝে নাহি পায় স্থান;
গণিকা শৌণ্ডিক আদি সেনাবাসে তাঁর
পারে না পশিতে কভু সুশাসন-গুণে।
দুর্জ্জন-দুর্ব্বৃত্ত-যম, সাধুর রক্ষক।
কিন্তু এই কঠোরতা দৃঢ়তার মাঝে
প্রাণ অতি সুকোমল পূর্ণ স্নেহ-প্রেমে;]*
পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত হেন দুর্ল্ল‌ভ ধরায়।
বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণে জন সাধারণে
করে দ্বেষ ঈর্ষা সদা নেহারি সংসারে;
কিন্তু হেরি শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
স্নেহের পুতলি তাঁর সহোদর সম।
আরংজীব—থাকুক মরুক তার পিতা মাতা ভ্রাতা
এ ব্যর্থ সংবাদে মোর কিবা প্রয়োজন;
জানিস্ কি তুই, উঠিয়াছে জনশ্রুতি
ধর্ম্মরক্ষাহেতু নাকি নেমেছে সমরে?
ধর্ম্ম কি সে বুঝে কিছু অধম কাফের?
করে কি নমাজ ওক্তে মসজিদে পশি?
ধার্ম্মিক যদ্যপি সত্য—পড়ে কি কোরাণ?—

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলিবে।

সত্যধর্ম্ম যাহা হতে নাহিক সংসারে।
রহমান—বড়ই ধার্ম্মিক প্রভু! শুনেছি শিবাজী,
দেখি নাই তাঁর সম ধর্ম্মপ্রাণ জনে;
একবার প্রবেশিলে মন্দির ভিতর
ফিরিতে না চায় গৃহে; শুনিলে কীর্ত্তন
ঝর্ ঝরে ঝরে অশ্রু গণ্ডস্থল বহি,
প্রেমানন্দে হয় তাঁর পরাণ বিভোর;
যদি কভু পায় তাঁর গুরুর দর্শন
অহর্নিশি শুনে কথা নিদ্রাহার ভুলি।
আরংজীব—সেই দুষ্ট দানিতেছে কুমন্ত্রণা যত;
জানে বহু তন্ত্র মন্ত্র; কুহকে তাহার
মাতাইছে নরনারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমি
উত্তেজিছে হিন্দুগণে মোগল বিপক্ষে,
দানিতেছে পরামর্শ শিবাজী অধমে
করিতে সমর পাপী, মুসলমান সনে।
রহমান—অপরাধ নাহি কিছু, দেখিয়াছি যাহা
কহিতেছি প্রভুপাশে কর্ত্তব্য স্মরিয়া।
যুদ্ধ করি ধ্বংশে সত্য সৈনিক মোদের,
কিন্তু প্রভু! দেখি নাই মুসলমান-দ্বেষ
শিবাজীর, কভু নাহি ভাঙ্গে মসজিদ,
পালে হিন্দু মুসলমান একই নিয়মে,
* [ফকীর দরবেশে কভু করে না পীড়ন,
লুণ্ঠিত দ্রব্যের মাঝে পাইলে কোরাণ
সসম্মানে দেয় কোন যবন-প্রজায়,

* [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিবে।

রুস্তম—আবার বেসুরো বাজিয়ে তুললে, বেশ একটু নরম সরম চলছিল, একেবারে সরগরম করে তুললে। না সখা! আমার আর এখানে থাকা হ'ল না, তুমি এখন আবার কচাকচি চাপাও, আমি বিদায় হই। ওগো সুখের পায়রারা, তোমরাও আমার অনুসরণ ক'র, এখন ভালয় ভালয় সরে পড়, এই কচাকচির মধ্যে থেকে কেন ফুলের অঙ্গে আঘাত লাগাবে, স্বর একদম বাজখাই হয়ে যাবে, তাই বলছি আস্তে আস্তে সরে পড়'।

সায়েস্তা—এখনকার মত মজলিস ভঙ্গ হোক। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সিংহগড় দুর্গ।

(পেশোয়া মুরেশ্বর, আবাজী, অন্নজী, তানাজী ও যশজী)

[শিবাজীর প্রবেশ]

মুরেশ্বর—আপনি নিরাপদে ফিরেছেন দেখে বড় আনন্দিত হলুম। মা ভবানী, তোমার অসীম দয়া।

শিবাজী—পেশোয়াজী! আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আর মা ভবানীর দয়ায় কোন্ দিন না কোন্ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।

মুরেশ্বর—কার্য্যের সমস্ত বন্দবস্ত ঠিক হয়েছে?

শিবাজী—হ্যাঁ সমস্ত ঠিক।

মুরেশ্বর—অদ্যই বিবাহ।

শিবাজী—অদ্য রাত্রেই।

মুরেশ্বর—তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদ খাঁ বা সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ কিছু বুঝতে পারে নি?

শিবাজী—না, চাঁদ খাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর সায়েস্তা খাঁ ভীত শিবাজীর নিকট হ'তে সন্ধির প্রস্তাবের স্বপ্ন দেখছে।

মুরেশ্বর—পরম পরিতোষ লাভ ক'রলুম। মহারাজা যশোবন্তের খবর কি?

শিবাজী—মহারাজা আপনার পত্র পেয়েই চিন্তা-ব্যাকুলীত-চিত্তে অবস্থান করছিলেন এবং আমি উপস্থিত হ'য়ে আপনার শিক্ষানুযায়ী কথাগুলি বলায় তাঁর হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল, সুতরাং অল্পায়াসেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হ'ল। তিনি মারাঠার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না।

মুরেশ্বর—জয় মা ভবানী, তোমার দয়াই মহারাষ্ট্রের জীবন। মহারাজ! আপনি এক রাত্রের মধ্যে একাকি যে কাজ সম্পাদন ক'রেছেন, তা' শত শত লোকের পক্ষে অসাধ্য। মা ভবানীর আপনার প্রতি অসীম দয়া, নতুবা একা এতগুলি কার্য্য সম্পন্ন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

শিবাজী—মন্ত্রীবর! আপনারা তো অবগত আছেন, আমার জীবন, সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়ের জীবন, মা ভবানীর দয়ার উপর নির্ভর করা আছে।

মুরেশ্বর—সে যাই হ'ক মহারাজ! এরূপ বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে আর কখন একাকী অগ্রসর হবেন না।

শিবাজী—পেশোয়াজী! শিবাজী যদি বিপদকে বিপদ ব'লে গ্রাহ্য ক'রত, ভয়ে অভিভুত হ'ত এবং জগতে অসম্ভব ব'লে কোন কাজ আছে মনে ক'রত, তা' হ'লে আজ নিরক্ষর শিবাজী নগণ্য জায়গীরদারই থাকত। মন্ত্রীবর! বিপদকে ভয় করলে মহৎকার্য্য সাধন হয় না। সারাজীবন আমি বিপদজালে জড়িত থাকি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মা ভবানী করুণ যেন অচিরে মহারাষ্ট্রভূমে স্বাধীনতা-ধ্বজা বিজয়-গৌরবে উড্ডীন হয়।

মুরেশ্বর—এক্ষণে আমাদের প্রতি কি আদেশ হয়?

শিবাজী—আপনাদের প্রতি কোনই আদেশ নাই; আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণের নিমিত্তই এখানে এসেছি, এক্ষণে আপনারা আমায় বিদায় দিন্।

(মুরেশ্বর, নীলপন্থ, রঘুনাথপন্থ, অন্নজী, তানাজী, যশজী ও
অন্যান্য সভাজনের প্রবেশ)

শিবাজী— (শ্মশ্রু, গুম্ফ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া)
আবার আসিনু ফিরে ভবানী-প্রসাদে
পূজিতে জনমভূমি জননী আমার।
নহি আর সন্ধিবদ্ধ মোগলের সনে,
সন্ধি-সর্ত্ত ভাঙ্গিয়াছে আপনি মোগল।
রাজপুত বীরসিংহ জয়সিংহ সনে
সাক্ষাৎ হয়েছে মোর আসিবার কালে;
অতি ছল আত্মগর্ব্বী ধূর্ত্ত আরংজীব
নিহত করেছে বৃদ্ধে খল-আচরণে;
মহাপ্রাণ মৃত্যুকালে আহ্বানি আমায়
কহিলেন, শুন শিব! 'দেখিতেছি আমি
দিব্যচক্ষে মোগলের পতন সময়,
অধিক বিলম্ব নাই, মজিবে অচিরে,
বিশাল সাম্রাজ্য শীঘ্র হইবে বিলীন;
দেখিতেছি পুনঃ আমি, উজ্জ্বল কিরণে
উদিছে প্রভাত রবি, নবীন ছটায়
মারাঠা-আকাশ-রঞ্জি বিবিধ বরণে
প্রকাশিছে ধীরে ধীরে দিগন্ত আলোকি'।
শুন আজি বীরবৃন্দ! প্রতিজ্ঞা আমার—
দিব শাস্তি মোগলেরে এরূপ এবার
চিরতরে যাহা দুষ্ট ভুলিবে না কভু,
আরংজীব-নাম লোপ পাবে দাক্ষিণাত্যে।
দেখাব কপটী দুষ্টে শিবাজী-বন্ধন

চাতুরীর ফল কিবা সমর-তরঙ্গে,
জয়সিংহ-হত্যাশোধ লইব এবার,
জ্বালাব ভীষণ বহ্নি মোগল-সাম্রাজ্যে।
এস তবে বীরগণ! বিলম্বে কি কাজ,
নাহি আর কোন বিঘ্ন এবার আহবে,
মৃত হিন্দু-সেনাপতি জয়সিংহ বীর
যাঁর সঙ্গে রণ আজ্ঞা ভবানী নিষেধ।
চল তবে চল সবে নাহি শঙ্কা আর,
জিনিব এবার রণ নাহিক সংশয়।

তানাজী— আরংজীব! সুখ নিদ্রা হইবে না আর,
রাজস্ব-বিস্তার-স্বপ্ন স্বপনে মিশাবে;
কপটে করিলে বন্দী মারাঠাপতিরে
সমুচিত প্রতিফল দানিব তাহার;
বৃদ্ধ প্রভুভক্ত বীর হিন্দুকুলরবি
বধিলে অন্যায় করি অম্বর-অধিপে,
প্রতিশোধ লব তার, দাম্ভিক দুর্ম্মতি!
দেখিব মোগলসৈন্য ধরে কত তেজ,
কত বল বীর্য্য তোর ধর্ম্মান্ধ মোগল!
হিন্দু-অত্যাচার ফল প্রদানিব তোরে;
দেখিবি এবার দুষ্ট! মাউলী ক্ষমতা,
কত বল ধরে এই অসভ্য পার্ব্বতী,
খেলিবে তোদের মুণ্ড ল'য়ে ভাঁটাখেলা,
ভাসাবে মোগলরাজ্য সাগর-সলিলে।
সুখ-স্বপ্ন দিন কয় দেখেনে এবার
অচিরে জীবন-রবি যাবে অস্তাচলে।

সুরেশ্বর— আস্ফালনে প্রয়োজন নাহি বীরবর!
জ্বালাও সমরানল, পোড়াও মোগলে,
করচ্যুত দুর্গগুলি লহ পুনর্ব্বার,
উড়াও মারাঠাধ্বজা আবার গগনে,
মারাঠার জয়গানে পুরুক মেদিনী,
'হর হর বোম' রব উঠুক গরজি;
জননী জনমভূমি সাজাও আবার
স্থাপিয়া শিবাজী-রাজে রত্ন সিংহাসনে।

তানাজী— বৃথা আস্ফালন কভু করে না তানাজী,
মিথ্যা দম্ভ কারে বলে তানাজী জানে না,
প্রতিজ্ঞা তাহার কভু হয়নি অন্যথা,
অধুনাও নাহি হবে জেন' মন্ত্রীবর!

জিজা— বাসনা আমার এই শুনহ তানাজী!
বড় ভালবাসি আমি দুর্গ সিংহগড়ে,
উদ্ধার করহ তুমি বীরদর্পে পশি
মারাঠা-বিজয়-ধ্বজা উড়াও আবার।

তানাজী— যাবৎ রহিবে প্রাণ তানাজী-কণ্ঠেতে,
আদেশ জননি! তব হবে না লঙ্ঘন।
পশিব সমর মাঝে সিংহগড় জয়ে,
মথিব দুর্ম্মদ অরি মোগল পাঠান
রাজপুত বীরগণে মোগল-সেবক।
উদেভান্ বীরবরে দেখাব এবার
কত বীর্যবান্ এই অসভ্য মাউলী,
বিশ্রুত-বিক্রম-খ্যাতি ঘুচাব তাহার,
দেখিব কেমনে দুর্গ রক্ষে বীর এবে,

মোগলের ক্রীতদাস হিন্দুকুলাধম।
প্রতিজ্ঞা জননী-পদে শুন আজি সবে,
যদিও দুর্দ্ধর্ষ অরি রক্ষি উদেভান্,
সিংহগড়-দুর্গজয় অতীব কঠিন,
তথাপি মারাঠাধ্বজা উড়াব তথায়।
ফিরি কিংবা নাহি ফিরি পুনঃ এ আহবে
পালিব জননী-আজ্ঞা জীবনে মরণে।

যশজী— জয় মা ভবনী বলি চল তবে সবে
দাঁড়াও সম্মুখে মাগো সাক্ষাৎ ভবানী,
ফিরে যেন আসি মোরা মোগলবিনাশি
মহারাষ্ট্র-যশসূর্য্য উঠায়ে অম্বরে।

জিজা— যাও বৎস! যাও সবে ভবানী স্মরিয়া,
লভিবে বিজয়রণে আশীষ আমার,
মোগলের ভাগ্যরবি চিরকাল তরে
ডুবায়ে অতলে সবে আসিবে ফিরিয়া।
চলিনু পূজিতে আমি ভবানী-মন্দিরে,
দিতে ফুল বিল্বদল জননী-চরণে;
প্রসাদে তাঁহার তোরা রণ জয় করি
আসিয়া লইবি অর্ঘ জননী মন্দিরে। (প্রস্থান)

মুরেশ্বর—তা' হলে অদ্যকার কার্য্যে আবাজী, অন্নজী ও আমাকে সঙ্গে নেবেন না?

শিবাজী—পেশোয়াজী! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, অদ্যকার কার্য্য আমি একাই সম্পাদন করব; আর তা' যদি না পারি এই অকর্ম্মণ্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

মুরেশ্বর—প্রভু! কোন্ দিন কোন্ বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে আমরা আপনার কাছ ছাড়া থেকেছি? অদ্য এই ভয়াবহ ভীষণ নৈশ ব্যাপারে কেন আমাদের সঙ্গে নিতে নারাজ হচ্ছেন?

শিবাজী—পেশোয়াজী! আর আমায় এ বিষয়ে অনুরোধ করবেন না। শিবাজীর কার্য্যকলাপের উপর কি আপনাদের বিশ্বাস নাই? মন্ত্রীবর! আপনি আমার পিতৃ-আমলের কর্ম্মচারী এবং ব্রাহ্মণ সুতরাং আমার পূজনীয়। আশীর্ব্বাদ করুণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরতে পারি। আর যদি বিপরীত হয় এবং আমার মৃত্যু হয়, তা' হ'লে আপনারা তিনজন জীবিত থাকলে মহারাষ্ট্রের সমস্তই বজায় থাকবে। আপনারা আমার সহিত নিহত হ'লে, কার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে, কার সুতীক্ষ্ণ চাতুর্য্য কৌশলে, কার অমিত সাহস বিক্রমে দেশের স্বাধীনতা বজায় থাকবে? পেশোয়াজী, আবাজী, অন্নজী, একাজে আর আমার অনুরোধ ক'রবেন না। আপনারা তিনজনেই ব্রাহ্মণ, যাত্রাকালে হৃষ্টমনে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হই; ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কখনই ব্যর্থ হবে না।

মুরেশ্বর, আবাজী, অন্নজী,—রাজন্! আমরা প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, আপনি সফলকাম হয়ে অচিরে প্রত্যাবৃত্ত হ'ন।

শিবাজী—তানাজী, যশজী, ভাই, বাল্য-সুহৃদ্! আমায় বিদায় দাও।

তানাজী—আমাদের সঙ্গে নেবে না, আমাদের কাছে বিদায় চাচ্চ? তুমি যে ভাই আমাদের প্রাণ, আমরা দেহ মাত্র; আমাদের কোন্ অপরাধে

সঙ্গে নিতে চাচ্ছ না। কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গ বিজয়ে, কোন্ বিপদ সঙ্কুল গিরিগহ্বরে, আমরা তোমার সঙ্গ ছাড়া থেকেছি। বাল্যকাল হ'তে কে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত, কে তোমার সঙ্গে দিবসে শীকার ক'রত, গহন কান্তারে কে তোমার সঙ্গে শয়ন ভোজন ক'রত, গভীর নিশীতে নির্জ্জন পর্ব্বত চূড়ায় কে তোমার সঙ্গে ভবানী-রাজ্য-স্থাপনের পরামর্শ ক'রত? বাজী, যশোজী আর এই অধম তানাজী। বাজী তার ব্রত পালন ক'রে তোমার কার্য্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, আমাদেরও তার অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। আদেশ দাও আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। তোমার জয়লাভ হ'লে পরম আহ্লাদিত হব, আর যদি হত হও, আমাদের বেঁচে থেকে কোন লাভ নাই কারণ আমাদের এমন বুদ্ধিবল নাই বা রাজনীতি জানা নাই, যার দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধন ক'রতে সক্ষম হব, তোমার বাল্য সুহৃদ্‌দের সঙ্গে যেতে নিবারণ কর' না।

(যশোজী ও তানাজীর অশ্রু বিসর্জ্জন)

শিবাজী—(অশ্রু বিসর্জ্জনান্তে) ভাই, তানাজী, যশোজী, বাল্যবন্ধু! জগতে তোমাদের অদেয় আমার কিছুই নাই। বেশ তোমরা তৈ'রী হ'য়ে এস। (তানাজী ও যশোজীর প্রস্থান)

[জিজা বাইয়ের প্রবেশ এবং সকলের দণ্ডায়মান হওন এবং শিবাজীর মাতৃপদে প্রণাম]

শিবাজী—মা! আমি প্রস্তুত—আশীর্ব্বাদ করুণ, আমি বিদায় হই।

জিজা—(মস্তকে হাত দিয়া) বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তুই হিন্দুধর্ম্মের জয় সাধন কর, মা ভবানী তোর সহায় হ'ন। আমার পিতৃকুল দেবগড়ের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন ছিলেন। আমার আশীর্ব্বাদে তুই মহারাষ্ট্র-ভূমে রাজা হ, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন হ, বিধর্ম্মী যবনের দর্পচূর্ণ কর্।

পঞ্চম দৃশ্য।

পুনা দুর্গ পার্শ্বস্থ পথ।

(বাজি বাজনাসহ বরযাত্রীদলের প্রবেশ, তন্মধ্যে কতকগুলি বরযাত্রির আঁধার প্রদেশে লুক্কায়িত হওন এবং অপর সকলের প্রস্থান)

শিবাজী—(যশজী ও তানাজীকে) বন্ধুগণ! এই উপযুক্ত সময়, সকলেই নিদ্রিত, সব নিস্তব্ধ, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এই হয়ত শেষ দেখা।

তানাজী—তা' হতে পারে না, মা ভবানীর সে ইচ্ছা কখনই নয়। আমরা প্রস্তুত, শুধু আদেশ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলুম।

(শিবাজী প্রভৃতি সকলেব গবাক্ষপথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ)

[পট পরিবর্ত্তন]

(দ্বার সম্মুখে কয়েকজন মোগল সেনা ও শিবাজী)

শিবাজী—(খড়্গ কোষে রাখিয়া) শমশের খাঁ! তোমার পিতা চাঁদ খাঁর রক্তে এখনও আমার হস্ত রঞ্জিত রয়েছে, তোমাকে হত্যা করব না, পথ ছেড়ে দাও।

শমশের—আমি তোমার দয়া প্রার্থী নই, ক্ষমতা থাকে হত্যা কর কিন্তু আগে নিজের প্রাণ বাঁচাও।

(শিবাজী প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বেই শমশের কর্ত্তৃক শিবাজীর মস্তক উপরি খড়্গা উত্তোলন কিন্তু খড়্গা পতনের পূর্ব্বেই পশ্চাৎ হইতে তানাজীর বর্ষাঘাতে শমশেরের পতন ও অপর সকলের পলায়ন)

শিবাজী—তানাজি! বন্ধু! আজ আবার প্রকৃত বন্ধুর আর একটা নিদর্শন দেখালে।

(তানাজীর অন্তরালে গমন ও শিবাজীর গৃহ মধ্যে প্রবেশ এবং পার্শ্বস্থিত বিছানায় শায়িত সায়েস্তা খাঁকে হত্যা করিতে উন্মুক্ত অসিহস্তে উদ্যত শিবাজী সায়েস্তা খাঁর পত্নীকে দেখিয়া)

শিবাজী—হে নারি! ত্বরায় তুমি ত্যজ এই স্থান,
শিবাজী কামিনী-অঙ্গ নাহি স্পর্শে কভু,
নারীরক্তে কলঙ্কিত নহে অসি তার।

সায়েস্তাপত্নী—(পতিকে হত্যা করিতে উদ্যত দেখিয়া করযোড়ে)
বধো না পতিরে মোর এ মিনতি পদে
কর'না বিধবা দেব! অবলা রমণী,
দয়া অবতার তুমি ঘোষিত ভারতে
তোমার সুযশে ভরা অবনীমণ্ডল।
এ হেন ঘৃণিত কার্য্য তোমারে কি সাজে
বীর অবতার তুমি বীরেন্দ্র কেশরী!
অসতর্ক শত্রু বধি শৃগালের প্রায়
কলঙ্ক ধর'না ভালে অকলঙ্ক শশী।
(পদধারণ করিয়া)
সীঁথীর সিন্দূর মোর মুছো না রাজন্!
রমণীর পতিভিন্ন নাহি অন্যগতি;
পিঞ্জর-আবদ্ধ সিংহে করিয়া হনন
হবে না সুযশ তব ঘুষিবে অখ্যাতি।
পতির জীবন-ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই
বিমুখ কর না রাজা! সরলা কামিনী;
আর্ত্তত্রাণ হিন্দুধর্ম্ম, হে আর্ত্তরক্ষক!
রক্ষ মোরে আর্ত্তা আমি পতি-প্রাণ দানি।

(সায়েস্তা খাঁর মস্তক উত্তোলন এবং শিবাজীর উন্মুক্ত অসি দেখিয়া সভয়ে হস্তদ্বারা মুখ আচ্ছাদন এবং পুনরায় শয়ন)

শিবাজী—এমন পিশাচ-প্রাণ যাচিছ জননি!
জান কি মা কত শত তব তুল্যা নারী

দুর্বৃত্তের অত্যাচারে পতি-পুত্র-হীনা
হারায়েছে সতীধর্ম্ম কুলের কামিনী ?
বিনা অপরাধে শিরে কলঙ্ক-পশরা
কুল-কলঙ্কিনী হায় সরলা ললনা।
নিজে কুলনারী তুমি যদিও যবনী,
বল দেখি হেন নীচ-প্রাণ-মূল্য কত ?
নিজ স্বার্থতরে মাগো যাচ পতিপ্রাণ,
জান কি গো কত প্রাণ অকালে ত্যাজিবে,
কত শত সাধ্বী সতী সাজিবে বিধবা,
রাখি যদি অনুরোধ তব আজি শুভে !
নির্লজ্জ লম্পট শঠ কপট আচারি
অহঙ্কারী ক্রূরকর্ম্মা পাষণ্ড দুর্জ্জন,
একমাত্র আরংজীব তুলনা ইহার,
যেমন মনিব তার তুল্য কর্ম্মচারী।
কাপুরুষ নীচ-প্রাণ হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষী
ভেঙ্গেছে মন্দির কত বিগ্রহ প্রতিমা।
বল মা গো হেন প্রাণ কেমনে দানিব ?
অতিভীরু নীচাশয় পাপাত্মা পামর
দেখিল সম্মুখে তব সমূহ বিপদ
তথাপি প্রাণের ভয়ে ঢাকিল নয়ন,
পত্নীর সাহায্য তরে ধরিল না অসি ;
হেন সয়তান-প্রাণ যেচো না জননি !
থাকিলে এমন পাপী সংসার মাঝারে
পাপেতে ডুবিবে পৃথ্বি, আকাশে ভাস্কর
দেখা নাহি দিবে আর মর্ত্তবাসী জনে।

সায়েস্তাপত্নী—হে জ্ঞানী পরম বিজ্ঞ মারাঠা-কেশরী !
উচিত কি তব এই স্বামী-পরিবাদ
পত্নীর সমক্ষে তার পতিগত-প্রাণা,
হউক যেমতি তিনি সৎ বা অসৎ।
সহজে অবলা নারী বুঝিতে না পারি
ভাল মন্দ জ্ঞান মোর নাহি মহারাজ !
প্রাণেতে দারুণ ব্যথা বাজিল কথায়
জিজ্ঞাসিনু তাই প্রভু ! ক্ষমহ দাসীরে।

শিবাজী—জননীর কাজ তুমি করেছ অবলে !
স্মরি নিদারুণ তব পতি-অত্যাচার
অধীর হইয়া কটু বলেছি তাহারে ;
নাহি দোষ কিছু ইথে তোমার ললনে !
কিন্তু তব অনুরোধ নারিব রাখিতে ;
অন্য যাহা চাহ সতী ! দানিব তোমায় ;
রাখি যদি পতিপ্রাণ তব অনুরোধে,
বিষধর সর্প সম দংশিবে হিন্দুরে।

সায়েস্তাপত্নী—অন্য কিছু নাহি চাহি হে বীরপুঙ্গব !
সম্পদ কাঞ্চনে বল কি কাজ আমার ?
নারীর সর্ব্বস্ব পতি গতি-মুক্তি-দাতা,
ধন-মান-সুখ-শান্তি পতি বনিতার,
যদি পতি-প্রাণ-ভিক্ষা না দাও রাজন্ !
অন্য কিছু প্রয়োজন নাহি তব পাশে,
গাইব ভারতমাঝে উচ্চ কণ্ঠনাদে
শিবাজী নিষ্ঠুর অতি মমতা বিহীন।
শরণ লইনু তব ওহে নরনাথ !

অনুরোধ মোর পুনঃ রক্ষ পতিপ্রাণ,
আশ্রিত জনেরে রক্ষা ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
রক্ষ মোর পতি-প্রাণ ক্ষত্র-চূড়ামণি!

শিবাজী—চঞ্চল করিলে আজি কঠিন পরাণ,
দৃঢ়চিত্ত শিবাজীর ফেলিলে গলায়ে;
ভুলিনু মা বাক্যে তব পতি-ব্যবহার,
আশ্রিত রক্ষণে হিন্দু নহে পরাঙ্মুখ।
দিনু মা অভয় আর নাহি কোন ভয়,
স্বচ্ছন্দে পতিরে লয়ে যাও মা চলিয়ে।
ধন্যা তুমি পতিব্রতে যবন দুহিতে!
রক্ষিলে নিষ্ঠুর-পতি পতিভক্তি-গুণে।
* [দেখরে জগৎবাসী! নয়ন মেলিয়া
সর্ব্বত্র সকল স্থানে জনমে কুসুম
সুস্নিগ্ধ সৌরভে ভরা পারিজাত সম
নন্দন কানন কিংবা মরত ভুবনে।
জাতিত্ব প্রাধান্য নাই সতীত্ব রতনে,
হিন্দু মুসলমান কিংবা স্থানাস্থান ভেদ;
সতীর অপ্রাপ্য কিছু নাহি এ সংসারে
যে কুলে জনম তার হউক ধরায়।]*
যাও মা স্বচ্ছন্দ চিত্তে যাও পতিব্রতে!
ঘোষুক ভারতে তব সতীত্ব-কহিনী,
রক্ষিলে পতির প্রাণ সতীত্বের তেজে,
ধন্য আমি হেরিনু মা সতী-শিরোমণি।

সায়েস্তাপত্নী—কি শান্তি দানিলে প্রাণে মম মহারাজ!

---

*[ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলে।

তুলনা তাহার কিছু নাহি এ সংসারে ;
কি আর দিইব আমি পরিবর্ত্তে তার
যবনী যবন-পত্নী গুণহীনা নারী।
তবুও প্রার্থনা মোর জগৎ পিতায়
হই যদি পতিব্রতা যদি হই সতী
করুন ঈশ্বর তব আকাঙ্ক্ষা পুরণ,
অচিরে মারাঠা-সূর্য্য দিগন্ত বিভাসি
যবনের যশোরবি তিমিরে আবরি
উঠুক ভারতাকাশে নবীন ছটায়।

(সায়েস্তা খাঁর শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থান ও শিবাজীর প্রতি)

সায়েস্তা—এমন উদার তুমি মহারাষ্ট্রপতি !
বিজিত শত্রুর প্রাণ দানিলে অবাধে !
অনিন্দ্য সুন্দরী হেরি শত্রু-বনিতায়
সম্ভোগি না, কর তারে মাতৃ সম্বোধন !
হেরি নাই কভু মোরা মোগল-সমাজে
এ হেন নিখুঁত ছবি চরিত্র নির্ম্মল,
কঠিনে কোমল ঢাকা লৌহ-আবরণে,
স্বরগ দেবতা তুমি মরত ভুবনে।
নহি ক্ষুব্ধ বিন্দুমাত্র পরাজিত হ'য়ে
তব সম অরি-হস্তে বীরেন্দ্র-কেশরী !
থাকিবে যাবৎ প্রাণ এ নশ্বর দেহে
গাইব তোমার গুণ উচ্চ কণ্ঠনাদে।
ধন্য তুমি মহারাষ্ট্র ধরিএ সন্তানে,
ধন্য মোরা নেহারিনু এ মহান্ ছবি,
ধন্য মহারাষ্ট্রবাসী নরনারী যত

একপ্রাণ যারা সবে দেশহিত তরে।
এমন স্বভাব যদি না হ'ত তোমার,
মিলিত কি মহারাষ্ট্রী তোমার আহ্বানে?
অসভ্য মাউলী জাতি পর্ব্বত-নিবাসী
দিত কি পরাণ তারা অর্থ বিনিময়ে?
দন্তে তৃণ করি আমি মাগি পরিহার
মোগলের সেনাপতি দুর্দ্ধর্ষ সমরে,
শত শত যুদ্ধ যেবা করেছে বিজয়
তেজহীন আজি সেই তব ব্যবহারে।
নাহিক বক্তব্য আর কিছু তব পাশে
সর্ব্বদা মঙ্গল তব করুন বিধাতা;
স্থাপহ স্বাধীন রাজ্য ভারত মাঝারে,
সুযশে তোমার পৃথ্বী হ'ক মুখরিত।

শিবাজী—বুঝিনু সকলি, তবু শোন খাঁ সাহেব!
তোমার কথায় আস্থা না পারি রাখিতে।
লইয়া কোরাণ করে কর দিব্য এই—
মহারাষ্ট্র সনে যুদ্ধ করিবে না কভু।
আর এক কথা এই, একা আমি হেথা,
দুর্গদ্বারাবধি মোরে পৌঁছাবে উভয়ে,
শাস্তির স্বরূপ দুটি অঙ্গুলী কাটিয়া
লইয়া যাইব সাথে জেতৃ-উপহার।

সায়েস্তা—(কোরাণ হস্তে লইয়া)
প্রতিজ্ঞা আমার এই শোন নরনাথ!
যাবৎ সায়েস্তা খাঁ রহিবে জীবিত
মহারাষ্ট্রভূমে রণ করিবে না আর,

শিবাজী-অনিষ্ট কভু চিন্তিবে না মনে।
দিইব অঙ্গুলি ছুটি পালিব আদেশ,
নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাব তোমা দুর্গদ্বারাবধি।
চল তবে মহারাজ! বিলম্বে কি কাজ,
পৌঁছাই তোমারে আজি প্রহরী হইয়ে।

শিবাজী—চল,
বিদায় জননি! পুত্র মাগে তব ঠাঁই।

সায়েস্তাপত্নী—আশীর্ব্বাদী হ'ক তব সর্ব্বত্র বিজয়।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

আরংজীবের কক্ষ।

(আরংজীব ও একজন দূত)

আরংজীব—কহ দূত। যুদ্ধের বারতা, ফিরেছে কি
সায়েস্তা খাঁ মাতুল আমার, সেনাপতি
বীরশ্রেষ্ঠ, সমর নিপুণ মহারাজা
যশোবন্ত দাক্ষিণাত্য হ'তে, পরাজয়ি
পার্ব্বত্য-মারাঠী-দস্যু শিবাজী অধমে,
মেনেছে কি মহারাষ্ট্র প্রভুত্ব আমার ?

দূত———-দুয়ারে দণ্ডায়মান সেনাপতি তব
দর্শন মানসে প্রভু! সায়েস্তা মাতুল।
যুদ্ধের বারতা আজি নহে বড় শুভ,
দুর্ব্বৃত্ত মারাঠী দস্যু নহে পরাজিত,
মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ অদ্যাপি,
মোগল-প্রভুত্ব সেথা হয়নি স্থাপিত।
প্রথমে দুর্দ্ধর্ষ তেজে মোগল-বাহিনী
মথিলা মারাঠী-সৈন্য অদম্য সাহসে
কাড়িয়া লইল বহু দুর্গ কাফেরের,
পলাইল রণত্যাজি শিবাজী তস্কর,
আশ্রয় লইল দুষ্ট সিংহগড়ে পশি,
একে একে পুণা আদি হ'ল হস্তগত।

দেখি সৈন্য পরিশ্রান্ত সেনাপতি তব
আদেশ দানিল সবে করিতে বিশ্রাম,
পুণাদুর্গে বাসস্থান লইলা নিজের,
বিজিত-সম্পত্তি-রক্ষা সুব্যবস্থা করি,
পড়িলা কোরাণ বসি পুণাদুর্গ মাঝে
আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলা গরবে।
ঘোষিল আদেশ দৃঢ় মারাঠা মাউলি
প্রবেশ নিষেধ পুণা বিনা অনুমতি ;
অকস্মাৎ একদিন জনৈক মারাঠা
আদেশ লইলা প্রভু! কিল্লাদার পাশে
প্রবেশিতে পুণা মাঝে বিবাহ-উৎসবে
বরযাত্রীগণ সাথে বাজী বাদ্য সহ ;
প্রবেশিল সে মিছিল পুণার মাঝারে
গভীর নিশীথকালে আড়ম্বর করি,
সুষুপ্ত ধরণী তদা, যত জীবগণ
নিদ্রাসুখ-ক্রোড়ে পশি লভিছে বিশ্রাম—
চলি গেল বাজী বাদ্য বিবাহ মিছিল,
কিন্তু প্রবেশিল দুর্গে জানালা বাহিয়া
কতিপয় দস্যুসেনা ঘোর অন্ধকারে
শিবাজী তানাজী উভে সম্মুখে সবার।
অসতর্ক পরিশ্রান্ত মোগল-সৈনিক
আইল সম্মুখে ছুটি সেনাপতি ডরে,
না পারি সহিতে পরে মহারাষ্ট্র-বেগ
ভঙ্গ দিয়া রণ-ত্যজি পশিল অদূরে,
পড়িল মোগল-সেনা কাতারে কাতারে,

সেনাপতি প্রিয়পুত্র ত্যজিল পরাণ;
রক্ষিল নিজের প্রাণ সেনাপতি ধীর
দুইটি অঙ্গুলি দানি বিজিত অরিরে।
নেহারি অপরাজেয় শিবাজী সংগ্রামে,
বলক্ষয় নাহি করি এসেছে ফিরিয়া।

আরংজীব—না বধি মারাঠা দস্যু না পীড়ি অরিরে,
উজ্জ্বল মোগল-ভালে কালিমা লেপিয়া
এসেছে ফিরিয়া মোর প্রিয় সেনাপতি,
মাগিছে দর্শন দিতে শুভ সমাচার!
দাক্ষিণাত্য মহাদেশে মোগল-প্রতাপ
বিলুপ্ত করিয়া যশ আরংজীব নাম,
কাপুরুষ অকৃতজ্ঞ ঘৃণিত কুক্কুর
এসেছে বাহুড়ি গৃহে লভিতে বিশ্রাম—
প্রাণ তার এত প্রিয় সম্মান হইতে।
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধে অর্জ্জিলা যে নাম
হ'ল না মনেতে গ্লানি হারাতে অবাধে,
নগণ্য মারাঠী দস্যু শিবাজীর করে?
কোথা অহঙ্কার তার, কহিলা আমারে
সামান্য মশক-বধে প্রেরিছ কেশরী,
এবে সেই আস্ফালন কোথা গেল তার,
চোরের মতন কেন আসিল পলায়ে?
• [মাতুলানী-মুখচন্দ্র পাবে না দেখিতে
কোমল শয্যায় আর হবে না শয়ন,
তাই বুঝি মম মুখে কালিমা মাখায়ে
এসেছে জীবন লয়ে মাতুল আমার?

যাও দূত! কহ গিয়া সেনাপতিবরে
আরংজীব আর নাহি হেরিবে ও মুখ;
এমন নির্লজ্জ হারি বর্ব্বর-সংগ্রামে
চাহে দরশন দিতে দিল্লীর সম্রাটে!
বহু যুদ্ধ-জয়ী এই বৃদ্ধ সেনাপতি
লভেছে সুখ্যাতি বহু সঙ্কট সমরে,
পেলে তাই অব্যাহতি আরংজীব-হাতে
নতুবা লুটিত মুণ্ড শরীর ত্যজিয়া।] *
যাও দূত! কহ গিয়া কৃতঘ্ন অধমে
ক্ষমিনু স্মরিয়া তার পূর্ব্ব কার্য্যাবলী,
কলঙ্ক-মণ্ডিত তার কালা মুখ আর
হেরিবে না আরংজীব থাকিতে জীবন।
বাঙ্গালার সুবেদারী দিলাম তাহারে
প্রতিজ্ঞা-রক্ষণ হেতু, কোরাণ পঠনে
শিবাজী-আসনে বসি পুণাদুর্গ মাঝে—
আরংজীব-বাক্য কভু হয় না অন্যথা;
যাউক তথায় চলি বিলম্ব না করি
পত্নী পুত্র পরিজন সঙ্গেতে লইয়া।

দূত—যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

(প্রস্থান)

আরংজীব—হতমান দাক্ষিণাত্যে। সামান্য তস্কর
রোধিল মোগলসেনা অজেয় ভারতে;
হইল শৃগাল-হস্তে সিংহ-পরাজয়,
শার্দ্দূলে মশক-ভীতি হইল ঘটন;

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলিবে।

মোগল সৌভাগ্য-রবি মেরুশৃঙ্গে পশি
যাবে অস্তাচলে চলি, আমা বর্ত্তমানে ?
কভু না হইবে তাহা থাকিতে জীবন।
* [দেখি কত বল ধরে দাক্ষিণাত্যবাসী ;
আবশ্যক হয় যদি পশিব সমরে
আপনি স্বদল বলে শিবাজী-বিনাশে।
আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতে
উড়াব মোগল-ধ্বজা আপন বিক্রমে,
স্থাপিব জিজিয়া-কর হিন্দুগণ প্রতি,
বিচূর্ণ করিব হিন্দু-বিগ্রহ-প্রতিমা,
নির্ম্মাইব মসজিদ মন্দির ভাঙ্গিয়া,
সমগ্র ভারতমাঝে করিব স্থাপন
মুসলমান-সত্য-ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নাশি।
সমস্বরে একতানে হবে নিনাদিত
'আল্লা হো' মধুর ধ্বনি গগন বিভেদি।]*
কাহারে পাঠাই এবে উদ্ধারিতে পুনঃ
লুপ্ত-কীর্ত্তি মোগলের দাক্ষিণাত্যদেশে।
সুনিপুণ সেনাপতি সায়েস্তা মাতুল
পরাজিত যার তেজে, নহে সে নগণ্য।
সায়েস্তা অপেক্ষা দক্ষ কে আছে সেনানী—
মোগল ভিতরে কেহ না দেখি তেমন।
আছে একমাত্র রাজা বৃদ্ধ সেনাপতি
জয়সিংহ মহাবীর রাজপুত মাঝে ;
উচিত তাহারে এই কার্য্যেতে প্রেরণ।

---

* এই বন্ধনীর [ ] মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

নিশ্চয় শিবাজী দস্যু কৌশলে তাহার
পরাজিত হবে রণে, মানিবে বশ্যতা,
দাক্ষিণাত্যে হতমান হইবে উদ্ধার।
কে আছ,—প্রহরী—

(প্রহরীর প্রবেশ)

ত্বরা কহ আসিবারে
জয়সিংহ মহারাজে আমার সদনে।

প্রহরী—যো হুকুম খোদাবন্দ্ (প্রস্থান)

(কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধ রাজা জয়সিংহের প্রবেশ ও সম্রাটকে অভিবাদন)

জয়সিংহ—অকস্মাৎ অসময়ে কি কাজে সম্রাট্!
স্মরণ ক'রেছ বৃদ্ধে, কুশল তো সব ?

আরংজীব—(উঠিয়া সসম্মানে) বিশেষ দায়েতে ঠেকি করেছি স্মরণ,
একমাত্র গতি তুমি এ ঘোর সঙ্কটে।
শুনেছ কি মহারাজ! মোগল-লাঞ্ছনা
অসভ্য-পার্ব্বত্য-দস্যু শিবাজীর হাতে।
প্রবীন সায়েস্তা খাঁ দক্ষ সেনাপতি
সুযশ-মণ্ডিত যার বীরত্ব-কাহিনী
পরাস্ত মারাঠী-করে, এসেছে পলায়ে,
মোগলের যশসূর্য্য তিমিরে ডুবায়ে।
হতমান মোগলের দাক্ষিণাত্য দেশে;
ডরে না মোগল-নামে আর কেহ তথা,
আরংজীব নামে আর উঠে না চমকি;
মোগল গৌরব হায় অস্তাচলগামী,
আমার জীবিতকালে ঘটিবে এ দশা!
তাই স্মরিয়াছি তোমা বীরেন্দ্রকেশরী!

কাঁদিছে ভারতবাসী দিবানিশি ধরি,
হিন্দুর হিন্দুত্ব বুঝি আর না থাকে না,
বিগ্রহ প্রতিমা আদি প্রায় বিচূর্ণিত।
রাজপুত মাঝে আর নাহি এক প্রাণী,
প্রতাপের তিরোধানে শূন্য রাজস্থান,
হিন্দুত্ব-রক্ষণে কিংবা ধর্ম্ম-সংস্থাপনে
নাহি একজন এই সারা হিন্দুস্থানে।
সমগ্র ভারতমাঝে মহারাষ্ট্র দেশে
জ্বলিছে একটি দীপ হিন্দুর ভরসা,
[প্রাতঃসূর্য্যকর সম উজ্জ্বল কিরণ
প্রকটিছে ধীরে ধীরে তমসা ভেদিয়া
প্রদীপ্ত আশায় দীপ্ত উজ্জ্বল আলোকে
উত্তরিছে বাধা বিঘ্ন বুদ্ধির কৌশলে ;
ভারতের আশাভূমি শিবাজী একলা
অন্ধের যষ্টির সম রয়েছে দাঁড়ায়ে.
অঙ্কুরিত তরুবর ফল ফুল ভারে
উচিত না হয় তারে করিতে কর্ত্তন।]*
জীবন-স্বরূপ হায় স্বাধীনতা ধন
হারায়েছে হিন্দুগণ করমের দোষে,
করিছে কুকুর প্রায় জীবন বহন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি মান গিয়াছে চলিয়া।
আশার প্রদীপ এই মারাঠা-কেশরী
আর্য্যের রক্ষক হিন্দু-ধর্ম্মের পালক
উদ্ধারিছে ক্রমে ক্রমে হিন্দুর গৌরব—

---

* [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলিবে।

তাহার দমনে আজি নিয়োজিত আমি!
রাজপুতবংশধর অম্বরাধিপতি
ক্ষত্র-গর্ব্বে উচ্চ শির শত যুদ্ধজয়ী
হিন্দুনামে পরিচিত যবন-কিঙ্কর
হিন্দুর হিন্দুত্বনাশে এসেছি সাজিয়া!
*[তুলনা শিবাজী সঙ্গে কতই সুন্দর!
স্বধর্ম্ম-রক্ষণ তরে স্বাধীনতা লাভে
ধরিয়াছে অসি সেই যবন-বিপক্ষে,
আর আমি রাজপুত স্বধর্ম্ম-রক্ষক
মোগলের ক্রীতদাস হিন্দুত্ব-ধ্বংশিতে
আসিয়াছি মহারাষ্ট্রে মহাগর্ব্ব ভরে!
শিবাজী উৎসর্গ প্রাণ করেছে তাঁহার
দেশের কল্যাণ তরে স্বধর্ম্ম-স্থাপিতে—
আমি আসিয়াছি হেথা মোগল কেতন
উড়াইতে মহোল্লাসে তাহারে দমিয়া!]*
ধিক্ মোরে শত ধিক্ যবনের দাস,
রাজপুত বলি আর কেন পরিচয়,
মৃত রাজপুতজাতি প্রতাপ সহিত,
রাজস্থান হিন্দুশূন্য ভারতজননী!
লজ্জাহীন কয়জন আছি মোরা বেঁচে,—
যবন-কিঙ্কর সবে নিজ ধর্ম্মদ্বেষী!
ফেটে গেল বক্ষঃ, হৃদে জ্বলিল অনল,
করিব না যুদ্ধ আর স্বধর্ম্মী সহিত,
উদ্ধার শিবাজী তুমি হিন্দুর গৌরব,

* [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলে।

মুছে ফেল হিন্দুভালে কলঙ্ক কালিমা,
যাউক মোগলরবি অস্তাচলপথে,
উঠুক মারাঠা-সূর্য্য ভারত-উজলি।
(কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া)
না, না, পারিব না কভু, সত্য ত্যজিবারে,—
মরুক স্বধর্ম্মী তায় পুড়ুক ভারত—
একমাত্র সত্যধর্ম্ম জীবন মরণে,
শিবাজী সহিত যুদ্ধ হবে না অন্যথা।
কি করি, কে দেয় যুক্তি, নাহি কি উপায়
দুইকূল রক্ষিবারে দারুণ সঙ্কটে।
ভারতের ধ্রুবতারা আশার প্রদীপ
জ্বলিবে কি মম এই ঝটিকা উৎপাতে;
কিংবা কে বলিতে পারে বিধাতার লীলা,
হয়ত জ্বলন্ত তেজে পুড়িবে যবন;
নহে শুভ মম পক্ষে এ বৃদ্ধ বয়সে
পরাজয় মহারাষ্ট্রে আজন্ম-বিজয়ী,
অথবা মারাঠা-ধ্বংশ শিবাজী সহিত—
একমাত্র আশস্থল ভারত-মাতার।
সন্ধি-সংস্থাপন হেরি একমাত্র পথ,
কিন্তু তাহে বহু বাধা বিঘ্ন সুপ্রচুর;
সুচতুর আরংজীব সন্দিগ্ধ হৃদয়
আমারে সন্দেহ করি পাঠায়েছে সাথে
বহু সেনাপতি হিন্দু মোগল পাঠান,
দিবে তারা বাধা এই মহান্ উদ্দেশ্যে;
কিন্তু তাহে নাহি ডরি, শিবাজী যদ্যপি

বৃদ্ধ বলি কৃপা করি প্রদানে সম্মতি।
পাঠায়েছি দূত সেথা, দেখি চেষ্টা করি,
ব্যর্থ হ'লে যুক্তিমত করিব তখন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত— করিয়াছি কার্য্য প্রভু! উপদেশ মত
"শিশোদীয় বংশে তব জনম রাজন্!
মহারাজ জয়সিংহ জন্ম এই কুলে,
পরস্পর জ্ঞাতি উভে সমধর্ম্মাচারী
ইচ্ছা তাঁর তব সনে করিতে সাক্ষাৎ,
উদ্দেশ্য স্থাপন সন্ধি উভয়ের মাঝে,
যে কোন উপায়ে তিনি আরংজীব ক্রোধ
করিবেন প্রশমন মহারাষ্ট্রপতি!"
মম বাক্যে পরিতুষ্ট হয়ে মহারাজ
রঘুনাথ পন্থজীয়ে দেছেন পাঠায়ে,
আদেশ পাইলে তব করেন সাক্ষাৎ
মহারাষ্ট্র দূতবর—পরম পণ্ডিত।

জয়সিংহ—আন পন্থজীরে দূত! সসম্মানে হেথা।

দূত—যে আদেশ প্রভু। (প্রস্থান)

(রঘুনাথ পন্থজার প্রবেশ)

রঘুনাথ—জয় হক মহারাজ অম্বরাধিপতি।

জয়সিংহ—প্রণাম চরণে দেব পণ্ডিত প্রবর!
সুমঙ্গল সমাচার সকলি তো তব,
কুশল তো শিবাজীর হিন্দুর গৌরব,
ক্লেশ কিছু হয় নাই আসিতে তো পথে?

রঘুনাথ—শারীরিক অকুশল নাহিক কাহার,

পথক্লেশ কিছুমাত্র হয় নি রাজন্!
মানসিকগতি কিন্তু মারাঠাজাতির
নহে শুভ এই কালে ক্ষত্রচূড়ামণি!

জয়সিংহ—মানসিকগতি শুভ মারাঠা জাতির
নহে কেন এইকালে পার কি কহিতে?

রঘুনাথ—মহারাজ! বিচক্ষণ বহুদর্শী তুমি
পারনি কি বুঝিবারে কেন এই গতি?
সারা হিন্দুস্থান এবে ভীষণ পীড়নে
অমানুষ অত্যাচারে আপ্লুষ্ট শরীর;
গিয়াছে প্রতাপসিংহ মেবারাধিপতি
নাহি কেহ সঞ্চারিতে সুস্নিগ্ধ সলিল;
নব জলধর এক নবীন উদ্যমে
সঞ্চারিছে ধীরে ধীরে মারাঠা-আকাশে,
গোলকুণ্ডা বিজাপুর ক্রমশঃ প্লাবিয়া
উদিছে মোগলাকাশে ঘন ঘটা করি,
ভেসে গেছে কত শত মোগল-সেনানী
সেনাপতি তেজপুঞ্জ দুর্দ্ধর্ষ সমরে,
পারিবে না কোনরূপে সে দুর্ম্মদ গতি
রোধিতে যবন-বলে। কিন্তু মহারাজ!
অনুকূল বায়ু যদি নহে প্রতিকূল
পৌঁছাতে কি পারে তরী কভু পরপারে?
ঝঞ্ঝাবাতে জলধর হয় বিচঞ্চল
কিন্তু বজ্রনাদে তার আস্ফালন বাড়ে;
হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু করিলে সংগ্রাম
হিন্দুই মরিবে রণে হাসিবে যবন।

মারাঠার নহে শুভ মানসিকগতি
এই সে কারণে নৃপ ক্ষত্রকুলমণি!
বিশেষতঃ মহারাজ বৃদ্ধ বিচক্ষণ
সহস্র সহস্র শত্রু মর্দ্দিত ও করে,
অশিক্ষিত নাবালক মহারাষ্ট্রজাতি
পারিবে না সহিবারে কভু তব বেগ।
এক পক্ষে শুক্লকেশ বীরেন্দ্র-কেশরী
বিপক্ষে অপক্ক বুদ্ধি তরুণ বালক,
নির্ম্মূলিত মহারাষ্ট্র-আশা চিরতরে,
তাই ক্ষুণ্ণ আজি সবে উদ্যম বিহীন।

জয়সিংহ — ক্ষুণ্ণ কেন ইথে বীর-মহারাষ্ট্রজাতি,
মানসিকগতি শুভ নহে কেন ইথে,
নৈরাশ্য যৌবনকালে নবীন জাতির
নহে তো উচিত কভু পণ্ডিতপ্রবর!
আশায় বঞ্চিত হলে, হয় বটে লোক
ম্রিয়মাণ, স্ফূর্ত্তিহীন: কিন্তু মহারাষ্ট্রে
ঘটে নাই হেন কিছু, যাহাতে মারাঠা
নৈরাশ্য-সাগর মাঝে যাইবে ডুবিয়া,
আশায় জগৎ, আশা উন্নতি-সোপান,
আশাহীন কেন হবে মহারাষ্ট্রজাতি?
কে জানে ভবিষ্য-কথা? উত্থান পতন
জগতের চিররীতি ঘটিছে সর্ব্বদা,
আজি যেবা উঠিয়াছে গিরিশীর্ষদেশে
কে জানে পতন তার নাহি হবে কাল।
ত্রিভুবন জয়ী বীর লঙ্কেশ রাবণ

বিজিত অযোধ্যাপতি মান্ধাতার করে।
কে জানে মোগল-রবি যাবে না ডুবিয়া?
জয়সিংহ-পরাজয় নাহি হবে রণে?
আশায় উদ্দীপ্ত তেজে দৃঢ়বদ্ধ পণে
করে যদি রণ বীর মারাঠা-কেশরী,
কে বলিতে পারে সেই অদম্য প্রবাহে
ভাসিয়া যাবে না এই মোগলবাহিনী;
জয় পরাজয় কথা কে পারে কহিতে?
নৈরাশ্য কর্ত্তব্য নয় মারাঠা-জাতির।

(কিছু কাল নীরব থাকিয়া)

শুন মোর কথা এবে, কহ শিবাজীরে
প্রবল ক্ষমতাশালী দিল্লীর সম্রাট্,
জয়াশা বিরুদ্ধে তার অতি ক্ষীণতর,
দুর্ব্বলে প্রবলে রণ নীতির বিরোধী,
সন্ধি-সংস্থাপন যুক্তি সম্মান রক্ষণে,
আসিয়া করুণ দেখা আমার সহিত,
সাথে করি লয়ে যাব বাদ্‌শা সদনে
সম্রাট্ সহিত দেখা করাব তাঁহার,
ভুলাইব আরংজীবে অত্যাচার যত,
রামসিংহ সম প্রিয় সন্তান আমার,
হবে না অনিষ্ট কিছু আমা বর্ত্তমানে।
তুলসী বেলের পাতা লহ দূতবর!
রাজপুতবাক্য কভু হবে না অন্যথা।
কহিও রাজনে দ্বিজ! রক্ষিতে স্ববলে
নিজ দুর্গগুলি আর পাঁচ ছয় মাস,

দেখাতে ক্ষমতা নিজ মোগলসৈনিকে,
পরে দেখা করিবারে আমার সহিত।

রঘুনাথ—যথা আজ্ঞা মহারাজ! পালিব আদেশ,
এখন বিদায় নৃপ! (প্রস্থান)

(দিলীর খাঁর প্রবেশ)

দিলীর—একি শুনি মহারাজ! মহারাষ্ট্র হতে
আসিয়াছে দুত নাকি সন্ধি-প্রার্থনায়,
আপনি দেছেন নাকি অনুমতি তায়?
তস্করের সনে সন্ধি এ কেমন ভাব?
যা হয় করুণ আমি করিব সমর
যাবৎ শিবাজী নাহি গললগ্নী বাসে
স্বয়ং আসিয়া করে সন্ধির প্রার্থনা,
হতমান হতদর্প না হয় যাবৎ।

জয়সিংহ—কেন এ ধারণা তব মুসলমান বীর!
জয়সিংহ অযৌক্তিক কার্য্য নাহি করে,
নিশ্চিন্ত হইয়া রহ ভেব না অন্যথা
শিবাজী বশ্যতা আসি মানিবে আপনি,
সত্য বটে দূত এক মহারাষ্ট্র হ'তে
এসেছিল সন্ধি-আশে আমার নিকট,
বলিয়া দিয়াছি তারে দেখাতে ক্ষমতা
মোগল সহিত রণে কিছু কাল ধরি,
পরাজিত হলে পরে আসিতে হেথায়
সন্ধির প্রস্তাব লয়ে মম সন্নিধানে।

দিলীর—আশ্বস্ত কথায় তব হ'লাম এখন,
দেহ আজ্ঞা সেনাপতি! যাই স্বীয় বাসে।

জয়সিংহ—যাও বীর! অকৃতজ্ঞ নহে রাজপুত,
অযথা সন্দেহ নয় নীতি অনুগত।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

জয়সিংহের শিবির।

(রাজা রায়সিং শিশোদীয়া, রাজা সুজনসিং বুন্দেলা, কিরাৎসিং এবং অন্যান্য সেনাপতি বর্গ আসীন)

[রাজা জয়সিংহের প্রবেশ ও উপবেশন]

শিশোদিয়া—মহারাজ! দেখিলাম অদ্ভুত বীরত্ব
মারাঠার, অত্যাশ্চর্য্য সমর দক্ষতা,
যুঝিয়াছি বহু যুদ্ধ বহু শত্রু সনে
কিন্তু হেন বীরপণা দেখি নাই কভু।
মোগল পাঠান কিংবা রাজপুতগণ
নহে সমকক্ষ কেহ ইহাদের সনে,
নির্ভিক অদম্য তেজী কৌশলী চতুর
মারাঠা সমান যোদ্ধা নাহি রাজস্থানে,
অসভ্য বর্ব্বর জাতি পর্ব্বত-নিবাসী
অশিক্ষিত যুদ্ধবিদ্যা অজ্ঞ ভীরু খ্যাতি
মাউলী পার্ব্বতীগণ, শিবাজী-সংস্পর্শে
মহাবীর মহাযোদ্ধা দুর্জ্জয় সাহসী।
হেন বীরজাতি সনে বড় তৃপ্তি রণে,
জয় পরাজয় ক্ষোভ হয় না উদয়।
দেশের কল্যাণ তরে স্বধর্ম্ম-রক্ষিতে

প্রাণ-তুচ্ছ-জ্ঞান করি করিছে সংগ্রাম,
কিবা সে উদ্যম কিবা প্রচণ্ড বিক্রম
ভয় বলি কোন কথা যেন বা জানে না,
অসংখ্য মোগল মাঝে পড়ি অকস্মাৎ
মথিছে মৃগেন্দ্র প্রায় মৃগযুথে যথা।
আগ্নেয়াস্ত্র তোপ হেরি নির্ভীক হৃদয়
মুহূর্ত্তের তরে ভীত নহে একজনা,
অদম্য উৎসাহে সবে যাইছে ধাইয়া
বিপদ্ অগ্রাহ্য করি ভীষণ আহবে।
শিবাজী সম্মুখে পশি দানিছে উৎসাহ,
ভ্রুক্ষেপ নাহিক কিছু সম্মুখ বিপদে,
অচল করীন্দ্র সম প্রশান্ত আনন
ফুটিছে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে,
নিদ্রাহার নাহি জ্ঞান ভ্রমিছে সর্ব্বদা
নির্ভীক হৃদয় বীর মারাঠা-কেশরী
বিপদ-শঙ্কুল স্থান রণ-ভূমি মাঝে
অসঙ্কোচে মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে সাথে ;
ধন্য দেশভক্ত-পুত্র মাতৃ-সুসন্তান!
মনে হয় ত্যজি এই ঘৃণ্য দাস্য-বৃত্তি
লুটাই মস্তক ওই দেবোপম পদে
জনম সার্থক করি সেবি ও চরণ।

জয়সিংহ—যথার্থ কয়েছ তুমি রাজপুতবীর!
আমিও আশ্চর্য্যান্বিত মারাঠা-সমরে।
জিনিয়াছি বহু রিপু, যুঝেছি বিস্তর,
হেরিয়াছি বহু বীর শক্তিশালী জাতি,

কিন্তু কভু হেরি নাই মারাঠা সমান
দুর্জ্জয় সাহসী জাতি নিখিল ভারতে,
জিনিতেছি রণ বটে সৈন্যসংখ্যা বলে,
নতুবা কালিমা মাখি নিষ্কলঙ্ক মুখে—
মোগলের যশস্সূর্য্য ডুবায়ে অতলে—
ফিরিতে হইত এই দাক্ষিণাত্য হ'তে।

সুজন সিং—জন্মিছে মনেতে ক্ষোভ ক্ষত্রচূড়ামণি!
হেন বীর-জাতি ধ্বংশ করিতে সমরে,
কি উচ্চ মনের গতি, কিবা দেশপ্রেম,
স্বধর্ম্মবৎসল কিবা গো-দ্বিজ-পালক।
নাহি কি উপায় কিছু হে বীরপুঙ্গব!
রক্ষিতে এ বীরজাতি মোগল-আহবে?
মোগল-সম্মান রক্ষি, মারাঠা-রক্ষিতে
চিন্ত কোন সদুপায় হে বীর-কেশরী!

জয়সিংহ—নাহি ভয় রহ স্থির হইবে উপায়,
অকুলে দিবেন কুল কুলপ্রদায়িনী,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ডুবিবার নয়
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত— মহাত্মা শিবাজী প্রভু! দুয়ারে দাঁড়ায়ে
অনুমতি হলে আসি করেন দর্শন।

জয়সিংহ—মহাত্মার উপযুক্ত যথার্থ শিবাজী,
হিন্দুর গৌরব বীর হিন্দু-কুলধ্বজা
উচিত করেছ তুমি সম্বোধন তাঁরে,
অনুমতি আবশ্যক নাহি কিছু দূত,

নিজে যাইতেছি আমি আনিতে তাঁহারে,
জুড়াব হৃদয় স্পর্শি দেব-দেহ তাঁর
মিটিবে অতৃপ্ত আশা বহুকাল ব্যাপি।

[জয়সিংহের প্রস্থান ও শিবাজী সহ পুনঃ প্রবেশ এবং সমস্ত সেনাপতির গাত্রোত্থান ও অভিবাদন এবং শিবাজী ও জয়সিংহের একাসন গ্রহণ]

সুজন সিং—(অভিবাদনান্তে) পরম সৌভাগ্য আজি, হেরিনু সাক্ষাতে
হিন্দুর গৌরব-রবি মারাঠা-কেশরী.
পোষিত আকাঙ্ক্ষা আজি পূরিল মোদের
(জয়সিংহের প্রতি)
তোমার প্রসাদে দেব ক্ষত্র-কুলমণি!

শিবাজী—বড় আপ্যায়িত আজ হ'লেম রাজন্!
প্রগাঢ় সৌজন্যে তব সভাজন-ভাষে,
নিজ বশে পেয়ে শত্রু হেন ব্যবহার
একমাত্র রাজপুতে শুধু শোভা পায়!

জয়সিংহ—সম্মানিত আমি আজি তব আগমনে,
আপন শিবির জ্ঞান করুন এ গৃহ,
তব যোগ্য নহে বটে এ বস্ত্র-আগার
কিন্তু কি করিব বীর! নাহি অন্যোপায়!

শিবাজী—তব আজ্ঞা পালনেতে কবে পরাঙ্মুখ
এ অধীন মহারাজ! দেছেন আদেশ
রঘুনাথ পন্থ মুখে আসিতে হেথায়,
অমনি এসেছি চ'লে আজ্ঞাধীন সম;
হয়েছি নিজেই রাজা! অতি সম্মানিত
তব শিষ্ট-আচরণে মহান্ প্রকৃতি!

জয়সিংহ—বিস্মৃত হইনি যাহা কহেছি পূর্বে

অনর্থক বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন
আসিয়াছ যে আশায় পূর্ণ কর তাহা;
কিন্তু বীর! বড় প্রীত আমি তব রণে
যথার্থ বীরেন্দ্রসিংহ তুমি বীরবর,
যে বীরত্ব দেখায়েছ দুর্গের রক্ষণে
অতি অল্প বীর তাহা পারে প্রদর্শিতে,
প্রস্তাব আমার এই শুন কিল্লাদার!
তোমার বীরত্বে আমি বড়ই সন্তোষ
আরংজীব কর্ম্ম তুমি করহ গ্রহণ
উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিব তোমায়;
পড়েছে বহুৎ সৈন্য নাহি আর আশা
সংগ্রামে বিজয়লাভ বীরেন্দ্রকেশরী!

মুরারবাজী—ভেবেছ কি এত নীচ মোরে সেনাপতি!
আজীবন অন্নধ্বংশ করিনু যাহার
ত্যজিয়া তাঁহারে আজি লইব শরণ
এ ছার পরাণ হেতু মোগল-রাজের?
রাখিব না এই প্রাণ শুন হে বীরেন্দ্র!
কেমনে বা দেখাইব এ মুখ আবার
হারাইয়া শত শত সম যোদ্ধগণে
বীরেন্দ্র শিবাজীরাজে মহারাষ্ট্রাধিপে;
সম্বর সম্বর বেগ ওবে মতিমান
বর্ব্বরের বাহুবল করহ পরীক্ষা।

(খড়্গ উত্তোলন ইত্যবসরে দিলীর কর্ত্তৃক শর নিক্ষেপ,
মুরারের বক্ষ বিদ্ধকরণ ও মুরারের পতন)

দিলীর—পড়েছে দুর্দ্ধর্ষ বীর, শোন সৈন্যগণ!

দ্বিগুণ উৎসাহে পুনঃ কর আক্রমণ
ছত্রভঙ্গ করি বধ পাও যারে যথা
উড়াও মোগলধ্বজা দুর্গের চূড়ায়।

(জনৈক মারাঠা সৈন্যের প্রবেশ)

মারাঠা সৈন্য—কি বলিলে সেনাপতি ! বধিতে মোদের ?
উড়াতে মোগলকেতু দুর্গের চূড়ায় ?
ভেবেছ কি দুর্গজয় হইয়াছে তব
যে হেতু পড়েছে রণে দুর্গের রক্ষক ?
মুছে ফেল সে আকাঙ্ক্ষা হৃদয় হইতে
এখন জীবিত আছে পঞ্চ শত বীর,
পড়িয়াছে সৈন্যাধ্যক্ষ কিবা তাহে ডর
এক সৈন্যাধ্যক্ষ গেছে আছি পঞ্চশত
মোগল পাঠান নহি আমরা মারাঠা
সেনাপতি অভাবেতে নহি বিচঞ্চল
ছত্রভঙ্গ করে কেবা হেন সাধ্য কার ?
বাঁধিতে মোগল-কেতু আছে কোন বীর ?
জেনে রেখ' সেনাপতি ! যাবৎ একটি
রহিবে মারাঠীসৈন্য দুর্গ-অভ্যন্তরে
তাবৎ মোগলধ্বজা উড়িবে না কভু
পুরন্দর-দুর্গচূড়ে ঘোষিয়া বিজয় ?

[যুদ্ধ ও মৃত্যু]

দিলীর—কি অদ্ভুত জাতি এরা, মৃত সেনাপতি
বিন্দুমাত্র ভীত নহে তথাপি সৈনিক ;
যতই নিরখি আমি প্রকৃতি এদের
স্বতঃই মনেতে হয় ধন্য বীরজাতি

সমকক্ষ নহে কেহ এ ভবমণ্ডলে,
ভারতঈশ্বর এরা হইবে অচিরে,
মোগল-সৌভাগ্য-রবি এদের প্রতাপে
অস্তমিত হবে ত্বরা ভারত হইতে।

(সুভাষ সিং ও শিবাজীর প্রবেশ)

সুভাষ সিং—মহারাষ্ট্রপতি ইনি শুন খাঁ সাহেব!
সন্ধির প্রস্তাব লয়ে এসেছেন নিজে,
সেনাপতি অনুমতি করেছেন দান
আনিবারে মহারাজে তব সন্নিধানে,
বৃথা সৈন্যক্ষয়ে আর নাহি প্রয়োজন
পুরন্দর দুর্গ ছাড়ি দেছেন রাজন্।

(দিলীর ও শিবাজীর পরস্পর অভিবাদন)

দিলীর—হউক তাহাই তবে, নায়ক-আদেশ
অবশ্য হইবে রক্ষা, জানাও তাঁহারে
স্থগিত করিতে রণ দেছে অনুমতি
দিলীর আদেশে তাঁর, অধীন-সেনানী।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রায়গড় দুর্গ—রজনী দ্বিপ্রহর।

(যশজী, তানাজী, সুরেশ্বর, আবাজী, অন্নজী, জিজাবাই ও শিবাজী)

সুরেশ্বর—চিন্তার সময় আর নাহিক অধিক
জয়সিংহ-দূতবর দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
লিখেছেন পত্র তিনি জানাতে তাঁহায়
অভিরুচি যাহা তব সন্ধির প্রস্তাবে,

গত দুইদিন তার, তৃতীয় দিবসে
জ্ঞাপন করিতে হবে উত্তর মোদের ;

যশজী— বিবেচ্য এখন এই কতদিন তরে
রবে সন্ধি বর্ত্তমান আরংজীব সনে.
পূরব বাঙলা আদি আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি
মোগলের অধীনতা করেছে স্বীকার,
একমাত্র দাক্ষিণাত্য মস্তক তুলিয়া
এখন' রয়েছে স্থির সমগ্র ভারতে ;
ইচ্ছা করিয়াছে তাই মোগল-সম্রাট্
পদানত করিবারে এই মহাদেশ ;
বাঞ্ছা তার না রাখিবে ভারত-মাঝারে
স্বাধীন সবল রাজ্য হিন্দু বা পাঠান ;
আছে দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা বিজাপুর,
যতদিন তাহা নাহি হয় পদানত
মোগল-রাজের, রবে সন্ধি ততদিন,
উদ্দেশ্য হইলে সিদ্ধ, মম মনে লয়,
সন্ধিপত্র-চুক্তিগুলি হবে অনাদৃত,
করিবে দলিত পুনঃ মহারাষ্ট্র-ভূমি ;
হেন সন্ধি করি বল' কিবা প্রয়োজন,
কি হেতু সময় দিব প্রবল অরিরে
বাড়াইতে বল তার, চলুক সমর,
হয় লুপ্ত হ'ক নাম মারাঠা-জাতির
অথবা মোগল আসি মানি পরাজয়
শিবাজীর অধীনতা করুক স্বীকার।

সুরেশ্বর—নীতিসিদ্ধবাক্য এই, সর্ব্বনাশকালে

অর্দ্ধ ত্যজি অর্দ্ধ রক্ষা করিবেন জ্ঞানী ;
উপস্থিত সর্ব্বনাশ মহারাষ্ট্রে আজি
প্রতিকূল গ্রহদোষে, এ সময় যদি
অর্দ্ধ ত্যাজি অর্দ্ধ রক্ষা পারি করিবারে
সময় পাইলে, পুনঃ পাইব প্রয়াস
অপরার্দ্ধ উদ্ধারিতে শত্রু বিমর্দ্দিয়া,
কিন্তু যদি এবে মোরা সন্ধির প্রস্তাবে
হই অসম্মত, হব' সমূলে বিনাশ ;
ধনহীন রাজকোষ, অস্ত্রহীন সেনা,
কার বলে বলো তবে এ মহা সঙ্কটে
সন্ধির প্রস্তাব মোরা ত্যজিব হেলায় ?

জিজাবাই—মন্ত্রিবর ! একেবারে নাহি কি ভরসা,
অক্ষম কি অনিচ্ছুক সৈনিক মোদের
পশিতে সংগ্রাম মাঝে মোগল-বিপক্ষে ?

সুরেশ্বর—নহে অনিচ্ছুক মাতঃ ! নহে বা অক্ষম
দিতে পারে প্রাণ তারা শত শত বার
রাজার আদেশে, কিন্তু মাগো ! অস্ত্র বিনা
কি করিবে বল' তারা সংগ্রামে পশিয়ে ?
অস্ত্র শস্ত্র তাম্বু দুর্গ খাদ্য দ্রব্য যত
পড়েছে শত্রুর করে, বিনা সরঞ্জাম,
না ঘটে বিজয় দেবি ! সাহসে বিক্রমে।

জিজী— শূন্য রাজকোষ ? কত অর্থ আবশ্যক
মোগলে দমিয়া বল' সমর-বিজয়ে ?

সুরেশ্বর—স্থির তার নাহি কিছু, শুন গো জননি !
বহুকাল ব্যাপি যদি চলে এ সমর

বহু অর্থ ব্যয় হবে মোগল-আহবে।
অসি ধনুর্ব্বাণে এবে চলে না সমর,
আগ্নেয়াস্ত্র আবশ্যক আধুনিক রণে
যার যত আগ্নেয়াস্ত্র জয়ী হবে সেই।
কুবের সদৃশ ধনী মোগল-সম্রাট্
নানাদিক দেশ হতে আনি কারিকর
গড়ায়েছে আগ্নেয়াস্ত্র কামান বন্দুক
লভে জয় তার বলে, নহে এতক্ষণ
মোগল-চরণ নাহি স্পর্শিত এ ভূমি।
আগ্নেয়াস্ত্রে সমতুল্য হই যদি মোরা
পারি তাড়াইতে এই দুর্ম্মদবাহিনী
সপ্তাহ কালের মাঝে মারাঠা হইতে,
কিন্তু দরিদ্র মারাঠা, কোথা পাবে
ব্যয়সাধ্য আগ্নেয়াস্ত্র কহ গো জননি!

জিজা— শুন মন্ত্রিবর! শ্বশুর-জনক-দত্ত
আছে বহু অলঙ্কার এখন' আমার,
ভেবেছিনু মৃত্যুকালে বধূগণে বাঁটি
দিয়ে যাব সমভাগে, কিন্তু শূন্য যবে
রাজকোষ অস্ত্রাগার, লহ তুমি তাহা,
আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মণেতে কর সব ব্যয়।

তানাজী—ধন্যা মাগো তুই মহারাষ্ট্র বলদাত্রী,
এমন না হ'লে কভু জুড়াত কি প্রাণ
মা বলে ডাকিয়া তোরে। বল' মন্ত্রিবর!
অভাব কি আছে আর, চাহ কি সৈনিক,
অযুত মাউলী সৈন্য জুটাইব আমি।

মুরেশ্বর— নহে অর্থ একমাত্র অভাব মোদের,
চাহি সুশিক্ষিত সেনা সমর-বিজয়ে ।
মাউলী সৈনিক, গণে না প্রাণের মায়া
জানি আমি তাহা, কিন্তু কেমনে যুঝিবে
বল' রাজপুত সনে, সুশিক্ষিত তারা,
বহু যুদ্ধ করি তারা সুনিপণ রণে ?
বিশেষতঃ জয়সিংহ বীরসিংহ খ্যাতি
কেমনে জিনিবে সেই বৃদ্ধ ধুরন্ধরে ?

তানাজী—(রোষে) রাজপুত ! রাজপুত ! সেই এক কথা
জানে প্রাণ দিতে তারা, মোরা কি জানি না ?
আসুক সময় শিক্ষা দিব রাজপুতে,
দেখাব জগতে কে সাহসী কে বিক্রমী;
সুশিক্ষা কুশিক্ষা লয়ে থাক মন্ত্রী ! তুমি,
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ঠাঁই
লইয়াছে যেই ব্রত, উদযাপনে তাহা
হইবে না পরাঙ্মুখ অসভ্য মাউলী ;
তুলনা দিতেছ তুমি রাজপুত সনে—
পরান্ন-পালিত যারা মোগল-সেবক—
করিছে সংগ্রাম যারা অর্থপ্রলোভনে ।
শোননি কি মন্ত্রীবর ! জন্মিলে সন্তান
মাউলী-জননীগণ উৎসর্গে তাহারে
দেশের মঙ্গল তরে স্বধর্ম্মস্থাপনে ?
অসভ্য আমরা, কিন্তু ভালবাসি দেশে,
করিতেছি যুদ্ধ মোরা রক্ষিতে স্বদেশ,
অর্থ প্রলোভনে মোরা করি না সমর ।

শিবাজী—পেশোয়াজী! পরামর্শ তবে স্থির এই
সন্ধি মোগলের সনে, করেছি স্বীকার
অধীনতা, চিরতরে রহিব তা'হলে
জায়গীরদাররূপে মোগল-রাজের?

সুরেশ্বর—মানবের সাধ্য যাহা সেধেছ রাজন্!
বিধির নির্ব্বন্ধ বল' কে পারে লঙ্ঘিতে?

শিবাজী—আমার আদেশে যবে এ দুর্গ সুন্দর
রচিলা যতন করি, কহ মন্ত্রীবর!
কি আশা হৃদয়ে তব আছিল তখন?
স্বাধীন-রাজার স্থান হইবে কি ইহা!
অথবা বসিবে হেথা জায়গীরদার?

আবাজী—(ক্ষুণ্নমনে) ক'রেছিলে স্বাধীনতা-আশা একদিন
জগৎজননী দেবী ভবানী আদেশে,
নিরস্ত হয়েছ প্রভু! সে চেষ্টা হইতে
তাঁহারি আদেশে পুনঃ, কেন এ আক্ষেপ?
সাক্ষাৎ ভবানী দেবী করেছেন মানা
হিন্দু-সেনাপতি সনে করিতে সমর।

অন্নজী—অনিবার্য্য যাহা প্রভু! ঘটিয়াছে তাহা,
গ্রহদোষে দোষী মোরা নিন্দা কিবা তাহে?
এক্ষণে করহ স্থির কর্ত্তব্য যা হয়,
দিল্লী-যাত্রা ভেটিবারে মোগল-সম্রাটে।

শিবাজী—সত্য তব কথা, কিন্তু যে কুহকী আশা
বহু কালাবধি স্থান পাইয়াছে হৃদে
উৎপাটন নহে তাহা বড়ই সহজ,
বিমল চন্দ্রের করে উজ্জ্বল বরণ

হেরিছ সম্মুখে ওই উন্নত পর্ব্বত ;
বাল্যকালে ওই স্থানে ওই শৃঙ্গদেশে
কিংবা উপত্যকাভূমে ভ্রমণ সময়
হৃদয়ে স্বপন কত হইত উদয়—
হেরিতাম মহারাষ্ট্র হ'য়েছে স্বাধীন
সমগ্র ভারতে উড়ে স্বাধীনতা-ধ্বজা,
পুনরায় হিন্দুরাজা শাসিছে ভারত
আসমুদ্র হিমাচল রাজত্ব বিস্তারি।
অলীক যদ্যপি এই আশা কুহকিনী
কেন তবে মা ভবানী বালক-হৃদয়ে
রোপিলেন এই বীজ চঞ্চল করিয়ে ?

(কিছুক্ষণ সকলের নীরবে অবস্থান ইত্যবসরে রামদাস স্বামীর অতর্কিতভাবে প্রবেশ)

রামদাস—সাবধান বীরবর ! ভবানী কদাপি
প্রবঞ্চনা নাহি করে কাহারো সহিত,
থাকে যদি মানুষের উৎসাহ বীরত্ব
অকুণ্ঠিতা নহে দেবী সহায়তা-দানে।

(শিবাজী প্রভৃতি সকলের রামদাস স্বামীকে অভিবাদন)

শিবাজী—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তবে কহ গুরুদেব !
দারুণ সঙ্কটে বড় ঠেকেছি এবার।
করিয়াছি সন্ধি প্রভু ! জয়সিংহ সনে,
হিন্দু তিনি মহাবীর হিন্দুর আদর্শ।
কেমনে সে সন্ধি আমি করিব লঙ্ঘন ?
এ নহে কপটাচারী সন্ধি মোগলের।
ব'লেছেন একদিন আমারে রাজন্—

"সত্য পালনেতে যদি নাহি রক্ষা হয়
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, হইবে কি তবে
সত্য-লঙ্ঘনেতে রক্ষা ধর্ম্ম সনাতন ?"
অদ্যও বিস্মৃত তাহা হইব না আমি।

রামদাস—সন্তোষ লভিনু তব বচনে শিবাজী !
এ হতে উচিত যুক্তি নাহি জানি আমি
কর্ত্তব্য করেছ স্থির যাহা তুমি শিব !
মহারাষ্ট্র-অধীশ্বর উপযুক্ত তাহা ;
আজি যদি গর্ব্বভরে অর্ব্বাচীন সম
নামিতে সমরহ্রদে ধর্ম্ম উপেক্ষিয়া
ডুবিত মারাঠাভূমি মজিতে আপনি
অঙ্কুরিত মহাতরু যেত শুকাইয়ে
সন্ন্যাসীর আশানদী হত মরুভূমি
অকালে অশনিপাত হইত ভারতে ;
রাখিলে সন্ন্যাসীমান, করি আশীর্ব্বাদ—
অচিরে ফলিবে তব আশা তরুবর ;
দিব্যচক্ষে হেরিতেছি সুদিন নিকট
হতাশ হয়ো না বীর ! শঙ্কট মাঝারে,
পরীক্ষা এ সব তব যেন মনে স্থির,
এখনও আছে বাকী জেন মহারাজ !
সাবধানে কর কার্য্য, বিচলিত যেন
হয়ো না ক্ষণেক তরে ধর্ম্মপথ হতে,
ছুটিয়া এসেছি তাই সর্ব্বকার্য্য ত্যজি
পাছে পথচ্যুৎ হও নিন্দ ভবানীরে,
মিথ্যা আশা উত্তেজনা নাহি দেন তিনি,

কর্ম্মের প্রথমে কিন্তু করেন পরীক্ষা;
উত্তরিলে সে কঠোর পরীক্ষা আসরে
অভয়া অভয়দানে তোষেন সন্তানে
অভিলাষ তার যাহা করেন পূরণ;
তাই বলি পুনঃ বীর! হয়ো না চঞ্চল;
কর্ত্তব্য এখন তব জিজ্ঞাস মায়েরে,
সাক্ষাৎ ভবানীরূপা জননী তোমার,
আদেশ করেন যাহা করহ পালন,
অগ্র বা পশ্চাৎ কিছু ভাবিও না তাই।

জিজা— একি কথা কহ প্রভু! থাকিতে আপনি
যুক্তি দিব আমি নারী স্বভাব চপলা?
দেবের আরাধ্য দেব উপস্থিত যেথা
সেখানে নারীর যুক্তি শোভা নাহি পায়,
তব প্রদর্শিত পথে চলেছে শিবাজী
কর্ত্তব্য যা হয় তার আদেশ স্বয়ম্।

রামদাস—এ কার্য্যের একমাত্র উপযুক্তা তুমি,
তোমার আদেশ দেবি! শিবাজী-সম্বন্ধে
বেদবাক্য সম বলি হবে গণনীয়,
অমঙ্গল বিন্দুমাত্র ঘটিবে না তার।
গৃহত্যাগী দণ্ডী আমি, একাজে আমার
যুক্তিদান অকর্ত্তব্য শোন মা জননী!
আমার বচনে তুমি প্রদান আদেশ
মঙ্গল দানিবে শিব অশিব নাশিয়া,
সন্ন্যাসীর বাক্য কভু হবে না অন্যথা
শিবের অশিব নাই সংসার-মাঝারে।

জিজা— পালিব আদেশ তব কঠোর সন্ন্যাসী !
মাতৃমুখে উচ্চারিবে দারুণ আদেশ,
হ'ক বাঞ্ছা পূর্ণ তব, বিধাতা-লিখন
কে পারে খণ্ডাতে এই অবনী-মাঝারে।
আদেশ আমার তবে শোন হে বীরেন্দ্র !
তোমরাও শোন সবে মন্ত্রীর সহিত,
এক শিব হ'তে আমি পেয়েছি সহস্র
শিবসম মহাবলী তেজস্বী সন্তান
নাহি ডরি বিন্দুমাত্র জ্বালাতে অচিরে
প্রবল সমরানল আরংজীব সহ,
কিন্তু তাহে জয় আশা না থাকে যদ্যপি
বৃথা প্রাণীক্ষয়ে বল' ফলিবে কি ফল।
*[ভবিষ্য দেশের আশা যুবকনিচয়
অকালে ত্যজিবে প্রাণ সে মহা আহবে
ফল শস্য পূর্ণা ভূমি হবে মরুভূমি
উল্লাস আনন্দভরা মহারাষ্ট্রদেশ
পরিপূর্ণ হবে শোক ক্রন্দনের রোলে,
মোদের বুদ্ধির দোষে সাজান বাগান
ভেঙ্গে যাবে ভিত্তিহীন অট্টালিকা সম]*
বুঝিয়াছি আমি, নহি মোরা সমতুল্য
এখন আহবে মোগলবাহিনী সনে,
অতএব কর' সন্ধি দ্বিধা না করিয়া,
অবশিষ্ট রাজ্য যাহা থাকিবে মোদের
কর' সুশাসন সবে, শিখাও সৈনিকে,

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলিবে।

রাজকোষ পরিপূর্ণ কর’ রত্ন ধনে,
পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা করহ পালন,
এইরূপে বলবৃদ্ধি কর’ মারাঠার,
পার যদি এইরূপ করিতে তোমরা
মোগল কদাপি নাহি করিবে সাহস
সন্ধিভঙ্গ করিবারে মারাঠা সহিত।

যশজী— হ’ক সন্ধি তবে মাতঃ! আদেশে তোমার,
কিন্তু কেন মহারাজ যাইবে দিল্লীতে
সাক্ষাৎ করিতে ধূর্ত্ত আরংজীব সনে
স্বদেশ স্বগণে ত্যজি সুদূর প্রবাসে?
আপন সোদরগণে বধেছে যে জন
বন্দী করি রাখিয়াছে স্থবির জনকে
কি বিশ্বাস আছে তারে, পেয়ে নিজ কোটে
বন্দী করি রাখে যদি কেবা উদ্ধারিবে?

জিজা— কহ শিব! অযৌক্তিক কথা নহে ইহা,
হ’ক সন্ধি, কিন্তু প্রয়োজন কিবা তব
দিল্লী-গমনের ধূর্ত্ত আরংজীব পাশে?

শিবাজী— শুন হে বীরেন্দ্রবৃন্দ শুন বন্ধুগণ!
জননী আদেশ কভু হবে না অন্যথা,
স্থাপিব অচিরে সন্ধি মোগল সহিত।
দিল্লী-গমনের মোর কিবা প্রয়োজন
কহিতেছি একে একে, শুনেছি বাদশা
বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ দূরদর্শী অতি
সাক্ষাতে বুঝাব ইচ্ছি দোষ গুণ তাঁর,
কেন অত্যাচার হয় হিন্দুর উপর

স্বধর্ম্মে সতৃপ্ত যারা, কোন্ আকর্ষণে
বরিবে অপর ধর্ম্ম স্বীয় ধর্ম্ম ত্যজি ;
দুর্ব্বিসহ জ্বালাময় দারুণ পীড়নে
অটল অচল হিন্দু রহিবে ভারতে,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পাবে না বিনাশ ;
যথার্থই আংরজীব বুদ্ধিমান যদি
বুঝিবে এ কথা মোর,—অত্যাচারে কভু
স্থায়ী নাহি হয় রাজা কারু এ ধরায়।
অপর উদ্দেশ্য এই, বহু জ্ঞানী গুণী
আসে রাজধানী মাঝে বহুদেশ হতে,
পাইলে সুযোগ আমি আলাপ করিয়া
শিখিব বিভিন্ন দেশ-নিয়ম-প্রণালী
রাজ-ব্যবহার কিবা শিল্পপূর্ত্ত কাজ,
দেখে লব সৈন্যাবাস দুর্গের গঠন
সমর-শৃঙ্খলা আদি দিল্লী-সম্রাটের।
আরও আছে সাধ মনে বারাণসীধামে
হেরিব শ্রীবিশ্বনাথে বিশ্বমাতা সনে ;
শুনিব শ্রীবৃন্দাবনে বাঁশরী নিশ্বন
কেমন মধুর বাজে রাধা রাধা রবে ;
স্নান করি পূততোয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে
পিতৃ পিতামহ অস্থি করি বিসর্জ্জন
মানব-জনম মম করিব সার্থক।
প্রদান আদেশ মাগো ভেটিতে সম্রাটে.
যদিও কপটাচারী দুর্বৃত্ত দুর্জ্জন
বন্দী করিবারে মোরে করে না সাহস

যেহেতু আবদ্ধ পণে জয়সিংহ বীর ;
বিন্দু মাত্র অমঙ্গল ঘটিলে আমার,
বন্দী করে যদি মোরে দিল্লীতে মোগল,
রাজপুত যোগ দিবে মহারাষ্ট্র সনে,
মোগল-আসন তাহে না রহিবে স্থির,
যবন-রাজত্ব-নাম ডুবিবে ভারতে ;
এ শুভ ঘটনা যদি ঘটে মা জননি !
মম এই প্রাণদানে, কি সৌভাগ্য আর
হতে পারে এ জগতে শরীর ধরিয়া !
কত যে যন্ত্রণা ক্লেশ সহি' মা জননি !
পালিলে আমারে মাগো যতন করিয়া,
দাও মা সুযোগ আজি, দাও মা বিদায়,
মাতৃভূমি তরে মাগো উৎসর্গি' জীবন
পারি যদি কণামাত্র শোধিতে সে ঋণ।
থাকে যদি ভক্তি মোর তব শ্রীচরণে
শ্রীগুরুপদারবিন্দে জগন্মাতা-পদে,
নব বল লভি পুন আসিব ফিরিয়া,
মহারাষ্ট্রে নব সূর্য্য করিব উদয় ;—
একমাত্র চিন্তা এই, যতদিন আমি
রহিব প্রবাসে, কেবা চালাইবে রাজ্য,
কে করিবে প্রজা-রক্ষা-শাসন-পালন,
এই চিন্তা হেতু বড় উৎকণ্ঠিত আমি।

জিজা— চিন্তা নাই প্রাণাধিক্ ! স্বকার্য্য সাধনে
অগ্রসর হও বৎস, যবে শিশু ছিলে,
বক্ষরক্তদানে আমি পালিয়াছি তোমা ;

তব রাজ্যরক্ষা তরে এ বৃদ্ধ বয়সে
আমিই শাসিব রাজ্য পালিব প্রজায়;
আবশ্যক হয় যদি ধরিব কৃপাণ,
পশিব সমরে রঙ্গে এলোকেশী বেশে,
রবে প্রাণ যতক্ষণ রক্ষিব সম্ভ্রম;
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে যাও বৎস! তুমি।
দেব-গুরু-পতিপদ পূজে থাকি যদি,
সেই পুণ্য বলে তুমি ফিরিবে কুশলে;
রামদাস স্বামী যার ইষ্টমন্ত্রদাতা,
সখা হেন গুণবন্ত সভাসদ জন,
অকৃত্রিম বন্ধু যার তানাজী যশস্বী,
কি ভয় কি চিন্তা তার সঙ্কটে বিপদে?

রামদাস—নীরস পাদপে কভু ফোটে কি কুসুম,
এমন জননী যদি না পেত শিবাজী,
এমন শিবাজী পৃথ্বী হেরিত না কভু—
ফুটে ফুল যেত ঝরে রসের অভাবে।
ধন্যা মা জননী জিজা ধন্যা নারী তুই,
জাগালি নিদ্রিত জনে মোহ নিদ্রা হতে!
বল' সবে উচ্চ কণ্ঠে গম্ভীর নিনাদে—
জয় মা জননী জিজা মারাঠা-জননী!

সকলে—জয় মা জননী!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য *

দিল্লী রাজপথ

(হিন্দু নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ হিন্দু নাগরিক — হা ভগবান! আজ একি হ'ল? যে একমাত্র আশা এতদিন ধরে হৃদয়কে উত্তেজিত কর্‌ছিল, বাহুতে বল সঞ্চার কর্‌ছিল, তাও আজ অন্তর্হিত হ'ল? হায় বিধাতঃ! এ তোমার কি লীলা? অঙ্কুরিত তরুবরে, নবপল্লবাচ্ছাদিত কর্‌তে কর্‌তেই কেন তারে কাটতে উদ্যত হ'লে? যদি তোমার কাটবারই ইচ্ছা ছিল, তবে তাকে কেন বাড়ালে? আর হতাশাদগ্ধ জীবন্মৃত এই হিন্দুগণের প্রাণেই বা কেন নব আশা জাগালে? সমগ্র ভারতে হিন্দুর একমাত্র আশা-রবি ক্রমশঃ নবীন ছটায় প্রগাঢ় আঁধার ভেদ করে' দিগন্ত উদ্ভাসিত করে' তুলছিল, হে নিদারুণ বিধাতঃ! কেন তুমি তারে নিদারুণ মেঘজালে আবৃত কর্‌তে উদ্যত হলে? একমাত্র আশা-প্রদীপ—তাও জ্বালিয়ে রাখ্‌তে তোমার প্রাণে সইল না? হিন্দুরাই যদি তোমার এতই চক্ষুশূল হয়ে থাকে, তবে তাদের এ পৃথিবীতে কেন স্থান দিয়েছ? পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি-চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলে দাও। যারা তোমার প্রিয়, যারা অণু রূপে প্রবেশ করে হিন্দুর অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত করে দিচ্ছে, সনাতন ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করছে, তুমি তাদের নিয়ে থাক, তাদের শীর্ষস্থানে তুলে দাও!

২ হিঃ নাগরিক— ভাই! কেন অকারণ বিধাতার নিন্দা করছ, তিনি কোন দোষে দোষী নন্। মানুষ স্বীয় কর্ম্মদোষে নানারূপ ফল ভোগ করে,

---

* [ ] এই দৃশ্যটি অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলে।

তাতে বিধাতার অপরাধ কি? আমরা যেমন কর্ম্ম করেছি, তার উপযুক্ত ফল ভোগ কর্‌ছি; মোগল সুকর্ম্ম করেছে, সুফল ভোগ করছে, এতে অনুযোগের কারণ কিছু থাক্‌তে পারে না। মহাত্মা শিবাজী অসাধ্য-সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন, বহু মন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, ব্রাহ্মণ-সম্মান বাড়িয়েছেন, গোবৎস বধ নিবারণ করেছেন; মানুষের যা সাধ্য, তার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নি; কিন্তু এক্ষণে কর্ম্মের ফলে জয়সিংহের নিকট পরাজয় স্বীকার ক'রে, দিল্লীর অধীন হ'তে বাধ্য হয়েছেন। তিনি নির্দ্দোষী। গ্রহের বিরুদ্ধে কে জগতে দাঁড়াতে সক্ষম? তবে এতে হতাশ হবার কিছু নেই; যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, এক শিবাজী গেলে শত শিবাজী মাথা উঁচু করে' উঠ্‌বে; কে জানে—ইনিই আবার নবীন তেজে নবীন উদ্যমে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌বেন না!

৩ হিঃ নাগরিক— কিন্তু ভাই, আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে এ সব শিবাজীর পরীক্ষা হচ্ছে, এ পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ হলেই আবার শিবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বলশালী শিবাজীতে পরিণত হবেন। দুষ্ট আরংজীবের কপটাচরণে সন্ধি ভঙ্গ হবে, শিবাজী কৌশলে মহারাষ্ট্র-ভূমে ফিরে যাবেন এবং সেখানে এমন অগ্নি প্রজ্বলিত কর্‌বেন যে তাতে সমস্ত মোগলরাজ্য একেবারে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

(দুইজন মুসলমান নাগরিকের প্রবেশ)

১ মুঃ নাগরিক— আরে ভাই খোদাবক্‌স! আর দেখছিস্ কি? হিন্দু বেটাদের জারীজুরী এবার সব ভেঙ্গেছে, বেটারা বড় বাহাদুরী করত 'আমাদের শিবাজী মহারাজ আছে, তিনি মোগলের অধীন নয়, তিনি একটা লম্বা চওড়া বীর', তা বেটাদের সে গুমোর এবার একেবারে ভেঙ্গেছে; কোথাকার একটা পাহাড়ী দস্যু, সেও আবার বীর; তবে বেটা দিন কয়েক বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল, আমাদের অনেক

গুলো রাজ্যও নাকি দখল করেছিল, আর সব চেয়ে আপ্‌শোষের বিষয় যে আমাদের বাদশার মামা, প্রধান সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ সাহেবকে শয়তান বেটা একেবারে নাকানি চোবানি খাইয়েছিল। তা বেটা যত বড়ই বাহাদুর হ'ক না কেন, আমাদের বাদশার কাছে কি ওসব সয়তানী খাটে? বাদশা দেখে শুনে এম্‌নি এক চাল চেলে দিলেন যে একেবারে এক কিস্তীতেই মাৎ; ধাড়ী বাচ্চা সমেত দিল্লীতে হাজীর। বাবা, আরংজীবের সঙ্গে শয়তনী!

২ মুঃ নাগরিক— যা বলিচিস্‌ মিয়াজান্‌, ও সব বুজরুকি আরংজীবের কাছে চলে না; বেটা ঠাউরেছিল, আরংজীবও বিজাপুরের সুলতানের মত একটা আস্ত গাধা, তা এবার বেটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে। এ বাবা পর্ব্বত-গহ্বরে লুকিয়ে শত্রুকে চোরা গোপ্তা মারা নয়, এ অতি সতর্ক শত্রু। হিন্দু বেটাদের দিন কয়েক ভারী আস্ফালন হয়েছিল, ভেবেছিল, শিবাজী মোগলকে তাড়িয়ে আবার হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠা করবে, আর সেই দেমাকে আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর্‌তে আরম্ভ করেছিল, এইবার হাঁদু-ভায়াদের একবার দেখে নেব; দিন কয়েক দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার শুনে সহ্য করে যাচ্ছিলুম, কিছু বল্‌তে সাহস হয়নি, এইবার সুদে আসলে শোধ নেব, দেখি বেটাদের আস্ফালন এখন কোথায় থাকে।

১ মুঃ নাগরিক— দরবার থেকে ঢ্যাড়া দিয়ে গেছে, আজ এই সময় সেই মারাঠী দস্যু শিবাজীটা এই পথ দিয়ে দিল্লী ঢুকবে। নগরবাসীরা ইচ্ছা কর্‌লে তা দেখ্‌তে পারে; আমি ভাই! সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি।

২ মুঃ নাগরিক— আমিও ভাই! একই উদ্দেশ্যে এসেছি! আমার ভাই! বড় কৌতূহল হয়েছিল, যে অত বড় বড় বীর আফ্‌জল খাঁ, সায়েস্তা খাঁকে হারাতে পারে সে না জানি কত বড় বীর, আজ সে কৌতূহল

মেটাব; আরও শুনেছি মারাঠী সৈন্যেরা নাকি অদম্যতেজী নির্ভীক, নিদ্রাহার ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ করে, ক্লেশ বা শ্রম বোধ করে না, আমি এ পর্য্যন্ত মারাঠীর চেহারা দেখিনি, দেখবার সাধও খুব আছে, আজ সে সাধও পূরণ করব।

১ মুঃ নাগরিক— তবে চল ঐ উচু জায়গাটায় দাড়িয়ে দেখিগে, ওখান থেকে বেশ দেখা যাবে। (উভয়ের সেই দিকে গমন)

(দুইজন মুসলমান চৌকীদারের প্রবেশ)

২ মুঃ নাগরিক— (হিন্দুদের উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া) এই কাফের বেটারা, শীগ্‌গির ওখান থেকে সরে যা, বেটাদের আস্পর্দ্ধা দেখ উচুস্থান দেখে দাঁড়িয়েছে, নেমে আয় বেটারা, শীগ্‌গির নেমে আয়।

১ হিঃ নাগরিক— অত চটে কথা বলচ কেন খাঁ সাহেব, আর গালা-গালিই বা দিচ্চ কেন? আমরা তো তোমাদের কোন অনিষ্টও করিনি বা কোন কথাও বলিনি; সরকারী-রাস্তা তোমাদেরও যে অধিকার আমাদেরও তাই।

১ মুঃ নাগরিক— কি বেটারা আমাদের অপমান কর্‌লি, আরও বলছিস্ আমাদের কিছু করিস্‌নি।

২ হিঃ নাগরিক— তোমাদের অপমান কর্‌লুম? কই আমরাতো কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।

১ মুঃ নাগরিক— তা আর বুঝ্‌বি কেমন করে? এবার বুঝিয়ে দি তারপর থেকে বরাবর বুঝ্‌তে পার্‌বি। বেটারা, আমরা তোদের বাদ্‌শার জাত তা জানিস্?

১ হিঃ নাগরিক— তা আর জানিনে, তোমাদের অমন খাপ্‌সুরৎ চেহারা দেখে সে টুকুও কি আর জান্‌তে পারিনি, খুব জানি।

১ মুঃ নাগরিক— জানিস্ নচ্ছার বেটারা, তবে জেনে শুনে আমাদের অপমান কর্‌লি?

হ্যায়? খাঁ সাহাব্‌কো বাৎকা উপর্ বাৎ চালায়া, জান্‌তা নেহি বদ্‌মাস্। আবি ফিন্ বাৎ বোলোগে তো ডাণ্ডা লাগায়েঙ্গে।

৩ হিঃ নাঃ— ভাই থেমে যাও, এখন আস্তে আস্তে সরে পড়ার ব্যবস্থা কর'।

১ চৌকিদার— (অন্যান্য হিন্দুনাগরিকদের প্রতি) ও শালে লোক্, আবি কিস্ আস্তে খাড়া হ্যায়, জল্‌দি ভাগো।

জনৈক হিঃ নাঃ— কেন চৌকীদার সাহেব! আমরা তো কিছু করি নি, সরকারী রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, তাতে কি দোষ হ'ল?

১ চৌকিদার— ভাগ্ যানে বল্‌তে হ্যায়, উও বাৎ নেহি শুন্‌কে ফির্ হামারা কৈফিয়ৎ মাংতেহো। সরকারী রাস্তা তুমারা বাপ্‌কা রাস্তা হ্যায়—ফির্ কহতে হ্যায়, জল্‌দি ভাগো'।

জনৈক হিঃ নাঃ— আমাদের উপর এত গরম কেন সাহেব, এই যে খাঁ সাহেবরা রয়েছেন, এঁদের তো কিছু বলচ না।

১ চৌকিদার— ভেড়ীকা বাচ্চা, জান্‌তা নেই খাঁ সাহাব্ লোক্ বাদশাকা জাত্‌ব্রাদার্ হ্যায়, উন্ লোগোঁসে তুমারা বরাবরি হোগা।

জনৈক হিঃ নাঃ— আমরাও তো বাদশার প্রজা বটে।

১ চৌকিদার— কেয়া কম্‌বক্ত, ফির্ বাৎ, জুড়িদার ভাই, শালে লোগোঁকো ডাণ্ডাসে ভাগাও (উভয়ের হিন্দুগণের প্রতি রুলের গুতা দেওন এবং তাহাদের পলায়ন এবং অপর দিক দিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনজন হিন্দু নাগরিকের প্রস্থানের চেষ্টা এবং পূর্ব্বোক্ত দুইজন মুসলমান নাগরিক কর্ত্তৃক পথরোধ)

১ মুঃ নাঃ— চৌকিদার্, ইয়ে লোক ভাগ্‌তা হ্যায় জল্‌দি পাক্‌ড়ো।

১ম চৌঃ— যো হুকুম খাঁ সাহাব। আয়্ বদমাস্, কাঁহা ভাগ্‌তা হ্যায়্ (তিন জনকে ধৃত করণ এবং হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক রুলের গুতো দিতে দিতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করণ)

১ হিঃ নাঃ— আমরা তো কোন কসুর করিনি, আমাদের প্রতি শুধু শুধু এ অন্যায় অত্যাচার কেন?

১ চৌকিদার— চল্ শালে লোক্ চল্, কসুর কিয়া ইয়া নেহি কিয়া উস্‌কা ফয়সালা থানামে হোগা।

(ডাণ্ডার গুতো দিতে দিতে লইয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী দরবার।

(আরংজীব, পাত্রমিত্র, সভাসদ ও ওমরাহগণ আসীন)

স্তুতি-পাঠকগণের প্রবেশ ও গীত—

ভৈরবী—একতালা।

জয় হোক রাজা জয় হোক তব সত্যধর্ম্মের রক্ষক,
মসজিদে মসজিদে গায় তব যশ, তুমি হে ধর্ম্ম-স্থাপক,
ইসলাম-ধর্ম্ম প্রচারের তরে, হয়েছে তোমার জনম,
হিন্দুধর্ম্ম নাশি স্থাপিছ স্বধর্ম্ম, তুমি হে মোগলতিলক,
আসমুদ্রব্যাপী হিমাচলাবধি তুমি হে সাম্রাজ্য-ঈশ্বর,
জ্ঞান বুদ্ধি বলে তব সম আর হেরে নাই কভু ভূলোক,
তব কীর্ত্তি-গাথা সমগ্র ভারতে হইছে সর্ব্বদা ধ্বনিত
তুমি দিল্লীর ঈশ্বর জগৎ ঈশ্বর প্রজাপুঞ্জ-পালক॥

আরংজীব— কোষাধ্যক্ষ, এদের সহস্র আসরফি পুরস্কার দিয়ে বিদায় করে দাও।

কোষাধ্যক্ষ— যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। (স্তুতি পাঠকগণ সহ প্রস্থান)

প্রহরী— (প্রবেশান্তে) জাঁহাপনা! কতিপয় হিন্দু প্রজা দ্বারে দণ্ডায়মান।

আরংজীব— আস্‌তে বল।

(প্রহরীর প্রস্থান)

(হিন্দুগণের অভিবাদন করিতে করিতে প্রবেশ ও সমবেত গীত)

ভূপালী—একতালা।

রক্ষ রাজা রক্ষ মোদের রক্ষ রাজা মোদের প্রাণ,
অত্যাচারে জর্জ্জরিত দাও হে মোদের অভয় দান,
মান সম্ভ্রম সব গিয়াছে দারা পুত্র পরিবার,
পেটে অন্ন নাই হে মোদের, আমরা প্রজা কর' ত্রাণ,
অতি ধার্ম্মিক খ্যাতি তব কর' ধর্ম্মে সুবিচার,
গীত হউক তোমার সুযশ ধরি সারা হিন্দুস্থান,
প্রজারঞ্জন রাজার ধর্ম্ম কর' পালন দিল্লীশ্বর
প্রজার চক্ষে জল ঝরিলে পায় না রাজা পরিত্রাণ॥

আরংজীব— উজীর, এদের সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিতে রক্ষীদের বলে দাও, এদের বিচার পরে হবে॥

উজীর— যথা আজ্ঞা সাহানসা (উজীরের ইঙ্গিতানুসারে জনৈক রক্ষীর হিন্দু-প্রজাগণকে লইয়া প্রস্থান)

আরংজীব— উজীর, আজ এত লোক সমাগম কেন?

উজীর— জাঁহাপনা, আজ মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর বাদশার দর্শনে দরবারে আসার কথা, তাই জাঁহাপনার পূর্ব্ব আদেশানুযায়ী এই সমস্ত সভাসদ্ ও ওমরাহবর্গকে দরবারে উপস্থিত থাকৃতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আরংজীব— তা বেশ হয়েছে।

(স্বগত) এতবড় স্পর্দ্ধা—চাহে সমকক্ষ হতে
দিল্লী-সম্রাটের, আসমুদ্র-হিমাচল
রাজত্ব যাহার, চলে সৈন্য অগণন
ইঙ্গিত করিলে, ভ্রুক্ষেপে ভাসিয়া যায়
শত মহারাষ্ট্র, ইচ্ছে সেই দস্যুপতি

সমান সম্মানলাভ আরংজীর সম,
উপযুক্ত শিক্ষা আজ দিইব তস্করে
ঘুষিবে কলঙ্ক যাহে সমগ্র ভারতে,
কিন্তু দস্যু অতি ধূর্ত্ত বধেছে আফ্‌জলে
বিংশতি সহস্র সৈন্য মাঝারে পড়িয়া,
মহাবীর সায়েস্তা খাঁ মাতুলে আমায়
অসংখ্য মোগলসৈন্য কৌশলে ভুলায়ে
শয়তান সম পশি শিবির মাঝারে
বড় অপদস্থ তাঁরে করেছে দুর্ম্মতি,
সাক্ষাৎ করিতে হেন দুর্ব্বৃত্তের সনে
সতর্কতা আবশ্যক, নহিলে দুর্জ্জন
অনিষ্ট সাধিতে পারে অতর্কিতে পশি,
বিশেষতঃ মম প্রতি আছে জাতক্রোধ।

(প্রকাশ্যে) উজীর! সতর্ক প্রহরী রাখ দুয়ারে দুয়ারে,
মম দেহরক্ষীগণে আদেশ সত্বর
সশস্ত্র সাজিয়া সবে আসিতে হেথায়,
দাঁড়াইতে চতুষ্পার্শ্বে দরবারগৃহে,
এ ময়ূর-সিংহাসন বেষ্টন করিয়া
সাবধানে দেহ মোর করিতে রক্ষণ।

উজীর— যথা আজ্ঞা দিল্লীশ্বর। (উজীরের ইঙ্গীত মত দেহরক্ষীগণের প্রবেশ ও রাজাদেশ মত দণ্ডায়মান্)

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ ও সম্রাটের প্রতি)

প্রহরী— খোদাবন্দ, মহারাজ শিবাজী সদলবলে রামসিংহ সহ আস্‌ছেন।

আরংজীব— আচ্ছা, তাদের এখানে আস্‌তে দাও।

প্রহরী— যো হুকুম। (প্রহরীর প্রস্থান)

[কথিতরূপ শিবাজীর প্রবেশ]

রামসিংহ— (আরংজীব সমীপে অগ্রসর হইয়া) সুলতান্! আজ বড় সুদিন, স্বাধীন শিবাজী আজ স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ; তিনি বাদশার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন।

আরংজীব— বেশ তাকে আস্‌তে বল।

[রামসিংহের গমন ও শিবাজীর সহিত সিংহাসন সমীপে আগমন এবং শিবাজীর মনে মনে মহাদেব, ভবানী এবং নিজ পিতার উদ্দেশ্যে তিন বার অভিবাদন এবং নজর প্রদান]

আরংজীব— আমার দক্ষিণ পার্শ্বে নভকোটের মহারাজা যশবন্ত সিংহের পশ্চাতে নিকটস্থ নিম্ন ভূমিতে দাঁড় করিয়ে দাও।

(শিবাজী ও তাঁহার পুত্রকে আদেশানুযায়ী দণ্ডায়মান করণ)

শিবাজী— (রোষে) যশবন্ত সিংহের ন্যায় একজন ওমরাও, যে আমার সৈন্যগণের নিকট পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেছে, আমি সেই ব্যক্তির পশ্চাতে দাঁড়াব? আপনার পিতা মহারাজা জয়সিংহ কি আমাকে অপমান কর্‌তে দিল্লী পাঠিয়েছেন? রামসিংহজী আমি এ অপমান কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না।

রামসিংহ— মহারাজ! উতলা হবেন না, এতে অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা, এটি দরবারের আচরণ হচ্ছে না। যখন এখানে এসে পড়েছেন, তখন সহ্য করে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

আরংজীব— (গোলমাল শুনিয়া) কিসের গোলমাল হচ্ছে রামসিংহজী?

রামসিংহ—সুলতান! অরণ্যনিবাসী ব্যাঘ্র বদ্ধ স্থানে ঢুকে গরম হয়ে গেছেন; ব্যাপার এমন বিশেষ কিছু নয়!

আরংজীব— (স্বগত) বেটা যেরূপ শয়তান, অপমানিত হয়ে ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় কোন অনিষ্ট ঘটাবে না কি? কি যে করে বস্‌বে তাতো কিছুই বুঝা যাচ্ছে না, (প্রকাশ্যে) মহারাজের যখন শরীর গরম, তখন

স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়াই বিধেয়। রামসিংহজী! মহারাজকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। আগামী কল্য অবসর মত পরস্পর ভাল করে দেখা সাক্ষাৎ হবে।

শিবাজী— রামসিংহজী! আমি বাদশার কি ধার্ ধারি? আমি শিবাজী, যশবন্তের পশ্চাতে আমার স্থান? বাদ্শা কার কি মর্য্যাদা তা আদৌ বোঝে না।

রামসিংহ— মহারাজ! আপনি আর বাদশার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে যাবেন না; আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন লোক দেখানর জন্য যেন বেশ খুসীই হয়েছেন এই ভাব দেখিয়ে যান এবং তারপর এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে স্বস্থানে ফিরে যান। এখন আপনি এখান থেকে নিরাপদে ফিরে যেতে পার্‌লে আমরা যথেষ্ট লাভ মনে করব। এখন দরবার থেকে বাসায় চলুন, সেখানে কথাবার্ত্তা হবে।

(শিবাজী, তাঁহার পুত্র, রামসিংহ এবং অনুচরবর্গ সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

আরংজীব— (স্বগত) আঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম; ধড়ে প্রাণ এল, ওঃ বেটা কি দুর্দ্দান্ত, এই দরবার-গৃহে এত বড় বড় মল্ল, যোদ্ধা প্রভৃতি থাকা স্বত্বেও একটু ভীত হ'ল না; আমার নামেতে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই আমায় দেখে একবিন্দু শঙ্কিত হ'ল না; উঃ বেটা কি ভীষণ সাহসী; আমার সামনেই এতবীর পুরুষের মাঝে অপমান সহ্য ক'র্‌বে না বল্লে! আফ্‌জল খাঁর বুকে যেমন ছুরী বসিয়েছিল সেইরূপ লাফিয়ে পড়ে যে আমার বুকে ছুরী বসায় নি, এই আমার কপাল জোর, এমন দুর্বৃত্তের সঙ্গে আর দেখা কর্‌চিনি, তবে মুঠোর মধ্যে পেয়ে যে বাছাধনকে আবার স্বদেশে ফিরে যেতে দেব' তাও দিচ্চিনি; এতক্ষণ শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা কর্‌তুম, কিন্তু মহাবীর জয়সিংহ তার প্রতিভূ হ'য়ে পাঠিয়েছেন, যদি সেরূপ আদেশ দি, তা'হলে মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত স্বীয় বাক্য-রক্ষার্থে বিদ্রোহী

হয়ে মারাঠার সঙ্গে যোগ দেবে, আর তা হ'লে মোগলরাজ্য রক্ষা করা সুকঠিন হয়ে দাঁড়াবে। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) (প্রকাশ্যে) মন্ত্রী! আমার শরীররক্ষী সর্দ্দারকে বলে দাও যে সে যেন সহস্র বাছা বাছা যোদ্ধা নিয়ে শিবাজীর বাসাবাটী ঘেরোয়া করে সতর্কতার সহিত পাহারা দেয়, শিবাজী যেন কোন ক্রমেই আমার লিখিত আদেশ ব্যতীত, বাসবাটী ত্যাগ না কর্‌তে পারে, এ আদেশের বিন্দুমাত্র অন্যথা হলে, দণ্ড,—শিরচ্ছেদ। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিশ্রাম কক্ষ।

আরংজীব।

প্রহরী—কুমার রামসিংহ জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী, তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।

আরংজীব—তাকে আস্‌তে বল।

(প্রহরীর প্রস্থান, অতঃপর রামসিংহের প্রবেশ)

রামসিংহ—মাদৃশ জনের পক্ষে সম্রাট্ সাক্ষাৎ
অবিধেয় এ সময়ে, কিন্তু জাঁহাপনা
পিতৃ সন্নিকট হতে দারুণ সংবাদ
পাইয়া এসেছি ছুটি জানাতে জনাবে।

আরংজীব—পিতার নিকট তব হইতে কুমার!
আসিয়াছে পত্র অদ্য মোদের সমীপে,
অবগত আছি যত সংবাদ তাঁহার।

রামসিংহ—অবগত তবে প্রভু! জনক আমার
বিদীর্ণ করিয়া রাজ্য জিনি শত্রুসেনা

আক্রমণ করেছেন শক্ররাজধানী,
সৈন্সের ন্যূনতা হেতু একাল অবধি
হস্তগত নহে তাহা, গোলকুণ্ডাপতি
বিশেষতঃ বিজাপুর-সাহায্য কারণ
পেরেছেন বহুসৈন সেনাপতি সহ,
অসংখ্য অরাতি-সৈন্স সমাবেশ তায়।

আরংজীব—আছি অবগত সব সংবাদ কুমার!

রামসিংহ—অরাতি-বেষ্টিত হয়ে চতুষ্পার্শে তাঁর
এখন যুঝিছে পিতা সম্রাট্-আদেশে,
অসম্ভব যুদ্ধ জয় এ মহা আহবে,
প্রার্থনা তাঁহার এই বাদশা সমীপে
অল্পমাত্র সৈন্স আর সাহায্য কারণ।

আরংজীব—বীরের অগ্রণী তব পিতা হে কুমার!
সক্ষম কি নন তিনি করিতে বিজয়
আপন সৈনের বলে বিজাপুর-পুরী—
সামান্ত পাঠানরাজ্য গোষ্পদ সমান?

রামসিংহ—মানুষের সাধ্য যাহা সাধিবেন পিতা;
শিবাজী পরাস্ত পূর্ব্বে হন নাই কভু,
পরাস্ত জনক-হস্তে সে বীরকেশরী।
আক্রান্ত পূর্ব্বে কভু বিজয়-নগর
হয় নাই দিল্লীশ্বর, কিন্তু পিতা এবে
করেছেন আক্রমণ বিপুল বিক্রমে,
প্রার্থনা সাহায্য তরে সৈন্স কিছু আর
তব পাশে জাঁহাপনা! জনকের মোর।
পাইলে সাহায্য এই, হবে কার্য্য শেষ—

উড়িবে মোগল-কেতু দাক্ষিণাত্য-দেশে,
বিস্তৃত হইবে রাজ্য দিল্লী-সম্রাটের।

আরংজীব—রামসিংহ! পিতা তব সুহৃদ্ মোদের,
বিপদ শুনিয়া তাঁর হইনু দুঃখিত,
জানাইও তাঁরে পত্র লিখিয়া কুমার!
সম্রাট্-আকাঙ্ক্ষা এই দিবস যামিনী,
অদ্বিতীয় বাহুবলে আপনি স্বয়ম্
করিবেন জয়লাভ বিজাপুর-রণে;
অধুনা সৈন্যের সংখ্যা অত্যল্প দিল্লীতে
সে কারণে অপারগ সাহায্য প্রেরণে।

রামসিংহ—(কাতরস্বরে) জাঁহাপনা!
পুরাতন দাস পিতা দিল্লী-সম্রাটের,
করেছেন বহুযুদ্ধ তব রাজ্যকালে,
পিতার সময়ে তব, বহু গুরু কাজ
সেধেছেন মোগলের অম্বরাধিপতি,
অপর উদ্দেশ্য আর নাহি এ জীবনে
দিল্লীশ্বর-কার্য্য বিনা সাধন তাঁহার;
এ ঘোর বিপদে তব সাহায্য বিহনে
সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন তিনি;
প্রদান' আদেশ প্রভো! প্রদান' ত্বরায়
সাহায্য-আদেশ বৃদ্ধদাসে কৃপা করি।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া)

অপর যাচ্ঞা মোর আছে তব পদে।

আরংজীব—কর' নিবেদন তাহা সত্বর কুমার!

রামসিংহ—দিল্লী আগমন যদা করেন শিবাজী

বাক্যদান করেছেন তদা পিতা মোর,
আপদ তাঁহার কিছু ঘটিবে না হেথা।

আরংজীব—অবগত আছি ইহা আমরা কুমার!
পিতার পত্রেতে তব পূরব হইতে।

রামসিংহ—রাজপুত-বাক্য-দান হইলে লঙ্ঘন
অতি নিন্দনীয় হয়, গণে মৃত্যু তারা।
প্রার্থনা পিতার তাই, দাসেরো সম্রাট্!
শিবাজী করিয়া থাকে যদি কোন দোষ,
ক্ষমি নিজগুণে তাহা, সদয় হইয়া
বিদায় আদেশ তাঁরে দান' নরনাথ!

আরংজীব—সম্রাট্-কর্ত্তব্য যাহা করিবেন তিনি,
সে বিষয়ে চিন্তা তব নাহি প্রয়োজন।

(রামসিংহের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রহরী-বেষ্টিত দিল্লীতে শিবাজী-কক্ষ।

(চিন্তামগ্ন শিবাজী)

শিবাজী—(স্বগত) ধন্য বুদ্ধিমান্ তুমি ধূর্ত্ত আরংজীব!
কৌশলে করিলে বদ্ধ প্রমত্ত কেশরী,
বিশ্বাস স্থাপিয়া হায় জয়সিংহ-ভাবে
চিরবদ্ধ হইলাম দিল্লী-কারাগারে—
সোণার স্বপন মম ভাঙ্গিল অকালে।
প্রভাত হইতে নিশি আসিল শর্ব্বরী,
বাল্যকালে রোপিলাম যে আশা-তরুরে
মুঞ্জরিল নানাবিধ ফল ফুলে শোভি,

প্রাবৃটের সমাগমে সাজিয়া সুন্দর
শুকাল নিদাঘতাপে সরস অটবি।
হিন্দুধর্ম্ম-সংস্থাপন, স্বাধীন রাজত্ব,
হ'ল না ভারতে আর শিবাজী হইতে।
বল্ আশা কেন তবে তুলিলি আকাশে,
আবার ফেলিলি কেন সুদূর অতলে ?
হায় মাগো শক্তিরূপা ভবানী অম্বিকে !
পূজিনু যে শিবশক্তি এতকাল ধরি
ফলিল কি ফল তার পাষাণ-দুহিতে !
সন্তানের কাতরোক্তি না পশিল কাণে ;
পাষাণী পাষাণকন্যা পাষাণহৃদয়,
তা না হ'লে সন্তানের মরম-বেদনা
মা হয়ে কভু কি কেহ পারে গো দেখিতে ;
সর্ব্বনাশী ছিন্নমস্তা পিশাচসঙ্গিনী
সন্তান-মমতা তুই বুঝিবি কেমনে,
বক্ষ তার ফেটে যায় মরম-ব্যথায়
তথাপি হৃদয়ে তোর লাগে না আঘাত ;
বল্ বেটী বল্ তবে—কেন বাল্যকালে
রোপিলি কোমলহৃদে আশার অঙ্কুর,
সোণার স্বপন কেন দেখালি আমারে,
না পূরাবি আশা যদি আশাপ্রদায়িনি ?

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

কি করিনু, নিন্দিনু আজ বিশ্বপ্রসবিনী,
যাঁর কৃপা-অভিব্যক্তি জগৎ সংসার,
যাঁর কৃপা-চক্ষু দুটি অরুণ চন্দ্রমা,

মরুৎ দানিছে প্রাণ বিশ্ববাসী জনে
যাঁর কৃপাচিহ্ন হেরি পাদপে পল্লবে,
নিন্দিনু অধম হেন দয়াময়ী মায় ?
ভুলিনু গুরুর সেই উপদেশ-বাণী
—পরীক্ষা করিছে তোরে ভবানী অন্নদা—
বিস্মৃত হইনু সব, ক্ষম মা আমায়.
গ্রহদোষেদোষী জনে কে দোষে জননী ?

(শয্যায় শয়ন)

(একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিমের প্রবেশ ও অভিবাদন)

শিবাজী—(ক্ষীণস্বরে) বসুন।

(হাকিমের উপবেশন)

হাকিম— মহারাজ ! আপনি হিন্দু, মুসলমানের চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না এ সংবাদ প্রাপ্তি হয়েও, আমি আস্‌তে বাধ্য হয়েছি; মানব-জীবন রক্ষা করা আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধি ও চিকিৎসকের ধর্ম্ম; আমি স্বধর্ম্ম পালনের জন্য বাধ্য হয়ে এসেছি। আপনার পীড়া কি ?

শিবাজী— জানিনা এ কি ভীষণ পীড়া, সর্ব্ব শরীর অগ্নিবৎ জলে যাচ্ছে, হৃদয়ে দারুণ বেদনা, সর্ব্ব শরীরে বেদনা।

হাকিম—(গম্ভীর স্বরে) পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসঞ্জাত। আপনার সেই পীড়া নয় তো ? দেখি আপনার হাত দেখি !

(শিবাজীর হস্ত প্রদর্শন এবং হাকিম কর্ত্তৃক কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা)

হাকিম— আপনার কথা যেমন ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ নয়, ধমনীতে রক্ত বেশ জোরে প্রবাহিত হচ্ছে। পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এ ব্যাধি কি প্রবঞ্চনা মূলক ?

শিবাজী— বিস্মিত হইয়া এবং ক্রোধসংবরণ করিয়া চিকিৎসকের

মুখের দিকে তাকাইয়া ক্ষীণ স্বরে) আপনি যেরূপ বল্‌চেন অন্যান্য চিকিৎসকেরাও সেইরূপই বলেন। এই মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিন দিন তিল তিল করে আমার জীবননাশ কর্‌ছে!

হাকিম— (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আমাদের একখানি চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাতে হাজার এক পীড়ার নির্দ্দেশ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি বাহ্য-লক্ষণহীন পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে,—যেমন কয়েদীরা কাজ না কর্‌বার জন্য যে পীড়ার ভাণ করে, তার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। দ্বিতীয় পীড়াটি এই—যুবকগণ এই পীড়াটির ভাণ করে নরকপথগামী হয়। তৃতীয়টির নাম "প্রবঞ্চনা পীড়া," প্রবঞ্চকগণ নিজ প্রবঞ্চনা গোপনের জন্য এই পীড়া ভাণ করে, তারও ঔষধ নির্দ্দেশ আছে। আমি সেই ঔষধ আপনাকে দিচ্ছি।

শিবাজী— সে ঔষধ কি?

হাকিম— সে একটি উত্তম ঔষধও বটে, উৎকট বিষও বটে। এই ঔষধে যথার্থ রোগ হলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হবে, আর যদি প্রবঞ্চনা হয়, কদর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণ-বিনাশ হবে।

(হাকিমের ঔষধ বাহির করণ)

শিবাজী— মুসলমানের ছোঁয়া জিনিষ আমি পান করি না।

(ধাক্কা দিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করণ)

হাকিম— এরূপ সজোরে হস্তসঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নয়।

শিবাজী— (ক্রোধে উঠিয়া বসিলেন) রোগীকে উপহাস করবার এই শাস্তি।

[সজোরে চপেটাঘাত এবং হাকিমের শুক্লশ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ। চপেটাঘাতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং মিথ্যা শশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল এবং তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ তানাজী মালশ্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

তানাজী— (হাস্য সম্বরণ পূর্ব্বক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) সখা কি সর্ব্বদাই

চিকিৎসকদের এরূপ পুরস্কার দিয়ে থাকো ? তা হ'লে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে চিকিৎসকদের বংশ লোপ পাবে। বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘুরছে।

শিবাজী— (সহাস্যে) বন্ধু! বাঘের সঙ্গে খেলা করতে গেলে কখন কখন আহত হ'তে হয়। যা হোক তোমাকে দেখে যে কতদূর আহ্লাদিত হ'লুম, তা বল্‌তে পারি না; কয়েকদিন থেকেই তোমাকে প্রত্যাশা কর্‌ছিলুম। এখন সংবাদ কি বল'।

তানাজী— এখন আগে তুমি কেমন আছ তাই বল'।

শিবাজী— শারীরিক কুশলে আছি, শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায় ?

তানাজী— আরংজীব কি নূতন কোন দুর্ব্যবহার করেছে।

শিবাজী— ছল করে এনে বন্দী করে রেখে দিয়েছে, এর চেয়ে আর নূতন কি দুর্ব্যবহার করবে। আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে নিজেই পায়ে শৃঙ্খল পরেছি। এ লজ্জার কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না।

তানাজী— এতে লজ্জা কি বন্ধু! আর আত্মতিরস্কারই বা কেন; মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। বিশেষ এ বিষয়ে তোমার দোষ কি ? তুমি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করে এখানে এসেছ; যে অসদাচরণে ও কপটাচরণে দোষী, মা ভবানী নিশ্চয়ই তার সমুচিত দণ্ড দিবেন। খলের জয় চিরস্থায়ী নয়। পাপী আরংজীব ছল করে তোমাকে বন্দী করেছে, সেই পাপে সে স্ববংশে নিধন হবে। তুমি আস্‌বার সময় রায়গড়ে যে কথা বলেছিলে, মহারাষ্ট্রবাসী কখনই সে কথা বিস্মৃত হবে না। আরংজীব যদি কপটাচরণ করে, মহারাষ্ট্রে যে প্রবল অনল জ্বলে উঠ্‌বে, তাতে সমস্ত মোগলরাজ্য পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে।

শিবাজী— তানাজি! সে ভরসা এখনও লোপ পায়নি। এখনও আরংজীব দেখ্‌বে মহারাষ্ট্র-জীবন লোপ পায়নি। আমি এখনও নিরাশ হইনি।

এই তুমি আসার একটু পূর্ব্বে অস্থিরচিত্ত হয়ে মা ভবানীর অযথা নিন্দা করছিলুম, পরে গুরুদেবের বাক্য মনে পড়ে বড় মর্ম্মাহত হয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বিছানায় শুয়ে ছিলুম, তন্দ্রাভাব এসেছিল, সেই তন্দ্রার মধ্যে দেখলুম, মা ভবানী যেন আমার শিয়রে বসে বল্‌ছেন "শিবাজী, কেন অস্থির হচ্ছিস্, বৎস! আমায় পাষাণী বলেছিস্; তাতে আমি রাগ করিনি, তোর ঐ প্রাণের আবেগের পাষাণী বুলি আমার বড় মিষ্টি লেগেছে, স্বপ্ন তোর মিথ্যা হবে না, আশা তোর ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে দিগন্ত আমোদিত করে তুল্‌বে, তুই হতাশ হ'স্‌নে, তোর পরীক্ষা শেষ হয়েছে, অচিরাৎ মুক্তিলাভ করবি"—মা ভবানী স্বপ্নে আমায় এই কথা বলে গেছেন, এখন আমি নিশ্চিন্ত, আমার লুপ্ত আশা আবার জেগে উঠেছে; এবার মোগল দেখ্‌বে শিবাজী দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না, মহারাষ্ট্রীয়েরা অসভ্য বর্ব্বর নয়, তারা মোগলসৈন্য অপেক্ষা অনেক বলশালী। আরংজীব! সাবধান! শিবাজীর সহিত চতুরতা! শিবাজী এ বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা হীন নয়। মা ভবানী সাক্ষী, এবার মহারাষ্ট্র-দেশে যে সমর-অনল প্রজ্জলিত করব তাতে এই সুন্দর দিল্লী নগর, এই বিপুল মোগলসাম্রাজ্য একেবারে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এখন এই কারাগৃহ হতে মুক্তিলাভ কর্‌তে হবে।

তানাজী— বন্ধু! আরংজীব যেদিন গগনসঞ্চারী বায়ুকে আবদ্ধ কর্‌তে সক্ষম হবে, সেই দিন তোমাকে দিল্লীর প্রাচীর মধ্যে বন্দী করে রাখতে পার্‌বে, তার পূর্ব্বে নয়।

শিবাজী— (সহাস্যে) তবে বোধ হয় আমার মুক্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করে, সেই সংবাদ দিতে এসেছ?

তানাজী— হাঁ প্রধান উদ্দেশ্য তাই। অদ্য রজনীযোগে ছদ্মবেশে গৃহ হতে পলায়ন কর, দিল্লীর চতুর্দ্দিকে যদিও উচ্চ প্রাচীর, তথাপি তোমার

পলায়নের জন্য এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে একস্থানে লৌহশলাকা স্থাপিত হয়েছে, তদ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা শিবাজীর অসাধ্য হবে না। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আটজন মাল্লা আছে, নিমেষ মধ্যে তারা মথুরায় পৌঁছিয়ে দেবে। সেখানে তোমার অনেক বন্ধু আছে, দেবালয়ে অনেক পুরোহিত আছে, সেখান থেকে অনায়াসে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে।

শিবাজী— তোমার উদ্যোগে তুষ্ট হলুম, প্রকৃত বন্ধুর আর একটি নিদর্শন দিলে; কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেউ দেখতে পায়, তা হলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আর জীবের হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু হবে।

তানাজী— প্রাচীরের যেখানে শলাকা প্রোথিত হয়েছে তার নিকটেই দশজন মারাঠা তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে। যদি কেহ তোমাকে দেখ্‌তে পায় বা তোমার গতিরোধ করে, তার মৃত্যু অনিবার্য্য।

শিবাজী— নৌকায় গমনকালে যদি কোন প্রহরী সন্দেহবশবর্ত্তী হয়ে নৌকা ধর্‌তে চায়?

তানাজী— নৌকায় যে আটজন বাহক আছে, তারা সকলেই উৎকৃষ্ট মারাঠী যোদ্ধা, তারা সশস্ত্র, সহসা কেহ নৌকা রোধ কর্‌তে সক্ষম হবে না।

শিবাজী— মথুরায় পৌঁছে যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?

তানাজী— তোমার পেশোয়ার ভগ্নিপতি আছেন, তিনি তোমার পরিচিত ও বিশ্বস্ত, তা তুমি ভাল জান। তিনি সমস্ত প্রস্তুত করে রেখেছেন; তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পার।

শিবাজী— এখন কথা হচ্চে, আমি পালালে, আমার পুত্র শম্ভুজী কোথা থাক্‌বে, বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থ ও প্রিয় সুহৃদ্ যশজী ও তুমি কোথায় থাকবে? আর আমার বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত সৈন্যেরাই বা কি করে আরংজীবের কোপানল থেকে মুক্তি পাবে?

তানাজী— শম্ভুজী, যশজী ও মন্ত্রীকে নিয়ে অদ্য রজনীতেই যেতে পার; আর সৈন্যেরা পালাবার কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করে নেবে; আর আমি রইলুম, যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব; আর যদি একান্ত অপারগ হই, তা'হলে তুমি নিরাপদ হয়েছ শুনলে, আমরা আনন্দের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না।

শিবাজী— অকৃত্রিম বন্ধু! তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলুম, কিন্তু বন্ধু! তুমি কি শিবাজীকে চেন না? শিবাজী কখন বিশ্বস্ত চিরপালিত ভৃত্যদের বিপদে রেখে নিজ উদ্ধার চায় না। এরূপ ভীরুতার কার্য্য তার দ্বারা কখনও হবে না। অন্য উপায় উদ্ভাবন কর, নচেৎ এতে শিবাজী রাজী হবে না।

তানাজী— অন্য অন্য উপায় নাই।

শিবাজী— বেশ পরে হবে, শিবাজীর এই প্রথম বিপদ নয়; অদ্য আমায় সময় দাও; শিবাজী উপায় উদ্ভাবনেও অপটু নয়।

তানাজী— আর সময় নেই, আজ রাত্রে না পালালে কাল আরও কঠোর পাহারার বন্দবস্ত হবে, তখন আর সহসা পালাবার উপায় থাকবে না।

শিবাজী— বন্ধু! তুমি যা বল্‌ছ তাও যদি সত্য হয়, তবুও শিবাজীর অন্য উত্তর নাই। শিবাজী আশ্রিতকে বিপদে রেখে আত্মপরিত্রাণ চায় না। এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়।

তানাজী— বন্ধু! বিশ্বাসঘাতককে শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। বিশ্বাসঘাতক আরংজীবকে শাস্তি দান কর, সমগ্র হিন্দুস্থান তোমার মুখ চেয়ে আছে, গো-ব্রাহ্মণ তোমার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন কর্‌ছে, মনে রেখ' আজ তুমি বন্দী নও—মা জননী জন্মভূমি আজ তোমার জন্য বন্দিনী। ভাই! অমত করো না, আমাদের জন্য ভেবনা, আমরা ম'লে, আমাদের মত শত শত সৈনিক পাবে, কিন্তু শিবাজীর অভাবে, আর দ্বিতীয় শিবাজী পাওয়া যাবে না।

শিবাজী— তানাজী, বন্ধু! আমি শাস্তি দেবার কে? যিনি ব্রহ্মাণ্ড-শাসক তিনি বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড দেবেন। আর সে সময়ের বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু ভাই! আশ্রিতকে ত্যাগ কর্‌তে পারব না। যদি অন্য উপায় থাকে বল'।

তানাজী— আমার আর অন্য উপায় জানা নেই। তবে মন্ত্রী রঘুনাথ পন্থ যে উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন, তার সম্যক আয়োজন চল্‌চে, তা সম্পন্ন হলেই পলায়নের দ্বিতীয় উপায় হবে।

শিবাজী— রঘুনাথ পন্থ আমার সহিত পরামর্শ করেই এ উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন, আর সেই যুক্তি অনুসারেই আমি এই অসুখের ভাণ করে আছি। পরে অসুখ সেরেছে এই কথা প্রকাশ করে বড় বড় হাণ্ডায় মিষ্টান্ন বিতরণের ভাণ করে, সময় মত একদিন আমি ও শম্ভুজী দুটি হাণ্ডার মধ্যে ঢুকে পলায়ন কর্‌ব। এখন রঘুনাথজী কতদূর কি করেছেন?

তানাজী— রঘুনাথজী সমস্ত অনুচরবর্গকে দিল্লী হতে নিষ্ক্রান্ত করার অনুমতি পত্র আনবার চেষ্টায় সম্রাটের নিকট গেছেন।

শিবাজী— আমি নিজের পলায়নের জন্য তত ভাবি না। আমার অনুচর-বর্গেরা নিরাপদ হয়েছে শুন্‌লে পূর্ব্বোক্তরূপে নিজের পলায়নের ব্যবস্থা কর্‌ব।

তানাজী— আর একটি সুখবরও তোমাকে জানাই। আমি রামসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিইছি, তিনি তাঁর পিতার ন্যায় উদার-চেতা ও সত্যপ্রিয়। তিনি স্বয়ং একদিন সম্রাটের নিকট সাশ্রু-নয়নে তোমার মুক্তি প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নি। তাঁকে রঘুনাথজীর নির্দ্দেশ মত তোমার পলায়নের যুক্তির কথাও জানিয়েছি, তিনি সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছেন এবং অর্থদ্বারা সৈন্য

দ্বারা যেরূপে পারেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তোমায় এ কার্য্যে সহায়তা করতে অঙ্গীকার করেছেন। এ ছাড়া দানেশমন্দ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদ্‌গণকে, মিষ্ট কথায় বা অর্থদ্বারা তোমার পক্ষবর্ত্তী করেছেন। দিল্লীতে হিন্দু মুসলমান এমন বড় লোক কেউ নাই যে এক্ষণে তোমার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু আরংজীব কারও কথা রাখে না।

শিবাজী— তবে বন্ধু! বোধ হয় আমি শীঘ্রই এখন আরোগ্যলাভ করতে পারি?

তানাজী— আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন তোমার নাড়ীর পরীক্ষা করেছে, তখন রোগ আরোগ্য না হয়ে আর যায় কোথায়? তুমি এখন ভাল করে আরংজীবকে দিল্লীর লাড্ডু খাওয়াবার বন্দবস্ত কর, আমি এখন চলি।

(হাকিম বেশে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লীর তোরণ দ্বার সমিপস্থ রাজপথ

(দুইজন মোগল প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী— শিবাজী এতবড় বুদ্ধিমান্ লোক হয়ে এমন ফাঁদে পা দিলে?

২য় প্রঃ— সময় যখন মন্দ হয়, তখন অতি বুদ্ধিমান্ লোকও বোকা হয়ে যায়।

১ম প্রঃ— যা বলেছিস্ ভাই, তা না হলে শিবাজীর মতন লোকের এমন ঘট্‌ত' না।

২য় প্রঃ— শিবাজী তো শিবাজী, সময় প্রতিকূল হলে স্বয়ং খোদাও পারেন কি না সন্দেহ।

১ম প্রঃ— তবে শিবাজী যে চিরকাল বন্দী অবস্থায় থাক্‌বে, সে বিশ্বাস আমার হয় না। আর তিনি যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন, এও আমার মনে হয় না।

২য় প্রঃ— আরে ভাই, শিবাজী যে রকম বুদ্ধিমান্ লোক, তাতে কি আর তিনি পালাবার কোন উপায় উদ্ভাবন কর্‌ছেন না, এ হতেই পারে না।

১ম প্রঃ— এখন যে ঝোড়া ঝোড়া মিষ্টান্ন বিতরণ কচ্ছেন, এইটিই যে পালাবার একটি ফন্দী নয়, তা কে জানে?

২য় প্রঃ— তাত' বটেই।

১ম প্রঃ— ওই ত্থাখ্, বল্‌তে না বল্‌তেই সওগাদ্ চলেছে। চল্ দেখা যাক্, আজ আবার কোন্ ওমরার কপাল ফিরেছে।

২য় প্রঃ— চল্ আমরা শুধু দেখেই যাই, খোদাব্যাটা একচোকো শুধু তেলা মাথাতেই তেল ঢালে। কই আমাদের বরাতে একদিনের জন্যও একটা সওগাদ্ জুটে না।

১ম প্রঃ— আরে ভাই, আপশোষ করে আর কি হবে, যেমন নসীব নিয়ে আসা গেছে তার বেশী আর কি হবে? এখন চল্ ঐগুলো পরীক্ষা করে দেখি।

২য় প্রঃ— চল্ ভাই চল্ যাদের যেমন নসীব।

(চারদল ভারবাহক কর্ত্তৃক চার ঝোড়া সওগাদ্ লইয়া প্রবেশ)

১ম প্রঃ— (সম্মুখস্থ ভারবাহকের প্রতি) তোমরা কি নিয়ে যাচ্ছো?

১ম ভারবাহক— আজ্ঞে সওগাদ্।

১ম প্রঃ— কে পাঠিয়েছে?

১ম ভাঃ— আজ্ঞে শিবাজী মহারাজ।

১ম প্রঃ— কার বাড়িতে যাবে?

১ম ভাঃ— আজ্ঞে রামসিংহজীর বাড়িতে।

১ম প্রঃ— আচ্ছা এখানে রাখ, আমরা পরীক্ষা করি।

১ম ভাঃ— আজ্ঞে নামাচ্ছি। ভাই সকল তোমরাও নামাও।

[সকলের সওগাদের ঝোড়া নামান]

(১ম প্রহরী কর্ত্তৃক ১ম ভারটি পরীক্ষা করণ)

২য় প্রঃ— (১ম প্রহরীর প্রতি) রোজ রোজ আর পরীক্ষা করা যায় না। ঐ একটা ত দেখেছিস্, এখন চল্ বাসায় ফিরি। আজ আমার বড় জরুরী কাজ আছে। আর সবগুলো দেখেই বা লাভ কি? সওগাদ্ পরীক্ষা করা ত আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১ম প্রঃ— যা বলেছিস ভাই, সব গুলো দেখার কোন দরকার নেই। চল্ এখন বাসায় ফিরি।　　　　(প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান)

(জনৈক ভদ্রবেশধারী মারাঠার প্রবেশ)

মারাঠাভদ্র— (বাহকগণের প্রতি) অনেক পথ ভার ব'য়ে তোদের বড় কষ্ট হয়েছে, আর ভার তুলে তোদের কষ্ট পেয়ে কাজ নেই! এই তোদের পুরো মজুরি নিয়ে ফিরে যা। আমি এখান থেকে অপর লোক দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌বো এখন।

(ভারবাহকগণের মজুরী প্রদান ও ভারবাহকগণের প্রস্থান)

[মধ্যস্থলের দুইটি ঝোড়ার মুখ খুলিয়া]

—আপনারা শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন, (শিবাজী ও শম্ভুজীর বাহির হওন)

শিবাজী— আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।

মাঃ ভদ্র— মহারাজ! এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নয়; আপনারা শীঘ্র এস্থান থেকে পলায়ন করুন। ঐ অদূরে বৃক্ষতলে অশ্ব আছে। ঐ অশ্বে আরোহণ করে বরাবর চলে যান্। সম্মুখে নদীর ধারে সজ্জিত নৌকা আছে, তাতে আরোহণ করে মথুরায় যাবেন এবং সেখান থেকে যেরূপ ভাল ব্যবস্থা বোধ করেন সেইরূপ করবেন। আজ বড় সৌভাগ্য যে প্রহরীরা কেবল সামনের

ঘোড়াটা পরীক্ষা করেই চলে গেল। তা না হলে বড় অনর্থ ঘট্‌তো। (জোড় হস্তে) প্রভু, মহারাজ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না। শিগ্‌গির এখান থেকে চলে যান্।

শিবাজী— আপনার পরিচয়টা কি দেবেন না।

মারাঠা ভদ্র— আমার পরিচয়ের তো কোন আবশ্যক নাই মহারাজ!

শিবাজী— আপনার না থাকৃতে পারে, কিন্তু শিবাজীর যথেষ্ট আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুবিধা না থাকৃলে কাহারও নিকট শিবাজী সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়।

মাঃ ভদ্র— মহারাজ! আর সময় নষ্ট কর্‌বেন না। শিগগির্ প্রস্থান করুন।

শিবাজী— আপনার পরিচয় না পেলে, আবার আমি দিল্লীতে ফিরে যাব।

মাঃ ভদ্র— মহারাজ! আর বিলম্ব করবেন না।

শিবাজী— শিবাজীর বাক্য কখনও অন্যথা হয় না।

মাঃ ভদ্রঃ— তবে মহারাজ, একান্তই আমার পরিচয় দিতে হবে।

শিবাজী— নিশ্চয়ই!

মাঃ ভদ্র— তবে এই পরিচয় গ্রহণ কর (ছদ্মবেশ উন্মোচনপূর্ব্বক্ শিবাজীর বাল্য সহচর তানাজীর হাস্যকরণ)।

শিবাজী— বন্ধু! সুহৃদের আর একটি নিদর্শন প্রদান কল্লে। বন্ধু, তোমার সাহায্য নিতে আমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নই।

তানাজী— বন্ধু! আর এখন কথায় কাজ নেই, আমি যেরূপ নির্দ্দেশ করেছি, সেইভাবে প্রস্থান কর। আবার পুনায় দেখা হবে।

শিবাজী— তবে তাই হবে বন্ধু, এখন বিদায়।

তানাজী— মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুণ।

(উভয়ের উভয়দিক দিয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহারাষ্ট্রদেশ—রায়গড় দুর্গাভ্যন্তর।

(অসিহস্তে জিজাবাই)

জিজাবাই— কেন অশ্রু নয়নেতে আসিস্ আবার ?
হৃদয় ! দৌর্ব্বল্য তোর কেন মাঝে মাঝে,
শিবাজী-জননী আমি বীরপ্রসবিনী
কাতরতা চঞ্চলতা নাহি মোরে সাজে,
সম্মুখে প্রভূত কার্য্য রয়েছে আমার,
বার বার মুসলমান আক্রেমিছে দেশ,
রাজ্যের রক্ষণভার আমার উপর।
অধৈর্য্য হয়োনা হৃদি, হয়োনা নিরাশ,
প্রবাসে শিবাজী বন্দী—কেন তাহে ভয়,
অস্থির হতেছ কেন হৃদয় আমার ?
জান ত সকলি তুমি—শিবের অশিব
ঘটিবে না কভু জিজা জীবিত যাবৎ ;
কেন তবে মূর্খ মন পুনঃ বিচঞ্চল,
রক্ষ দত্তরাজ্য তার, যাবৎ বাহুড়ি
না আসে শিবাজী মোর প্রবাস হইতে ;
দৃঢ় করে ধর অসি, দেখাও মোগলে,
বীরেন্দ্র-জননী জিজা, সমর-তরঙ্গে
নাহি ডরে মুসলমানে, জয়সিংহ বীরে,—
নারী বটে—কিন্তু—বীরসিংহের জননী।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—— মা ! একজন সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ কামনা কচ্চেন।

জিজা——. তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান)

(দীর্ঘজটাজুটধারী সন্ন্যাসীবেশে শিবাজীর প্রবেশ
ও জিজাবাইএর চরণে প্রণাম)

জিজা—— একি আচরণ তব সন্ন্যাসীপ্রবর!
সাধুর প্রণম্য নহে গৃহস্থ কদাপি।

শিবাজী— সর্ব্ব দেব হতে তুমি প্রণম্য আমার,
তাই নমিতেছি পদে আশীষ জননি!

জিজা—— (শিবাজীকে বক্ষে ধারণ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে)
আসিলি কি ফিরে বৎস, প্রবাস হইতে
দুঃখিনী-অঞ্চল-ধন হারানিধি মোর!
ধর্ বৎস! অসি তোর, নাহি আর বল
ধারিতে এ হস্তে মোর, নহে কলুষিত
জননীর হস্তে তোর ইহা প্রাণাধিক।

শিবাজী— পরিচয়ে আবশ্যক কিবা গো জননি,
সিংহিনী না হলে গর্ভে জন্মে কি কেশরী?
এই বাহু এই তেজ এ অদম্য বল,
তব সম মাতা বিনা সম্ভবে কি কভু?

জিজা—— কে আছ প্রহরী, (প্রহরীর প্রবেশ) ত্বরা জানাও সকলে,
কর শুভ শঙ্খধ্বনি, উড়াও পতাকা,
প্রের পূজা ভারে ভারে ভবানী-মন্দিরে,
আর যত দেবালয় আছে রাজ্যমাঝে,
প্রচার' রাজত্ব মাঝে, জানাও প্রজায়,
তাদের শিবাজী আজি আসিয়াছে ফিরে।
কহ সভাজনে আর অমাত্য সকলে
ত্বরায় আসিতে হেথা সর্ব্বকার্য্য ত্যজি।

প্রহরী—— যথা আজ্ঞা মা জননী (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

রায়গড় দুর্গ।

নানারত্ন বিভূষিত বিবিধ সাজে সজ্জিত সিংহাসনযুক্ত দরবার গৃহ।

(মুরেশ্বর, রঘুনাথপন্থ, নীলপন্থ, বশজী, অন্নজী, আবাজী, গাগাভট্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, সভাসদ্‌গণ, নাগরিকগণ ও জিজাবাই)

মুরেশ্বর— সভাসদ্‌গণ, যাবতীয় প্রজাবৃন্দ, মাতা জিজাবাই! আমাদের আকাঙ্খা আপনাদের নিকট নিবেদন করছি, আপনারা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন:— মা ভবানীর প্রসাদে এক্ষণে মহারাজ শিবাজী সর্ব্বত্র জয়লাভ করেছেন, মহারাষ্ট্র-বিজয়-পতাকা আজ মহাগৌরবে সুদূর গগন ভেদ করে মহোল্লাসে উড্ডীয়মান হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য এই, যাঁর ভুজবলে দিল্লীশ্বর পরাজিত, বিজাপুর পদানত, গোলকুণ্ডা আশ্রয়প্রার্থী, যাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য, সুবিশাল রাজ্য, যিনি প্রতাপে, গৌরবে অদ্বিতীয়, তিনি কি সামান্ত নিজামসাহি-দত্ত রাজোপাধি লয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকবেন?

হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ— কখনই না, তা হতে পারে না।

মুরেশ্বর— তবে শোন প্রজাবৃন্দ! আমাদের ইচ্ছা, সোপার্জ্জিত রাজ্যে তিনি ছত্রপতি-রাজারূপে শোভিত হউন। আমরা তাঁর অভিষেকের আয়োজন করেছি। এক্ষণে তোমাদের সকলের অনুমতি, মাতা জিজাবাইএর অনুমতি, আর পরমারাধ্য শ্রীমন্ রামদাস স্বামীর অনুমতি পেলেই মহাত্মা শিবাজীকে রাজসিংহাসনে অভিষেকপূর্ব্বক ছত্রপতিরূপে দর্শন করে মনস্কামনা পূর্ণ করি।

সকলে— আমরা এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

মুরেশ্বর— মা, কই আপনি তো কিছু বল্লেন না।

জিজা— বৎস, এ বিষয় কি আর আমায় জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার

চেয়ে এ বিষয়ে আর অধিক সুখী কে হবে। বৎস! স্বচ্ছন্দে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন কর।

(রামদাস স্বামীর প্রবেশ, সকলের অভিবাদন)

সুরেশ্বর— প্রভু! আপনারই আদেশ-প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছি

রামদাস— আমার কি আদেশ-প্রতীক্ষা করছ' মন্ত্রীবর?

সুরেশ্বর— আমরা সকলে একমত হয়ে স্থির করেছি যে মহাত্মা শিবাজীকে মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে ছত্রপতিরূপে বরণ করব।

রামদাস— মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য আপন কিরণজালেই প্রজ্জ্বল হয়, এতে অপরের অনুগ্রহের আবশ্যক হয় না। যদি একান্তই আমার আদেশের প্রয়োজন হয়, সে আদেশ আমি বহুপূর্ব্বেই প্রদান করেছি, অদ্য আবার নূতন করে বলছি— মহারাজ শিবাজী মহারাষ্ট্রভূমে ছত্রপতিরূপে শোভিত হউন।

সুরেশ্বর— (গাগাভট্টের প্রতি) ভট্টরাজ, সর্ব্বত্রই অনুকূল অনুমতি পাওয়া গেছে, এক্ষণে আপনারা সম্যকভাবে প্রস্তুত থাকুন, মহারাজ শিবাজী উপস্থিত হলেই, তাঁকে সিংহাসনে অভিষেকপূর্ব্বক ছত্রপতিরূপে পরিশোভিত করুন।

গাগাভট্ট— মন্ত্রীবর, আমাদের কোন ত্রুটী হবে না।

(শিবাজীর বিমর্ষভাবে প্রবেশ এবং মাতা জিজাবাই, রামদাস স্বামী ও ব্রাহ্মণবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম)

জিজা— এমন আনন্দের দিনে তোর মুখে বিমর্ষচিহ্ন কেন বাবা! কোন অমঙ্গল ঘটেছে কি?

শিবাজী— মা, আজ মহারাষ্ট্রবাসীদের পক্ষে শুধু আনন্দ নয়, মহানন্দের দিন সত্য, কিন্তু শিবাজীর আজ বড় অসুখের দিন; মা তোমার আদেশ মত সিংহগড় বিজয় হয়েছে, কিন্তু মা সেই বিজয়ী সিংহ কোথায়?

আমার সেই অকৃত্রিম বন্ধু, সহস্র বিপদের সহায়, বাল্যসহচর তানাজী কই? সিংহগড়-বিজয়ে যে রত্ন হারিয়েছি, সহস্র মহারাষ্ট্র-সিংহাসন-লাভেও সে রত্নের তুলনা হবে না।

রামদাস— একি শিবাজী! তুমি শোকে অভিভূত হচ্ছ?

শিবাজী— গুরুদেব, প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমি আর রাজ্য ধন চাই না। আপনার-গচ্ছিত রাজ্য আবার আপনি ফিরিয়ে নিন। হৃদয়ে যে আঘাত লেগেছে, তাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়ে গেছে। গুরু-দেব! প্রাণপ্রতিমা সখিবাই-এর মৃত্যুতে এত যন্ত্রনা বোধ করি নাই, প্রিয়তম পুত্র শম্ভুজির বিদ্রোহিতায় এত কাতর হই নাই, কিন্তু চিরবন্ধু বাল্যসহচর তানাজী আমায় যে যন্ত্রনা-সাগরে নিমজ্জিত করে গেছে তাহা অসহনীয়।

রামদাস— বৎস, ধৈর্য্য ধর, শোক করার জন্য মা ভবানী তোমায় পাঠান নাই, কর্ম্মী পুরুষ কাজ করে যাও। অগ্রপশ্চাৎ ফিরে দেখ না, এখনও তোমার ঢের কাজ বাকী, এখনও তোমার জন্মভূমি সম্পূর্ণ বন্ধন মুক্ত নয়, সিংহাসনে আরোহন কর, রাজোপাধি গ্রহণ কর, আবার দুর্দ্দমনীয় তেজে মাতৃভূমির সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন কর।

জিজা— বৎস! গুরুর আদেশ অমান্য ক'র না।

শিবাজী— না মা, আমি গুরুর আদেশ, কি তোমার আদেশ, কখন অমান্য করি নাই এবং যতদিন এ দেহ থাকবে ততদিন করব না। গুরুদেব, বাল্যবন্ধু-বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে ক্ষণকালের জন্য আপনার উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিলুম; তজ্জন্য অবোধ শিষ্যের দোষ গ্রহণ করবেন না; শিষ্যের প্রতি সদয় হ'ন।

রামদাস—বৎস! আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই। তুমি শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়েছিলে, তাই তোমাকে আবার উপদেশ দিয়াছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার প্রতি অসদয় নই।

শিবাজী— তবে মন্ত্রীবর, আপনারা আপনাদের অভিপ্সিত কার্য্যের আয়োজন করুন, আমি প্রস্তুত।

সুরেশ্বর— ভট্টরাজ! আপনারা এখন আপনাদের কার্য্য সম্পাদন করুন।

গাগাভট্ট— আমাদের কার্য্য আমরা করে নিচ্চি।

(শিবাজীকে রাজপরিচ্ছদে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অভিষেকপূর্ব্বক মস্তকে ছত্রধারণ)

সকলে—জয় ছত্রপতি শিবাজী।

রামদাস—আবার বল, জয় জয় মা ভবানী, জয় ছত্রপতি শিবাজী।

সকলে—জয় মা ভবানী—জয় ছত্রপতি শিবাজী।

(চারণের প্রবেশ ও গীত)

চারণ— দেশ—একতালা।

কি আনন্দধারা বহিল পরাণে হৃদয় ভরিয়া গেল,
নব সূর্য্যোদয় হইল ভারতে আঁধার কাটিয়া গেল,
হিন্দুস্থান মাঝে মহারাষ্ট্র-ভূমি নবীন সাজেতে সাজিল,
মহারাষ্ট্র-জাতি নবীন উদ্যমে নবীন জীবন স্থাপিল,
একতা-বন্ধন করিয়া স্থাপন অসাধ্য সাধন সাধিল,
জাতি ধর্ম্ম ভূলি করি কোলাকুলী ভাই ভাই সবে মিলিল,
জাতি-অভিমান স্বদেশ-রক্ষণে অসঙ্গত তীব্র ধ্বনিল,
চারণের খেদ হৃদয়ের জ্বালা আজি গো উল্লাসে জুড়াল॥

শিবাজী—চারণদেব! আপনার সেই মর্ম্মস্পর্শী গান শুনে প্রাণে যে প্রবল বেগ উত্থিত হয়েছিল তারই পরিণাম এই মহারাষ্ট্রে মহাজাগরণ, আর তারই ফলে নগণ্য জায়গীরদারের পুত্র শিবাজী, আজ ছত্রপতি শিবাজী। আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ, আপনাকে কোটী প্রণাম।

(নাগরিকগণের সমবেত সঙ্গীত।)

নাগরিকগণ— ভৈরবী—একতালা।

জয় জয় জয় ছত্রপতি জয় হে স্বধর্ম্মরক্ষক,
জাগালে নিদ্রিত মহারাষ্ট্রবাসী, জয় হে মারাঠাতিলক,
উজ্জল কিরণে নবীন বরণে উদিল আবার অরুণ,
হাসিল মাতা ভারতজননী জয় হে মাতৃসেবক,
শ্যামলা ধরণী হ'ক পুনঃ শ্যামা শ্যামল শস্যে উজ্জল,
রামরাজ্য হোক রাজত্ব তোমার, জয় হে প্রজারঞ্জক,
ঘুচালে জননী-অপুত্রকা-নাম, মুছালে তাহার কলঙ্ক,
ধন্য মাতৃভক্ত স্বদেশবৎসল ধন্য হে মাতৃপূজক ॥

রামদাস—আজ বড় আনন্দের দিন, সন্ন্যাসীর আশাতরু আজ ফলফুলে বড় শোভা পেয়েছে, তার হৃদয়োচ্ছাস উর্ম্মিবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু চারণ দেব ! তোমার খেদ জ্বালা এখনও জুড়াবার বিলম্ব আছে, তোমার কাজ এখনও বাকী আছে, এখনও অর্দ্ধাধিক ভারতসন্তান সুষুপ্ত, তাদের জাগাতে হবে। তোমার ঐ প্রাণমাতান সঙ্গীত আবার গাইতে হবে, যে পর্য্যন্ত না সমস্ত ভারতবাসী তোমার ঐ মর্ম্মস্পর্শী গান শুনে সম্পূর্ণ জেগে উঠে, ততদিন তোমাকে পুনঃ পুনঃ গাইতে হবে। তোমার যে ঐ আবেগভরা প্রাণমাতান স্বর আর কারো নাই, তোমায় আবার গাইতে হবে। মহারাষ্ট্রবাসী ! তোমরাও কেহ যেন নিশ্চিন্ত থেক' না, তোমাদেরও এখন' ঢের কাজ বাকী, যে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, জাতিভেদ ভুলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলে, অস্পৃশ্যে কোলে স্থান দিয়েছ, চির শত্রু যবনে পরম মিত্রে পরিণত করেছ, সেই মহৎ আদর্শ এখন সমগ্র ভারতে প্রচার কর, সমস্ত দেশবাসীকে দেশহিতব্রতে মন প্রাণ উৎসর্গ করতে শিক্ষা প্রদান কর। তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দাও, ভালবাসা বড় দুর্লভ বস্তু ; ভালবাসায় পর আপন হয়ে যায়, বনের পশুপক্ষী

বশ্যতা স্বীকার করে, পরম শত্রু পরম মিত্রে পরিণত হয়। সমস্ত ভারতবাসীকে ভালবাসায় আবদ্ধ কর, জননী জন্মভূমিকে ভালবাসতে শেখাও। যেদিন সকলে এই মহাব্রতে ব্রতী হবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে সহোদর বলে জ্ঞান করতে শিখবে, যেদিন মাতৃভূমি বলতে হৃদয়ে প্রেমোচ্ছ্বাস উত্থিত হবে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বদেশ বলতে আকুল প্রাণ হবে—মহারাষ্ট্রবাসী! সে দিন থেকে তোমাদের কার্য্যের শেষ হবে, তোমরা নিশ্চিন্ত হবে। চারণ দেব! তুমিও সেদিন থেকে তোমার ঐ হৃদয়ভেদী সঙ্গীত বন্ধ কোরো, তার আগে নয়। সে দিন ভারতবাসীর এক অভিনব দিন, সে দিন মন্দাকিনীধারা তর তর বেগে তাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হবে, এক নবীন উদ্যম নবীন তেজ তাদের হৃদয় উদ্বেলিত করে তুলবে, তারা এক নূতন রাজ্যে যেয়ে পৌঁছুবে। সে দিনের আর বেশী দেরি নাই, মহারাষ্ট্র-বাসী! তোমরাই তার পথ প্রদর্শক, আর শিবাজী তার হোতা। এখন সকলে উচ্চকণ্ঠে বল,—"জয় মা ভবানী—জয় ছত্রপতি শিবাজী।"

সকলে— "জয় মা ভবানী—জয় ছত্রপতি শিবাজী"

চারণ— কালাংড়া—একতালা।

নবীন তেজে নবীন সেজে উঠল এবার নবীন রবি,
নবীন রংয়ে নবীন ঢংয়ে সাজল স্বদেশ নবীন ছবি;
আয় তোরা আয় ছুটে সবায় যদি সবায় মানুষ হবি,
চিনবি তখন, স্বদেশ-রতন, মায়ের আশীষ-বচন লভি;
গাইবে এবার করি বাহার নূতনভাবে আবার কবি,
ছুটবে প্রবল জাহ্নবীজল, বাধা বিঘ্ন সব এড়াবি,
বসবে এসে হেসে হেসে মা জননী সবাই পাবি,
মিলবে আসল ফলবে ফসল জন্মভূমি তোদের সেবি॥

যবনিকা পতন।

Forword :—"Those who want to know something of Hindu polity will be simply benefited by perusal of this Bengali translation." (Jan. 22, 1925.)

"হিতবাদী" :—"......যাঁহারা এমন জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থের উপদেশাবলীর আস্বাদন গ্রহণে বঞ্চিত ছিলেন, ...অনুবাদ পাঠে তাঁহারা অনায়াসেই উক্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। অনুবাদের ভাষাটিও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।..."(৯ই আশ্বিন ১৩৩২)।

দৈনিক বসুমতী :—"......নীতিসারের বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন।"

"নায়ক"—..."হিন্দু রাজত্বে রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থখানি।...গ্রন্থখানির সমাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।" (১৪ই মাঘ ১৩৩১)

৬। **উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ পূজা প্রয়োগ** :—মূল্য ।৵০ আনা। ইহা ধর্ম্ম কর্ম্মের Hand book.

৭। **যজুঃ সংস্কার পদ্ধতি** ঃ—মূল্য ১৲ টাকা।

৮। **দুর্গা পূজা পদ্ধতি** ঃ—মূল্য ১৲ টাকা।

১২। **শ্রাদ্ধ পদ্ধতি** ঃ—মূল্য ৷৷৵০ আনা।

১১। **রসনির্ঝর** ঃ—মূল্য ।৵০ আনা—দুই রং এ ছাপা, সুন্দর বাঁধান।

নায়ক ঃ—"ইহা কতকগুলি সরস সংস্কৃত কবিতা ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ। এক......একটি কবিতা এক একটি রসকরা।..." (১৪ই মাঘ ১৩৩১।)

১৩। **মধ্যম রহস্য** ঃ—মূল্য ৵০ আনা। দৃশ্যকাব্য।

লও সৈন্যাপত্য-ভার দাক্ষিণাত্য জয়ে,
শাসহ শিবাজী দুষ্টে মরমে পীড়িয়া,
দেখাও মোগল-শৌর্য্য বিক্রম বীরতা,
আধিপত্য মোগলের স্থাপ পুনর্ব্বার,
শঙ্কিত হইক পুন দাক্ষিণাত্যবাসী,
আরংজীব নামে সব উঠুক কাঁপিয়া।
গোলকুণ্ডা বিজাপুরে শাসি অবশেষে
উড়াও মোগল-ধ্বজা ভারত ব্যাপিয়া।
পরম পণ্ডিত তুমি সমর-কৌশলী
রাখ মোগলের মান এ মহাসঙ্কটে।

জয়সিংহ—লইলাম সৈনাপত্য দক্ষিণ-বিজয়ে
রাখিব মোগলমান যাবৎ জীবন;
হইয়াছে শুক্লকেশ মোগলের কাজে
সঙ্কটে মোগলরাজে ত্যজিব না কভু।
নিশ্চিন্ত মনেতে তুমি থাকহ সম্রাট্!
শুভদিনে যাত্রা আমি করিব দক্ষিণে,
মোগল-বিজয়ধ্বজা উড়িবে আবার
দক্ষিণে নবীনরঙ্গে মলয় বাতাসে।
বিদায় সম্রাট্! তবে অদ্যকার মত
পাইবে সময়ান্তরে পুন দেখা মোর। (প্রস্থান)

আরংজীব—হবে কার্য্য সমুদ্ধার এবার নিশ্চয়
দাক্ষিণাত্য আধিপত্য করিবে স্বীকার,
পরিতুষ্ট জয়সিংহ বচনে আমার,
শিবাজী-দমন-ভার করিল গ্রহণ।
মহাবীর সুকৌশলী অতি বিচক্ষণ

রাজনীতি-বিশারদ সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানী,
মোগল পাঠান হিন্দু সবে সমস্বরে
একবাক্যে পূজে বৃদ্ধে জাতি ভেদভুলি।
কিন্তু বৃদ্ধ যদি করে আকাঙ্খা স্থাপিতে
স্বাধীন হিন্দুর রাজ্য—মোগলে দমিয়া—
না হবে শকতি মোর রোধিতে সে গতি,
অচিরে মোগল-রাজ্য মিশাবে অতলে।
কঠিন সমস্যা বড়, হবে বিচারিতে,
অযৌক্তিক কার্য্য করা হবে না কখন,
আরংজীব নহে কভু হেন বুদ্ধিহীন।
(কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া)
প্রেরিব দিলীরে সাথে এই যুক্তি স্থির,
বাল্যবন্ধু মহাযোদ্ধা বিশ্বাসভাজন
দিল্লী অধিকারে মোর প্রধান সহায়।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য।

পথ।

[ভারস্কন্ধে দুইজন মুসলমান বাহকের প্রবেশ]

১ম ভাঃ বাঃ—দেখ্, ভুলু, এখানে একটু সাবধান হয়ে চল্। এখানটা ভারি জঙ্গল,—আর শুনেছি মারাঠারা নাকি এরূপ জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে মালপত্তর সব লুটে নেয়, বুঝেছিস্ তো?

২য় ভাঃ বাঃ—খুব বুঝিচি, তুই তোর চরকায় ভাল ক'রে তেল দে।

১ম ভাঃ বাঃ—তোকে ভাল কথা বল্লাম, আর তুই আমাকে অমন জবাব দিলি।

২য় ভাঃ বাঃ—এখানে দাড়িয়ে কথা কাটাকাটি না করে এখন এগিয়ে চল্।

১ম ভাঃ বাঃ—তা দেখ্, যদি বেটাদের কেউ এসে পড়ে তা'হলে তুই কোন কথা বলিস্‌নে, যা ব'লতে হয় আমি ব'লবো।

২য় ভাঃ বাঃ—আরে বাপ্‌রে কোন্ মৌলানা এসে জুটেচেন দেখছি, আমি কথা কইলেই দোষ হবে, আর তুই কইলে হবে না কেমন?

১ম ভাঃ বাঃ—তা তখন দেখে নিস্।

২য় ভাঃ বাঃ—তা দেখে নেবো এখন বই কি? তবে তুই ততক্ষণ খাড়া থাক্‌বি, তখন তো কাপড় চোপড় বেশমাল হবিনি?

১ম ভাঃ বাঃ—তুই তো ভারি বেল্লিক, তোকে ভাল কথা বলতে গেলাম আর তুই আমাকে যা তা বল্লি? আমি কি তোর মত কাপুরুষ?

২য় ভাঃ বাঃ—কি সাহসী পুরুষ এলেন গো।

১ম ভাঃ বাঃ—সাহসী নয়তো কি তোর মত কাপড়ে মুতি।

২য় ভাঃ বাঃ—আচ্ছা কাজে দেখা যাবে এখন।

(অকস্মাৎ তুইজন মারাঠা সৈন্যের প্রবেশ)

১ম ভাঃ বাঃ—[ভার ফেলে দ্বিতীয় ভারবাহকের পশ্চাৎ গমন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতন]

২য় ভাঃ বাঃ—ও সাহসী পুরুষ, এখন গেলে কোথা এসে জুটো কথা ক'য়ে যাও। (সঙ্গীকে দেখিতে না পাইয়া পশ্চাৎদিক দর্শন এবং তাহাকে পতিত দেখিয়া) তাইতো সাহসী পুরুষ একেবারে মাটীতে। [মারাঠা সৈনিকদ্বয়ের অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক ২য় ভারবাহকের সম্মুখীন হওন]

২য় ভাঃ বাঃ—বলি ও সেনাপতি সাহেব! গরীবদের উপর আর এত মেহেরবানি কেন, একটু অন্যদিকে যাও না।

১ম মারাঠীসৈন্য—অন্যদিকে যাব কেনরে বদমাস, মনে করেছিস্ বুঝি অমনি সুবিধা পেয়ে লম্বা দিবি, তা হচ্ছে না বাছাধন, মালপত্তরগুলি যা আছে তা বাপের সুপুত্তুর মত দিয়ে সরে পড়, আর মালপত্তরগুলি কোথেকে আস্‌ছে, আর কেইবা আন্‌চে সে পরিচয়টি দিয়ে যা। (অসি মুখের সম্মুখে লওন)।

২য় ভাঃ বাঃ—আর কষ্ট করে এতটা এগিয়ে এসে, তলোয়ারটা মুখ পর্য্যন্ত উঁচু ক'রে ধরে হাত পায়ের এতটা বেদনা না দিলেই হ'ত,—তা এই মালপত্তর রইল, আর আমরা দিল্লী হ'তে আস্‌চি। রাজা জয়সিংহ তোমাদের সঙ্গে একটু রঙ্গরস করবেন ব'লে সৈন্যদের খোরাক যোগাবার জন্য এই মালপত্তর সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চেন।

(মালপত্তর ফেলিয়া বাহকদের প্রস্থান)

২য় মারাঠীসৈন্য—তা'হলে তো মোগলেরা খুবই কাছে এসে পড়েছে, যাক্ আমাদের ও আর বেশী ভুগতে হ'ল না, অল্পেই সংবাদটা পাওয়া গেল, এখন মালপত্তরগুলো নিয়ে শীগ্‌গির চল, মহারাজকে খবরটা দিইগে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মোগল শিবির।

(রাজা জয়সিংহ)

জয়সিংহ—লইয়াছি গুরুভার কর্ত্তব্যানুরোধে
মোগল-বেতনভোগী যেহেতু এখন;
বিসর্জ্জিছি স্বাধীনতা, আছে সত্য শুধু
ত্যজিব না কভু এই অমূল্য রতন।
মোগলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত ধরা

রঘুনাথ পন্থজীরে মহারাষ্ট্রপতি।
বিদ্রোহাচরণ তব ক্ষমিবে সম্রাট্‌,
রক্ষিবে মোগল তোমা করিবে সম্মান,
রাজপুত-বাক্য কভু হবে না অন্যথা।

(সেনাপতিগণের প্রতি) তোমরা এখন স্ব স্ব স্থানে গমন ক'রতে পার।

(সকলের প্রস্থান)

(শিবাজী হস্তে গণ্ডস্থল রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল)

জয়সিংহ—যদি হও ক্ষুণ্ণ বীর! আত্ম-সমর্পণে
সে খেদ নিষ্প্রয়োজন, বিশ্বাসি আমায়
এসেছ হেথায় চলি বিশ্বস্ত উপরে
হস্তক্ষেপ নাহি করে রাজপুত-জাতি।

শিবাজী—(প্রকৃতস্থ হইয়া) নহি ক্ষুণ্ণ বিন্দুমাত্র আত্মসমর্পণে
ভারত-বিখ্যাত-বীর জয়সিংহ পাশে।
বিদীর্ণ হতেছে হৃদি স্মরি পূর্ব্ব কথা,
আজন্ম-পোষিত-আশা হইল নির্ম্মূল;
স্থাপিতে আবার হিন্দুজাতির গৌরব
রক্ষিবারে হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান-করে
করেছি যে চেষ্টা তাহা হইল বিফল,
মহৎ উদ্যম আশা হ'ল অন্তর্হিত,
উন্নত উদ্দেশ্য সব হইল বিলীন,
যদিও ব্যথিত হৃদি এসব কারণ
তবু স্থির করি মন এসেছি হেথায়,
খেদ নাহি এ বিষয়ে শুন বীরবর!

জয়সিংহ—কহ তবে কি কারণে ক্ষুণ্ণ হৃদি তব?

শিবাজী— বড় প্রীতি পাইতাম বাল্যকাল হতে
গাইতে গৌরব-গীতি রাজপুতনার,
দেখিলাম সে সঙ্গীত নহে মিথ্যা কথা,
যদি ধর্ম্ম সত্য থাকে মহাত্মা জগতে
অদ্যাপি বিরাজে তাহা রাজপুত দেহে,
কিন্তু বীর! এই সেই রাজপুত জাতি—
মোগল-বেতন-ভোগী মুসলমান দাস?
এই সেই জয়সিংহ, মোগল নায়ক!
—সুযশে মণ্ডিত যাঁর সারা হিন্দুস্থান?

জয়সিংহ— যথার্থ দুঃখের বটে এগুলি কারণ,
কিন্তু বীর! রাজপুত করেনি স্বীকার
অধীনতা সে অবধি, যাবৎ সামর্থ
হয়েছিল দিতে বাধা মুসলমানগণে,
করেছিল যুদ্ধ তারা দিল্লীর সহিত,
বিধির নির্ব্বন্ধ এবে মোগল-অধীন।
প্রাতঃস্মরণীয় বীর ভারত-ভূষণ
অসাধ্য সাধন চেষ্টা করিলা প্রতাপ,
কিন্তু হায় ভাগ্যদোষে তাঁরই সন্ততি
দিল্লী-করপ্রদ-প্রজা মোগল-অধীন;
এসব বৃত্তান্ত নহে অবিদিত তব
কালের কুটিল চক্রে পড়ি এই দশা,
নহে দোষী রাজপুত নিজশক্তি-দোষে।

শিবাজী—অবগত আছি সব, কিন্তু মহারাজ!
জিজ্ঞাস্য আমার এই কহ বিচারিয়া,
কেমনে ভুলিলা এই চির-বৈরভাব?

এত যত্নশীল কেন যবনের কাজে ?

জয়সিংহ—মোগলের সৈনাপত্য লয়েছি যখন
করিয়াছি সত্য তার কার্য্য-সিদ্ধি তরে;
যথায় করেছি সত্য হবে না অন্যথা
সাধিব তাহার কার্য্য প্রাণ-বিনিময়ে।

শিবাজী—সকল সময়ে সত্য পালন উচিত,
কিন্তু কহ শত্রু যারা স্বধর্ম্ম-বিদ্বেষী
সাধিছে দেশের ক্ষতি পীড়িছে প্রজায়,
সত্যের সম্বন্ধ কেন হেন জন সনে ?

জয়সিংহ—জিজ্ঞাসিছ হেন কথা ক্ষত্রিয় হইয়ে,
জিজ্ঞাসিছ রাজপুতে এ কলঙ্ক-কথা,
রাজপুত-ইতিহাস পড় বীরবর !
কতশত বর্ষ যুদ্ধ করেছে এ জাতি
পাঠান মোগল যেবা এসেছে যখন,
সত্যের লঙ্ঘন কভু করেনি ইহারা।
কভু হইয়াছে জয়, কভু পরাজয়,
সম্পদে বিপদে কিবা অরাতি সদনে
পালিয়াছে সত্য সদা রাজপুতজাতি।
স্বাধীনতা নাহি এবে গৌরব-মণ্ডিত,
কিন্তু সত্য-রক্ষা-খ্যাতি আছে বর্ত্তমান,
স্বদেশে বিদেশে কিংবা শত্রুমিত্র মাঝে;
রাজপুতে এ গৌরব আজিও ভাতিছে—
বিশ্বাসঘাতক নহে রাজপুতজাতি;
সাক্ষী তার মানসিংহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
বিখ্যাত টোডরমল্ল মোগল-নায়ক;

যে সত্য দানিলা তাঁরা যবন-সম্রাটে
রক্ষিলা জীবনপণে আজীবন ধরি।
বহু সন্ধিপত্র বটে হয়েছে লঙ্ঘন,
রাজপুত-বাক্য কভু হয়নি অন্যথা।

শিবাজী—যশোবন্ত মহারাজ হিন্দুর বিরুদ্ধে
অস্বীকার করেছিলা করিতে সমর।

জয়সিংহ—যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম-প্রেমী
মাড়ওয়ারী সেনা তাঁর বিখ্যাত জগতে,
কিন্তু যশোবন্ত যদি হিন্দু-স্বাধীনতা
রক্ষিতেন সৈন্যবলে হইত প্রশংসা,
অথবা পরাস্ত করি দিল্লীর সম্রাটে
উড়াতেন হিন্দু-ধ্বজা যবনে দমিয়া,
নিজে গললগ্নীবাসে চরণে বসিয়া
সম্রাট্ বলিয়া তাঁরে দিতাম সম্মান,
কিংবা যদি রণভূমে পরাজিত হয়ে
স্বদেশ স্বধর্ম্ম তরে হারাতেন প্রাণ,
দেবতা ব'লয়া তাঁরে পূজিতাম আমি,
সুযশে ভরিত আজি সমগ্র ভারত।
কিন্তু বীর যশোবন্ত সৈনাপত্য ভার
লয়েছেন যদবধি মোগল-রাজের,
তদবধি যশবন্ত বাধ্য সুরক্ষণে
মোগল-সম্মান তার কার্য্য সমুদায়,
গ্রহণ করিয়া ব্রত লঙ্ঘন তাহার
ক্ষত্রোচিত-কার্য্য নহে মহারাষ্ট্রপতি!
যশবন্ত-যশোরাশি মলিন এখন

ধরি এ কলঙ্ক ভালে বিশ্বাসঘাতক!
* [পরাজিত হয়ে রণে সিপ্রানদীতীরে
মোগল-বিদ্বেষী তিনি, নতুবা কখন
এমন গর্হিত কার্য্যে মনিব-বিপক্ষে
কভু না দিতেন যোগ মহারাষ্ট্র সাথে।]*

শিবাজী—(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)
হিন্দুধর্ম্মোন্নতি চেষ্টা গর্হিত কি নৃপ?
হিন্দুকে সোদরজ্ঞানে সহায় হইলে
হয় কি নৃশংস-কার্য হিন্দুকুলোত্তম?

জয়সিংহ—কহি নাই আমি তাহা, যশোবন্ত কেন
ত্যজি আরংজীব-কার্য্য, জগৎ সমক্ষে
ঈশ্বর করিয়া সাক্ষী হ'ল না সহায়
আপনার মহারাজ স্বধর্ম্মতিলক!
তব সম যশোবন্ত করিল না কেন
স্বাধীনতা-রক্ষা-চেষ্টা প্রাণপণ করি?
মোগলের কার্য্য করি সঙ্গোপনে তার
বিরুদ্ধাচরণ করা অতীব গর্হিত—
ক্ষত্রোচিত-কার্য্য নহে কপটাচরণ।

শিবাজী—হতেন যদ্যপি মোর সহায় রাজন্!
যশবন্ত নরপতি প্রকাশ্য-আসরে,
দিল্লীশ্বর পাঠাতেন অন্য সেনাপতি
হয় ত উভয়ে মোরা হারাতেম প্রাণ।

জয়সিংহ—মরণ সৌভাগ্য ভাবে ক্ষত্রিয় সকল,
কপটাচরণ তারা গণে অপমান।

---

* [ ] এই অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলে।

শিবাজী—(আরক্ত বদনে) মহারাজ! মহারাষ্ট্রী ডরে না মরণে,
অকিঞ্চিৎকর এই জীবন প্রদানে,
উদ্দেশ্য সাধন যদি হয় মোর নৃপ!
হিন্দু-স্বাধীনতা পুনঃ হিন্দুর গৌরব
হয় যদি সংস্থাপন আবার ভারতে,
বিদীর্ণ করিতে পারি এই বক্ষঃস্থল,
অথবা ধরুন বর্ষা আপনি স্বকরে
অব্যর্থ সন্ধানে হৃদে করুন আঘাত
ত্যজিব এ প্রাণ আমি সহাস্য বদনে,
নেত্রের পলক কভু পড়িবে না মোর
*[যে স্বপ্ন হেরিনু আমি বালক-বয়সে
হিন্দুর গৌরব কীর্ত্তি সম্বন্ধে রাজন্!
যুঝিলাম শত যুদ্ধ, করিনু বিজয়
সহস্র অরাতি রণে ভীষণ সংগ্রামে,
পর্ব্বতে অরণ্যে গৃহে শত্রুর মাঝারে
দিবসে সায়াহ্নে কিংবা গভীর নিশীথে
চিন্তিলাম বিংশবর্ষ যাহার কারণে,
সে গৌরব-স্বাধীনতা-আশায় ত্যজিতে
বাজিছে দারুণ ব্যথা হৃদয়ে আমার,]*
দানিলে পরাণ মোর মোগল-সমরে
রক্ষা কি হইবে বীর! স্বাধীনতা-ধন?
জয়সিংহ—সত্য-পালনেতে যদি নাহি রক্ষা হয়
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বীরচূড়ামণি!
সত্য-লঙ্ঘনেতে তবে হবে কি রক্ষণ?

* [ ] এই অংশ অভিনয়ের জন্য বাদ রাখা চলে।

অঙ্কুরিত যদি নাহি হয় নরনাথ!
স্বাধীনতা-বীজ কভু বীরের শোণিতে,
তবে কি হইবে তাহা চাতুরিতে তার?

শিবাজী—পিতৃতুল্য জ্ঞান করি ক্ষত্রিয়-প্রধান!
ধর্ম্মজ্ঞ তীক্ষ্ণধী যোদ্ধা তব সম আর
হেরি নাই কভু আমি হিন্দুস্থান মাঝে।
পুত্রের সমান আমি প্রদান রাজন্!
পিতৃতুল্য সৎযুক্তি মোরে কৃপা করি।
ভ্রমিতাম যদা আমি কঙ্কন প্রদেশে
পর্ব্বতে পুলিনে কিংবা উপত্যকা মাঝে,
হৃদয়ে আসিত চিন্তা, উদিত স্বপন,
যেন মোরে কহিছেন জগৎজননী
সংস্থাপিতে স্বাধীনতা, গঠিতে মন্দির,
বাড়াতে ব্রাহ্মণমান, গোবৎস রক্ষিতে,
তাড়াতে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছে হিন্দুস্থান হ'তে—
সাক্ষাৎ ভবানী যেন উত্তেজিছে মোরে।
ছিলাম বালক আমি, ভুলিনু স্বপনে,
স্বদর্পে ধরিনু অসি, করিনু সহায়
মহারাষ্ট্রী বীরগণে একত্রিত করি,
আরম্ভিনু দুর্গজয় মনের উল্লাসে।
সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি যৌবন-উদয়ে।
হিন্দুর গৌরব হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য
স্বাধীনতা-সংস্থাপিতে পুনঃ হিন্দুস্থানে
করিয়াছি দেশজয় শত্রুবিমর্দ্দন,
বিস্তার করেছি রাজ্য, গড়েছি মন্দির,

সেই স্বপ্ন বলে বীর! একাল ধরিয়া।
উদ্দেশ্য কি মন্দ এই, মিথ্যা কি স্বপন?
দিন উপদেশ দেব! এ অজ্ঞ তনয়ে।

জয়সিংহ—(কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া)
উদ্দেশ্য হইতে তব মহত্তর কিছু
জানি না বীরেন্দ্র! আমি, তব স্বপ্ন হ'তে
প্রকৃত স্বপন অন্য জানা নাই মোর।
মহৎ উদ্দেশ্য তব নহে অবিদিত,
শত্রু-মিত্র-স্থানে আমি করেছি কীর্ত্তন
প্রশংসা করিয়া তব উদ্দেশ্য মহান্,
নিজপুত্রে রামসিংহে শিখায়েছি আমি—
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তব দেখায়ে নৃমণি!
স্বাধীনতা সুগৌরব আজ' রাজপুত
ভোলে নাই হৃদি হতে যদিও অধীন;
অলীক স্বপন নহে তব এ শিবাজী!
যত হেরি চতুর্দ্দিকে মনেতে উদয়
মোগল-রাজত্ব আর বেশী দিন নয়—
যত্ন চেষ্টা সমুদয় হইবে বিফল।
*[কলঙ্ক রাশিতে পুর্ণ বিলাসে জর্জ্জর
হিন্দুপ্রতি দুর্ব্বিষহ অত্যাচার-দোষে
শাপগ্রস্ত মোগলের বিশাল সাম্রাজ্য,
থাকিতে পারে না আর যবনাধিকার;
দাঁড়াতে পতনোন্মুখ গৃহ কভু পারে?
শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদ সমান
মোগল-রাজত্ব হবে ধূলি ধুসরিত,

হিন্দু-অভ্যুদয় পরে হবে সুনিশ্চয়,
অঙ্কুরিত হইতেছে মারাঠা-জীবন
যৌবন-তেজেতে তার প্লাবিবে ভারত,]*
স্বপ্ন তব স্বপ্ন নয় শোন মতিমান্!
বৃথা উত্তেজনা তোমা করেনি ভবানী।

শিবাজী—ভবাদৃশ ব্যক্তি তবে কেন স্তম্ভরূপে
বিরাজিত রক্ষিবারে সেই সে সাম্রাজ্য—
পতন অবশ্যম্ভাবী হইবে যাহার?

জয়সিংহ—ক্ষত্রিয়-ধরম বীর! সত্যের পালন,
করিয়াছি সত্য যাহা পালিব নিশ্চিত,
অসাধ্যসাধন কিন্তু কভু না সম্ভবে—
পতন-উন্মুখী-গৃহ কে তারে ঠেকায়?

শিবাজী—পালন করুন সত্য করিব না মানা
কপট আচারী দুষ্ট আরংজীব পাশে;
ধর্ম্ম-আচরণ তব নিরখি দেবতা
বিস্মিত চিত্তেতে সবে করুন প্রশংসা;
কিন্তু আমি সত্যবদ্ধ নহি মহারাজ!
সাধিতে স্বদেশ-হিত বুদ্ধির সাহায্যে
চেষ্টা যদি করি দেব! পারি পরাজিতে
দুষ্ট আরংজীবে যদি হবে কি নিন্দার?
মোগল-বিধ্বংশ কিগো হবে নিন্দনীয়?

জয়সিংহ—ক্ষত্ররাজ!
চতুরতা যোদ্ধা-পক্ষে নিন্দনীয় সদা,
বিশেষতঃ মহাকার্য্যে অতীব গর্হিত,

---

* এই [ ] বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলিবে।

*[অনিবার্য্য মহারাষ্ট্র-গৌরব-বর্দ্ধন,
বাড়িবে ক্ষমতা তার নিতি নিতি করি,
অচিরে ভারতেশ্বর হইবে যাহারা
উচিত না হয় তার চাতুরী শিখিতে,
মম বাক্যে দোষ বীর ! কর' না গ্রহণ,
যে শিক্ষা দানিছ কভু ভুলিবে না তারা,]*
অদ্য প্রদানিছ শিক্ষা নগর-লুণ্ঠনে
কল্য বিলুণ্ঠিবে তারা সমগ্র ভারত,
লভিছ বিজয় অদ্য চাতুরী কৌশলে
সম্মুখ সমর পরে শিখিবে না কভু,
অচিরে যে জাতি হবে ভারত-ঈশ্বর,
বাল্যগুরু সে জাতির হইয়ে রাজন্ !
উচিত না হয় তব শিখাতে চাতুরী,
ধর্ম্ম-শিক্ষা দাও বীর মহারাষ্ট্রীগণে ;
*[অদ্য যদি মন্দ শিক্ষা প্রদান ধীমান্ !
শতবর্ষাবধি তাহা দানিবে কুফল ;
বহুদর্শী বৃদ্ধ এই রাজপুত-বাণী
অবহেলা নাহি করি করহ গ্রহণ,]*
শিখাও মারাঠাগণে—সম্মুখ সমর,
চাতুরী কুশিক্ষা সবে শিখাও ভুলিতে ।
হিন্দুশ্রেষ্ঠ মহাবীর ! দিছি ধন্যবাদ
মহৎ উদ্দেশ্যে তব শত শত বার,
উন্নত এ শিক্ষা তুমি না শিখালে তারে
কে আর দানিবে বল সুশিক্ষা তাদের ?

* [ ] এই বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ দেওয়া চলে ।

মহারাষ্ট্র-শিক্ষাগুরু! হও সাবধান,
বহুকাল ব্যাপী তব প্রতি কার্য্যফল
বহুদেশব্যাপী ইহা হইবে নিশ্চিত।

শিবাজী—শিরোধার্য্য উপদেশ তব মহাগুরু!
কিন্তু অদ্য মানিয়াছি মোগল-বশ্যতা,
কবে আর দিব শিক্ষা কহ মহারাজ!
উপদেশমত তব মহারাষ্ট্রগণে?

জয়সিংহ—জয় পরাজয় স্থির নাহি এই ভবে,
অদ্য আমি জয়ী রণে কল্য কেবা জানে
হবে না বিজয় তব বীরেন্দ্র-কেশরী!
হইলে অধীন অদ্য মোগল-রাজের
হবে না স্বাধীন কল্য কে বলিতে পারে?

শিবাজী—করুন ভবানী তাই, কিন্তু মহারাজ!
সেনাপতি যে অবধি অম্বরাধিপতি
রহিবে মোগল-রাজ্যে, পূরিবে না আশা,
স্বাধীনতা পুনঃ মোর আসিবে না ফিরে।
হিন্দুসেনা সনে রণ ভবানী-নিষেধ,
কেমনে হইবে তব আদেশ পালন?

জয়সিংহ—ক্ষণস্থায়ী দেহ বীর! এ বৃদ্ধ শরীর
রবে আর কতকাল? কিন্তু যতদিন
রহিবে জীবন, সত্য নারিব ত্যজিতে,
বিরত হব না কভু পালনে তাহার।

শিবাজী—দীর্ঘস্থায়ী হ'ক তব শরীর রাজন্!

জয়সিংহ—করিয়াছি কার্য্য আমি শুন বীরোত্তম!
খলবুদ্ধি আরংজীব পিতার সকাশে,

আরংজীব অধীনেতে এবে করি কাজ ;
যতদিন রবে প্রাণ এ বৃদ্ধ শরীরে
বিদ্রোহাচরণ কভু করিব না আমি ;
কিন্তু ক্ষত্রবীর ! রহ সুনিশ্চিত মনে
মারাঠা-গৌরব আর হিন্দুর প্রাধান্য
অনিবার্য্য হিন্দুস্থানে হবে না অন্যথা,
রবে না মোগল-রাজ্য আর বহুদিন,
হিন্দুতেজ নিবারিত হইবে না আর,
হিন্দুর গৌরব নাম শিবাজী-গৌরব
ধ্বনিত হইবে শীঘ্র প্রতি দেশে দেশে ;

শিবাজী—(অশ্রুপূর্ণ নেত্রে) মহাত্মন্ !
ফলুক বচন তব, করিব না রণ
তব সাথে, করিলাম আত্মসমর্পন,
কিন্তু যদি পারি পুনঃ স্বাধীন হইতে
সাক্ষাৎ করিব দেব ! আর একদিন,
বসি পিতৃপদপ্রান্তে লব উপদেশ ।
সংগ্রাম-স্থগিত আজ্ঞা, প্রদান নৃপতি !

জয়সিংহ—শিবাজী !
বচন একটি মোর রাখ বীরবর !
একবার দেখা কর দিলীর সহিত,
অতি দর্পী মুসলমান, না করিলে দেখা
করিবে না বন্ধ রণ পাঠান দুর্ম্মতি,
নাহি শঙ্কা বিন্দুমাত্র যেতে তার পাশে,
আমার আত্মীয় তব প্রহরী স্বরূপ
যাইবে সঙ্গেতে রক্ষী দ্বিতীয় শমন,

সাহসী হবে না কেহ লঙ্ঘিতে তাহায়।

শিবাজী—পালিব বীরেন্দ্রসিংহ! আদেশ যেরূপ,
বিন্দুমাত্র তব আজ্ঞা ঠেলিব না কভু।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

পুরন্দর দুর্গ পাদদেশে যুদ্ধ-ভূমি।

[মোগল সেনাপতি—পাঠান বীর দিলীর খাঁর প্রবেশ]

দিলীর খাঁ—বেধেছে তুমুল রণ, দেখিব মারাঠা
কত বড় যোদ্ধা সবে, ধরে কত বল,
এ নহে কাফের সনে তস্কর-সংগ্রাম,
আরংজীব সেনাপতি দিলীর স্বয়ম্
উপস্থিত রণভূমে দালিতে আদেশ,
দেখি কতক্ষণ দুর্গ না হয় অধীন।
জয়সিংহ! বীর তুমি অতি বড় বীর,
তথাপি কাফের হিন্দু সোদর তোমার,
শত শত যুদ্ধ বটে করেছ বিজয়
মোগল-সাপক্ষে থাকি ভীষণ সমরে,
হিন্দুর সহিত রণে তথাপি প্রত্যয়
সম্পূর্ণ তোমার প্রতি যুক্তি যুক্ত নয়;
কহিলা বীরেন্দ্রসিংহ অম্বরাধিপতি
দুর্গ-আক্রমণে এবে নাহি প্রয়োজন,
দুর্গজয়ে পরাজয় সম্ভব অধিক
সমতল ভূমে থাকি করিতে সমর,
বুঝিল না সেনাপতি, বীরেন্দ্র দিলীর

নহেত গায়েস্তা খাঁ ভীরু নিচাশয়
বিপদ-সঙ্কুল স্থানে যাবে না ধাইয়ে,
নিশ্চিন্ত রহিতে দিবে মারাঠা-তস্করে;
প্রাণভয় কারে বলে দিলীর জানে না,
বাহুবলে দুর্গজয় প্রতিজ্ঞা আমার,
নতুবা এ ঘৃণ্য প্রাণে কিবা প্রয়োজন
নগণ্য তস্করে যদি না পারি জিনিতে।
দেখিব দেখিব আমি মারাঠী তস্কর
রক্ষে দুর্গ কতদিন দিলীর-সম্মুখে।
কর রণ বীরগণ, ক্ষণেকের তরে
ক্ষমা নাহি দাও রণে, যুঝ দিবারাতি।

(জনৈক মোগল সেনাপতির প্রবেশ)

মোগল সেনাপতি—অবধান সেনাপতি! যুদ্ধের বারতা,
বুঝিছে মারাঠাগণ শমন-সমান,
অদ্ভুত ক্ষমতা সবে অদ্ভুত বীরত্ব,
হেরিয়াছি বহু যুদ্ধ বহু যোদ্ধা-জাতি
কিন্তু কভু হেরি নাই এ হেন বীরত্ব,
*[কালান্তক যম সম প্রতি জনে জনে
বিনাশিছে বহু সৈন্য একক যুঝিয়া,
ভয়ে ভীত নহে কেহ, দুর্ব্বার সমরে
মথিছে মোগল সৈন্য, যেমতি মারুতি
মথিলা রাক্ষসগণে অশোক-কাননে,
কি দিব তুলনা বীর এ জাতির সনে]*
আগ্নেয়াস্ত্র-মুখে বুক দিতেছে পাতিয়া

* [ ] এই বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে বাদ রাখা চলে।

নির্ভীক নিশ্চল হৃদে সহাস্য আননে,
হেন বীরজাতি কভু শুনিনি শ্রবণে ;
সুধন্য মারাঠাদেশ জন্মিলা যথায়
এমন বীরেন্দ্রজাতি দেশহিতপ্রাণ।
শুন পুনরায় বীর ! যুদ্ধের কাহিনী
দুর্গজয় বুঝি আর না হয় মোদের,
হত শত শত সৈন্য মোগল পাঠান,
জন কয় মাত্র আর করিছে সংগ্রাম
অবশিষ্ট স্বল্পমাত্র দারুন আহবে,
চিন্ত সদুপায় শীঘ্র চিন্ত মহামতি !
উজ্জল স্মৃতিতে যেন মাখে না কলঙ্ক ;
প্রের অন্য সেনা ত্বরা সাহায্য কারণ
নতুবা মোগল-রবি যাবে অস্তাচলে।

দিলীর—কি বলিলে সেনাপতি ! দিলীর থাকিতে
মোগলের যশসূর্য্য যাইবে ডুবিয়া,
বন্যপশু মহারাষ্ট্রী—জিনিবে মোগলে !
ফেরুপালে দেখি ভয়ে পালাবে কেশরী,
হোক্ বলবান্ তারা, মোগল-সৈনিক
নহে কাপুরুষ হীন—মারাঠা হইতে,
মত্ত গজ সম বীর মোগল পাঠান
ডরে না সমরে তারা পশিলে শমন,
কি ছার মারাঠাজাতি কে গণে তাহারে ;
ভাগ্যক্রমে কোনরূপে করিয়াছে ক্ষয়
আরংজীব-সেনা কিছু সুযোগ পাইয়া,
দ্বিতীয় আক্রম যদি পারে রোধিবারে

বুঝিব ক্ষমতাশালী মহারাষ্ট্রজাতি।
যাও বীরবর! ত্বরা জানাও আদেশ
সৈন্যগণে, আক্রমিতে চারিদিক হ'তে
দুর্দ্ধর্ষ ভীষণ দুর্গ পুরন্দরে আজি,
সাহায্যার্থ যাও কেহ, বিপর্য্যস্ত সেনা,
আপনি দাঁড়ায়ে আমি চালাব বাহিনী।
নাহি ত্রাস আর কিছু শুন সেনাপতি!
বলহ সৈনিকগণে সাজিতে ত্বরায়
ক্ষণমাত্র বিলম্বেতে ঘটিবে অনর্থ,
ধাও দ্রুত বীরদর্পে পশহ সমরে
দেখাও মোগল-বীর্য্য সম্রাট্-বিক্রম,
জনৈক মারাঠা যেন না যায় বাহুড়ি
মিটাও সমর সাধ তস্কর জাতির।

মোঃ সেনাপতি—চলিনু পালিতে তব আদেশ ধীমান্!
কিন্তু মনে হয় জয় নাই এই রণে,
মুষ্টিমেয় মহারাষ্ট্রী রোধিছে অক্লেশে
বিপুল বাহিনী বীর দিলীর চালিত,
ধন্য বীরজাতি এরা, ধন্য দেশপ্রেম,
সারা দিন রাতি যুদ্ধ করিছে অবাধে,
*[নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা দেশের কল্যাণে
দানিছে পরাণ সবে পুলকিত চিতে,
এ হেন বীরেন্দ্র জাতি নাহি ধরাধামে
মোগল পাঠান ছার রাজপুত হারে,
যুঝিছে মারাঠি-সৈন্য বিপুল বিক্রমে
সাধ্য কি মোগল তার দাঁড়ায় সম্মুখে,

কি অপূর্ব্ব বীরজ্যোতি ভাতিছে বদনে
ঝলসে নয়ন হেরি সে জ্বলন্ত ছবি
স্ফুলিঙ্গ ছুটিছে যেন জ্বলন্ত অনল]*
দহিছে মোগলসৈন্য কালানল সম,
না দিব যুদ্ধেতে ক্ষমা শুন সেনাপতি!
পালিব আদেশ তব, কিন্তু জেন স্থির
পরাজয় অনিবার্য্য মারাঠা-সমরে
মোগল-সম্মান হায় হবে নির্ব্বাপিত।

বীর—নাহি ভয় আর বীর! প্রবেশ সময়ে
চতুর্গুণ সৈন্য এবে পুরন্দর-জয়ে
পশিবে সংগ্রাম মাঝে সাহায্যে তোমার,
আমিও দাঁড়ায়ে হেথা তোপের সহায়ে
করিব অনল-বৃষ্টি শত্রুসেনা মাঝে
বাহুড়িয়া গৃহে কেহ নাহি যাবে ফিরে,
বধেছে সহস্র সৈন্য মোগল পাঠান
কিবা আসে যায় তাহে—মরুক আবার
দ্বিগুণ সহস্র পুনঃ তথাপি দিলীর
পুরন্দরদুর্গজয় করিবে নিশ্চয়।

মোঃ সেনাপতি—রণ তবে রণ পুন, হে বীরপুঙ্গব!
মারিব অথবা রণে মরিব এবার,
বিদায় বিদায় তবে যাই সেনাপতি!
জানি না ফিরিব কিনা আর এ আহবে।

(প্রস্থান)

দিলীর—বুঝিতে না পারি কিছু, একি দুর্ঘটনা,

* [ ] এই অংশ অভিনয়ের জন্য বাদ রাখা চলে।

দুর্জ্জয় মোগলসেনা মারাঠী-সমরে
রহিতে না পারে স্থির হত শত শত ;
কে জানে খোদার মর্জ্জি কি হবে বা পরে।
সত্য বটে করিয়াছি রণ সুবিস্তর
যুঝিয়াছি বহু জাতি বহু যোদ্ধা সনে
কিন্তু হেরি নাই হেন শৃঙ্খলা যুদ্ধের
অথবা নির্ভীক সৈন্য মারাঠা সমান,
পার্ব্বতী মাউলীগণ কি অদম্য তেজী
ঐরাবৎ সম বল ধরে জনে জনে
জানে না ক্লান্তি বা শ্রম ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন
যুঝিছে দিবস রাতি প্রচণ্ড বিক্রমে,
ভুলিনু তস্কর নহে মহারাষ্ট্রজাতি
অদ্বিতীয় যোদ্ধা সবে ভারত মাঝারে,
ঘুচিল এ ভ্রম মম বহুকাল পরে
হেরিনু সম্মুখে রিপু দ্বিতীয় শমন,
দর্প করি দুর্গজয়ে দিয়াছি আদেশ
বিজয়া সুনাম বুঝি টুটিল এবার,
বিচক্ষণ জয়সিংহ বৃদ্ধ সেনাপতি
নিষেধিলা বার বার দুর্গ-আক্রমণে,
সন্দিগ্ধ হইয়া চিত্তে না শুনিনু মানা
কলঙ্ক ডালিনু হায় নিষ্কলঙ্ক নামে,
কি কহিবে আরংজীব, কেমনে বা মুখ
দেখাব সম্রাটে আমি কালিমা মাখিয়া,
দর্পহারী তুমি খোদা ঘুচিল সংশয়
দাম্ভিক দুর্গতি এই দুনিয়া মাঝারে।

(দ্রুতবেগে একজন মোগল দূতের প্রবেশ)

দূত—সাবধান সেনাপতি! উন্মত্ত কেশরী
সৈন্য-ধ্বংশে ক্ষিপ্তপ্রায় আসিছে মুরার-
বাজীপ্রভু নামধারী দুর্গের রক্ষক,
প্রচণ্ডবিক্রম বীর মত্ত গজ সম
বীর্য্যবন্ত বলধারী একাকী সংগ্রামে
সহস্র মোগল-সেনা করেছে সংহার,
ধাইছে উন্মাদ প্রায় তোমার সন্ধানে,
পূর্ব্ব হতে সাবধান হও সেনাপতি!

দিলীর—নিঃসন্দেহে যাও দূত! স্বীয় কর্ম্মস্থানে,
যুদ্ধের বারতা পুনঃ আন ত্বরা করি,
যত বল ধরে যেবা আসুক হেথায়
দিলীর প্রস্তুত সদা তার অভ্যর্থনে।

দূত— ওই আসিতেছে প্রভু! প্রমত্ত বারণ,
কর্ত্তব্য যা হয় বীর! কর স্থির ত্বরা,
চলিনু সমরবার্ত্তা লইতে আবার,
করুন মঙ্গল খোদা তব সেনাপতি! (প্রস্থান

(দ্রুতবেগে অসিহস্তে রক্তাক্ত কলেবরে কিল্লাদার মুরার-বাজীপ্রভুর প্রবেশ)

মুরার বাজীপ্রভু—কোথায় দিলীর খাঁ? সেনাপতি বীর
পশ্চাতে লুকায়ে কেন মোগল-গৌরব!
এই কি যুদ্ধের রীতি পাঠান তোমার,
বীরত্ব কি এইভাবে প্রকাশ আপন?
মরিছে সৈনিকগণ, অম্লান বদনে
দেখিছ পশ্চাতে বসি শিবির আড়ালে,
ধন্য বীরপণা তব বীরেন্দ্রকেশরী!

এই বলে আরংজীব এত বলীয়ান
এই তেজে রাজপুতে করিল বিজয়
এত গর্ব্ব এত মান ভারতঈশ্বর ?
পর্ব্বত-নিবাসী মোরা অসভ্য বর্ব্বর
জানি না যুদ্ধের রীতি সমর-কৌশল
কিন্তু লজ্জাগণি মোরা পশ্চাতে থাকিয়া
করিতে সংগ্রাম বীর ! অরাতি সহিত।

দিলীর—বৃথা অনুযোগে বীর ! ফলিবে কি ফল ?
মোগল-বীরত্ববার্ত্তা বিদিত ভুবনে।
সম্মুখে পশ্চাতে কিংবা থাকি কোন স্থানে
কিবা তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি বল বীরবর !
আবশ্যক রণভূমে সংগ্রামে বিজয়
যেথায় থাকি না কেন কিবা আসে যায়,
বরং পশ্চাতে যদি থাকে সেনাপতি
বিবিধ সুফল তায় হয় সংঘটন,
দিতে পারে উপদেশ সময় উচিত
উৎসাহিতে পারে সৈন্যে হইলে ত্রাসিত,
সেনাপতি-প্রাণমূল্য সৈনিক হইতে
বহু মূল্যবান বীর ! অতীব আদ্রিত।

মুরারবাজী—শিখিনু মোগলরীতি তোমার নিকট
কিন্তু ক্ষুদ্র অশিক্ষিত পাহাড়ী আমরা
ঘৃণা করি হেন রীতি করিতে গ্রহণ,
মরিবে সৈনিক মোরা দেখিব দাঁড়ায়ে ?

দিলীর—বৃথা কেন গঞ্জ বীর ! নাহি কহি তোমা
অনুসরতে মোগলের নিয়ম প্রণালী।